প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল
"পর্ণ কুটীর"
৬, কামার পাড়া লেন, বরাহনগর

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিনয় আর বীণার বিয়ে হয়ে গেল একান্ত প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে।

ওদের দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল কলেজে। বিনয় নামছিল, বীণা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল, হঠাৎ বিনয়ের ধাক্কা লেগে বীণার হাতের বইগুলো পড়ে গেল সিঁড়ির উপর। বিনয় অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বইগুলো তুলে দিল বীণার হাতে, তার পর করজোড়ে শুধু বললো, নমস্কার!

বীণা প্রতিনমস্কার না করেই ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উপরে উঠে গেল। তরুণীর উদ্দাম যৌবনের বসন্ত চঞ্চলতায় বিনয় মুগ্ধ হলো।

আর একদিনের কথা। বীণা আসছে একটা গলির উত্তর থেকে দক্ষিণে, আসছে তার উল্টো দিক থেকে। বীণা তাদের বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকছিল, বিনয় তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তার কাছে এসে হাসিমুখে হাত জোড় করে বললে, নমস্কার।

এবারও বীণা প্রতিনমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে গেল বাড়ীর মধ্যে। ...র পৌরুষে আঘাত লাগলো, মনে মনে সে সঙ্কল্প করলে, যুবতীর জটিল ...লৌহকঠিন মন সে টলাবেই। এর পর আরও একদিন ওদের দেখা ...ল এবং সেদিনও বীণা ঠিক এমনি করেই, প্রতিনমস্কারটুকু পর্য্যন্ত না ...য় নিরুত্তরেই পাশ কাটিয়ে পালিয়েছিল। মেয়েটীর দুঃসহ অহঙ্কারে

বিনয়ের জিদ আরও বেড়ে গেল, বিনয় স্থির করে ফেললো, য়া
নীড় রচনার জন্যে এই মেয়েটিকে না পেলে তার চলবে না।

আর একদিনের কথা বিনয়ের বিশেষ করে মনে আছে। মোহ
সঙ্গে কি একটা ইয়োরোপীয়ান টীমের খেলা দেখতে বিনয় গিয়েছিল
হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সে আবিষ্কার করে ফেললো বীণাকে। চারিদিকের
ঠেলে বীণার কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই বিনয় বললে, নমস্কার।

বীণা বিনয়ের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হল বটে, কিন্তু প্রতি
অভিবাদন জানাবার প্রয়োজন বোধ করলে না। একটু বিরক্তি সহ
মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে কণ্ঠাবলম্বিত বায়নাকুলারটা তুলে ধরলো চে
ওপর—ভাল করে ম্যাচটা দেখবার জন্যে।

বিনয় মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করলো, ঐ দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা সে
করবেই। নইলে ধিক তার যৌবনে, ধিক তার পৌরুষকে। এই দিন
সুরু হল বিনয়ের প্রতিজ্ঞার পালা।

এর পর অনেক দিন আর দুজনের পথে ঘাটে কোথাও অকস্মাৎ
হয় নি। না হোক, বিনয় তার জন্যে হতাশ হয়ে পড়ে নি। অদৃ
যোগাযোগ থাকে তা হলে আবার দেখা হবে, এই ছিল তার বিশ্বাস।

বিনয় লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির। এতদিন বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে
থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে ভাল করে চাইবার ফুরসুৎ তার
কলেজে পড়তে পড়তে যে সব মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয়
তাদের সম্বন্ধে মনোযোগী হবার অবকাশ তার ছিল না। বি
পরীক্ষার পর কলেজের সিঁড়িতে বীণাকে যেদিন সে প্রথম দেখ
দিনই সে সর্ব্বপ্রথম একটী নারীদেহের দিকে চেয়ে মুগ্ধ, বিচলিত,

নিয়ম-চালিত সংসারে ঠিক নিয়ম মত একটির পর একটি ক'রে কয়েক বছর গড়িয়ে গেল এর মধ্যে বীণা আর বিনয় তাদের বিবাহিত জীবন ভরপুর উপভোগ করে নিল। দুজনের যৌবন তখন কাণায় কাণায় উচ্ছল। প্রথম প্রেমের প্রণয়লীলার আনন্দে পরস্পরে মাতাল হ'য়েই মাতলামী করে নিল। ভোগে সুখে হাসি ও গানে এম্নিভাবে দিন কাটতে কাটতে একদিন ছন্দপতন ঘটল।

বিনয়ের কাছে যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সব ফুরিয়ে গেল।

এখন খরচ চলে কিসে ?

অনবরত কামাই ক'রে ক'রে বিনয়ের টিউশনীগুলি ঘুচে গেছে। চাকরী সে করবে না, সাহিত্য সেবায় জীবন কাটাবে। অথচ বর্ত্তমানে তার কোন লেখাই সমাপ্ত নয়। সুতরাং অসমাপ্ত সাহিত্যের কে আর দাম দেবে ?

বীণা দেখল বিনয়ের ভরসায় আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে বিনা টাকার সংসারে ওদের টিঁকে থাকা অসম্ভব হবে। সে চেষ্টা করতে শুরু করে দিল নিজের জন্ম একটা কাজের। উদ্যোগীর কাছে লক্ষ্মী আসতে বিলম্ব করলেন না। অল্পদিনের মধ্যে বীণা এক নব প্রতিষ্ঠিত মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বহাল হ'য়ে গেল।

ফলে স্ত্রী উপার্জ্জন ক'রে সংসার চালাতে লাগল, আর বেকার স্বামী ঘরে ব'সে বসে বৃথাই সাহিত্য সেবায় দিনাতিপাত করতে লাগল।

বীণা এখন বিনয়ের শুধু গৃহিণী নয় গার্জ্জেনও। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব

আর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তার হাতে। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ বা দেওর ত সংসারে কোন বালাই নেই। ঘটপট ব্রত নিয়ম পূজা অর্চনায় বীণার বিশ্বাস নেই, এমন কি অতিথি অভ্যাগত এলেই যে নির্বিচারে তাদের জলখাবার দিতে হবে সে কথাও সে মানতে চায় না। অতএব হালফ একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট সুসজ্জিত ক'রে নিয়ে স্বামীস্ত্রীর খাওয়াপরার খর দুটো কুকুর একটি'বয় আর একটি পেটভাতায় দাসী রেখে অতি মিতব বীণা তাদের সংসার চালিয়ে যায়।

স্কুল-সংক্রান্ত কাজে অকাজে যারা যখন তখন বীণার সঙ্গে দেখা আসেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য—মিষ্টার চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি—আর মিষ্টার সেন স্কুলের অবৈতনিক সেক্রে সেন, মিষ্টার চৌধুরীর জমিদারীর ম্যানেজারের একমাত্র সৎ উত্তরাধিকারী।

বিনয় চৌধুরীকে যত না অপছন্দ করে, সেনকে দেখলে সে তত হয়, আর তেমি ক্ষেপে যায় তার আলশেশিয়ান কুকুরটা। বিনয়ের অ এরাই এসে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ আর শান্তি ভেঙে দিচ্ছে।

সেদিন টেবল্‌ফ্যানটি খুলে, বিনয় তার রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বলেখার বারান্দায় তার প্রিয় কুকুরটিকে আদর করছিল। ওপাশের বাথরু বেরিয়ে এসে বীণা দেখে, ফ্যানখানা ঘুরচে, ঘরে লোক নেই। বিনয়কে ডেকে তিরস্কারের স্বরেই বলে, তোমার আক্কেল কি বল দেখি

কেন, কি হয়েছে?

ফ্যানখানা খুলে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছ। তোমা ইলেকট্রিকের বিল ত আর তোমায় পে করতে হয় না।

তা হয় না বটে, তবে ইলেকট্রিকের বিল পে করা আর রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে
গবেষণা করা কি এক কথা বীণা ?
দেখ বিনয়, তোমার রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা নিয়ে সংসার চলে না।
বাস্তব জগতে টাকা-আনা-পাই সবচেয়ে বড় জিনিস। রোজগারের চেষ্টা
তো তোমার নেই, কেবল খরচ করতেই শিখেছ।
বীণা এ কথা বলে অন্য ঘরে চলে যায়। বিনয় বীণার অপসৃয়মান
মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপন মনে বলে, 'সকলই আমার দোষ হে—বন্ধু,
সকলই আমার দোষ।' তারপর সে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে যেমন
বসতে যাবে কি বারান্দায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার শুরু করে
দিল। বিনয় বুঝল সেক্রেটারী সেন এসেছে। সকাল হতেই অবাঞ্ছিতের
আগমনে মন তার বিষিয়ে উঠল, মাথা রাগে গরম হয়ে গেল।
তার ইচ্ছে হ'লো লোকটাকে গিয়ে যাচ্ছেতাই বলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে
দিয়ে আসে। কিন্তু অতটা প্রভুত্ব ফলাবার তার সাহসও নেই শক্তিও
নেই। তবে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তাকে
একদিন মুখ ফুটে কথা বলতেই হবে। স্ত্রীকে অতটা স্বাধীনতা দেওয়া আর
বিশ্বাস করা তার ভুল হয়েছে। ভুলের উপলব্ধি এখন সে দস্তুর মত করতে
পারছে। অতএব আর সে ক্ষমা করবে না, অপরাধীর শাস্তি দেবেই।
কিন্তু বারান্দায় এসে সে দেখে, সেন নয় চৌধুরী মশায়কেই কুকুরটা আসতে
দিচ্ছে না। যাই হোক লোক দেখান ক্ষীণ হাসি হেসে সে বলে, 'ও মিষ্টার
চৌধুরী, নমস্কার আসুন।' বিনয়কে আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলতে
দেখে, কুকুর শান্ত হ'য়ে লেজ নাড়তে লাগলো, চৌধুরীমশাই জীবটিকে
[illegible] অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে এসে বলেন, 'কুকুরটা অন্যদিন আমা[illegible]

ওকে কিছু বলেনা তো।' বিনয় চৌধুরীকে তার লেখাপড়ার ঘ যেতে যেতে বল্লে, 'কিন্তু মিষ্টার সেনকে দেখলেই ও ভীষণ চিৎকার সেনকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।'

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চৌধুরী বলেন, 'তাই নাকি? তবে আ গাড়ী নিয়ে আসিনি কিনা, বোধ হয় আমায় চিনতে পারেনি।'

চৌধুরীকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, নিজের চেয়ারে বসতে বসতে একটু খোঁচা দেবার দুরভিসন্ধিতে বলে, 'গরীবের কুকুর হলে হ ওটির চাল পুরাদস্তুর অ্যারিসট্রোক্রাটিক। গাড়ীওলা না হলেই ও চেঁ

চৌধুরী সেকথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনার ও লেখা হচ্ছে?'

বিনয় বলে, 'বেকার। ব'সে ব'সে একটু যা তা লিখি। এব বেশ সময় কাটে।'

—নভেল না নাটক কি লিখচেন?

—লিখছি একটা প্রবন্ধ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে। একটু শুনে অবশ্য আপনাদের হেড্ মিস্ট্রেসটি যদি না অসন্তুষ্ট হন—

—কি যে বলেন, পড়ুন পড়ুন—বিনয় পড়ে যায়, "শ্রীকৃষ্ণ ব জানতেন যে রাধা পরস্ত্রী, তবুও ঐ রাধাকে পাবার জন্যে তিনি ঘাটে ব বাঁশী বাজিয়ে বেড়াতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়ের নীচে সবুজ জায়গাট গোচারণ করছেন, রাধা নির্ঝরিণীর জলে স্নান করছে। কৃষ্ণের বাঁশী ব আর কি সে থাকতে পারে। সে সিক্ত বসনেই ছুটে এল কৃষ্ণের সবলবা বন্ধনে বন্দিনী হ'তে, দূরে কুঞ্জের আড়ালে সখীদের চাপা হাসির শু শোনা গেল।...

এমন সময় বীণা সে ঘরে এসে মিষ্টার চৌধুরীকে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করে, 'কতক্ষণ এসেছেন মিষ্টার চৌধুরী ?

—এই কয়েক মিনিট। বিনয় বাবুর লেখা শুনছিলুম। মোস্ট ইন্‌টরেসটিং, আর খানিকটা পড়ুন না মিষ্টার রয়।

একটু আড়ষ্টস্বরে বিনয় বলে, আপনাদের অসুবিধে হবে—।' প্রাণ খোলা অট্টহাসি হেসে চৌধুরী বলেন, 'বিলক্ষণ, অসুবিধে কি বলছেন, পড়ুন পড়ুন—।' সত্রাসে বিনয় বীণার দিকে তাকিয়ে নীচুস্বরে পড়তে লাগে, রাগে জটিলা কুটিলার মুখলাল হয়ে ওঠে। বাঁশী না ওটা কৃষ্ণের কামনার হাতছানি। পর যুবতীকে উপভোগ করবার জন্যে ঘরের বার করার ফাঁদ। কামুক নির্লজ্জ স্বভাব বজ্জাতের ধাড়ী নাকি স্বয়ং ভগবান, নরলীলা করতে ভালবাসেন, তাই লীলা করছেন। উনি বালক স্বভাব খেয়ালী। ভক্তের সন্তোষের জন্যে ভোগ নিচ্ছেন। কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী। বাপ মা আত্মীয় বন্ধু কেউ কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণই সব। আর ঐ রাধা ছুঁড়ী ? ছি ছি ওর কাণ্ড দেখেই না লোকে বলে জগতে মেয়েদের মত নির্লজ্জ জাত নেই। নারী কুহকিনী ছলনাময়ী অবিশ্বাসিনী, মেয়েদের ছোঁয়াচ লেগেই সমাজ এখনও বর্ব্বরতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এম্নি কত কি। ঐ কুলটাকে শাস্তি দিতেই হবে। আমার দাদাকে বলে দিয়ে ওদের দুজনকেই যুপকাঠে ফেলে বলি দেওয়াতে হবে। ওদিকে অসম্বৃতা রাধাকে বুকে চেপে ধরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে গান গায়, পূর্ব্বজনম কি প্রীত পুরাণী সো না ছোড়ি যায়। তারপর—

বীণার শ্বাস রোধ হ'য়ে আসে। রীতিমত বিরক্তির সুরে সে বলে ওঠে, তারপর এখন থাক। যত সব পাগলামী—।' রাগে তার কথা আটকে যায়।

তবু চৌধুরী সাহেবকে সে মিনতি করে, 'চলুন মিষ্টার চৌধুরী, ওঘরে চলু ও বেচারীকে ডিস্‌টার্ব করার মানে নিজেরাই বিরক্ত হওয়া।'

এঁরা ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেলে, বিনয় আপন মনে বলে, 'আ বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' এমন সময়ে তার কুকু আবার ডেকে ওঠে। বিনয় চাকরটাকে ডেকে বলে, 'এই। কুকুরটা আমার কাছে দিয়ে যা।'

বয় বলে, 'মা যে বল্লেন তাঁর কাছে দিয়ে যেতে।'

ধমক দিয়ে বিনয় বলে, 'না না, তাঁর কাছে ত একজন আছে।'

চাকরটা কাঁচুমাঁচু হ'য়েই বলে, 'আজ্ঞে, তিনি ত চৌধুরী সাহেব।'

এখন এই চৌধুরী সাহেবের কিছুটা পরিচয় প্রয়োজন। পঞ্চাশে কোঠা পেরিয়ে ইনি হয় বাহান্ন কি বড় জোর চুয়ান্ন। নিছক ভদ্রলোক মনোধর্ম্মে মহৎ। বিত্তবান ও স্বাস্থ্যবান প্রশান্ত মূর্ত্তি। বিপত্নীক ও নিঃসন্তা অলস বা নিষ্কর্ম্মা নন। নিজের ব্যবসা বাণিজ্য নিজেই দেখেন শোনেন তাছাড়া নিজব্যয়ে মস্ত বড় একটা মেয়ে ইস্কুল খুলে তার আগাগোড়া নিজে তদারক করেন। একশ আটখানা আবেদন পত্রের মধ্যে বেছে বীণাকে তিনি তাঁর স্কুলের হেড মিস্ট্রেস নিযুক্ত করেছেন। ক্রমে বীণার কথাবার্ত্তা চালচলনে গুণে ও বুদ্ধি গরিমায় তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। চোখ মানুষে ভ্রান্ত করলেও, বীণাকে দেখে তাঁর মনের মধ্যে স্নেহ ও প্রীতি নিবিড় হয়ে ওঠে। লোকে তাঁকে সেকেলে বললেও, তিনি নিজে অনেক ব্যাপারে কালের প্রগতির স্রোত ও গতির পক্ষপাতী। বিশেষ করে তিনি নারী শিক্ষা ও তাদের স্বাধীন চলাফেরায় উচিতমত উৎসাহ দেন। নারীর নিজত্বে প্রতি তাঁর যত কৌতূহল, তেম্নি সমবেদনা। বীণাও মেয়েদের নম্র

তার অতিরিক্ত লজ্জায় বিশ্বাস করে না। পুরুষের কাঁধে চড়ে মেয়েদের যে চিরকাল থাকতে হবে এর কোন অর্থ সে খুঁজে পায় না। এগিয়ে যাবার জন্তে তাই সে আজ বাঁধ ভাঙতে চায় ডিঙোতে চায় বিধিনিষেধের পচা আবর্জ্জনা স্তূপ। সে অঙ্কুরেই তাদের জীবনী-শক্তিকে নিস্তেজ হতে দিতে চায় না, তাই সমান দাপটে পুরুষের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চায়। তাই এ স্বভাব-নন্দিতা অপরিচিতা বীণা খুব অল্পদিনের মধ্যে চৌধুরী সাহেবের চিরপরিচিতা হয়ে গেল। অগত্যা তরুণীটির আকর্ষণে তাঁকে কাজে অকাজে প্রায় বীণার কাছে আসতে হয়।

বিনয় বলে, চৌধুরী মহাশয়কে বৃদ্ধ বল্লে দোষ হয় না। একালের বাঙালীর আয়ু কি! অতএব তিনি, সরপাষ্ট হিমসেল্‌ফ। এঁর কেন হালফ্যাসানের মেয়েদের ভালোর জন্তে এত মাথাব্যথা? নব্য সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন বর্ব্বরতার সম্বন্ধ কি? সে কালের মেয়েরা ঘোমটা দিত, অতএব তিনি পর্দ্দার আড়ালের গুপ্তবাণ খেয়ে এসেছেন। একালের শর্ট স্কার্ট পরা মেয়েদের বেপরওয়া চলাফেরার মর্ম্ম ইনি কি বুঝবেন, যে মেয়ে স্কুল খুলে তার অতি তরুণী শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতাতে সাহস করেন? তাঁর এ নির্লজ্জতা জাহির করে বেড়াবার উদ্দেশ্য কি? এ দিকে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন জগতে ভাল লোক বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। অপর দিকে তিনি যে আমার গৃহজীবন ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন, সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যই নেই। কি আশ্চর্য্য! তাঁর জীবনকে রমণীয় করতে, উদার করতে, কৃতার্থ করতে তিনি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষয়িত্রীকে ভালবাসাটাই কি সার বুঝলেন? মোটকথা চৌধুরীর বয়স বেশী হলেও বিনয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাঁর ভালমানুষীতেও পুরোপুরি বিশ্বাস তার হয় না। বীণার

প্রগতিশীলতাও সে সন্দেহের চোখে দেখে। বিনয়ের মনের গোপন কে একটা আক্ষেপ দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। বাই কাজের প্রতি মন দিতে গিয়ে বীণা যেন ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে, অবহেলা করছে তাকে—এইরকম একটা ধারণা ধীরে, ধীরে, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিনয়ের মনে একটা গোপন আক্ষে দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে।

পাশের ঘরে বীণা মিষ্টার চৌধুরীকে প্রশ্ন করলো, 'মিষ্টার চৌধুরী, আপনি আজ মিস চাটার্জ্জীর লেকচার শুনতে যাবেন না?'

—না আমার আর যাওয়া হল কই? এক আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণে যেতে হবে। আপনি যাচ্ছেন ত?

—না আমিও যাব না।

—সেকি, আপনি আমাদের স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস হ'য়ে আপনি আর এক স্কুলের মিষ্ট্রেসের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবেন?

—না মিষ্টার চৌধুরী আমার যেতে ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু আপনার যাওয়া উচিত। অত কম বয়সের মেয়ে, কিন্তু She speaks fine. আমি একবার মিস্ চ্যাটার্জ্জীর লেকচার শুনেছিলুম, আমার ত খুব ভাল লেগেছিল।

—চেষ্টা ক'রে দেখুন না, যদি মিস্ চাটার্জ্জীকে আমার বদলে এন্‌গেজ করতে পারেন।

—What do you mean?

—I mean, যার যাকে ভাললাগে তার তাকে পাবার চেষ্টা করা উচিত।

—দেখুন বীণাদেবী, আমি বৃদ্ধ হলেও আর সকলের মত দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত নই। আমি fixed of purpose and full of fate. আমার একটা প্রিন্সিপল আছে। মেয়ে স্কুল খোলাটা শুধু আমার হবি নয়—

এমন সময়ে বিনয়ের কুকুরটা ডেকে উঠল। চৌধুরী মহাশয় বিরক্ত হয়েই বলেন, এঃ আপনাদের কুকুরটা ত ভারি চেঁচাচ্ছে! আচ্ছা মিসেস রায়, এটা কি ক'রে সম্ভব হ'লো, কবি আর কুকুর, I mean, কাব্য আর কুকুরের ডাক এক বাক্সে প্যাক হল? কবি মানুষ নিখুঁত সূক্ষ্ম সুর নিয়ে যার কারবার সে ভদ্রলোক ঐ অসভ্য গন্ত চিৎকার হজম করেন কেমন করে? না না এতে কাব্যের ছন্দঃপতন হ'তে পারে। কবিকে একটু সাবধান করে দেবেন।

তখন ওদিকে স্কুলের কমনরুমে প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত মহিলামণ্ডলীকে মিস চাট্যার্জ্জী তাঁর লেকচার শোনাচ্ছেন, 'পুরাতন বিধিনিষেধ আচার-বিচার চিরদিনই থাকবে এর মানে কি? কালের ত সংস্কৃতির মহিমায় পরিবর্ত্তন হবেই হবে। কেউ সে পরিবর্ত্তন রোধ করতে পারবে না।' মেয়েরা ঘন ঘন করতালি দেন।

মিস চাট্যার্জ্জীর উত্তেজনা জাগে। তিনি আবার শুরু করেন বলতে, 'দেখতেই পাচ্ছেন যে এমন জাতি নেই, যে উৎপত্তি থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এক আদর্শে চলে এসেছে। তবু পুরুষরা চান কিনা হাজার বছরের নিয়ম কানুনের একটা কাঠগড়াও ভাঙা হবে না ভাঙলেই মহাপাপ!'

মেয়েরা শেম শেম করে উঠলেন।

মিস চাট্যার্জ্জী তর্জ্জনী হেলিয়া ব'লে ওঠেন, "না না না, শুধু মুখে ধিক্কা[illegible] দিলে আমাদের জয় হবে না। আমাদের প্রত্যেককে দাঁড়িয়ে উঠতে হবে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে, যে ঘরের গণ্ডী থেকে বাঙলা মেয়ে জাতিকে বিশ্ব-সভায় খাড়া করতেই হবে, করতেই হবে?" ঘনঘন করতালি পড়ছে সেই সময় হঠাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন মিস্ চাট্যার্জ্জী! তিনি ঘর চেঁচামেঁচি করেন ও তত নাচতে থাকেন। শাড়ীত অঙ্গ হ'তে প্রায় ফেলেই দিয়েছেন, ব্লাউজটার টিপকল প্রায় খোলেন, এমন সময় জানা গেল একটা আশুলা তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করায় এই বিপত্তির উৎপত্তি। কলহাস্যে ঘর মুখর হয়ে ওঠে, মিস্ চাটার্জীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ছোটে।

বিনয় তখন তার ঘরে বসে লিখছে: "নারীর সব কিছু অভিনয় আর অভিনয়। তোতাপাখীর মত ওরা রাশি রাশি কথা বলে, কোনটা মৌলিক নয়, নিপুণ অনুকরণ মাত্র। ওদের ভালবাসা, সেবা যত্ন-নিষ্ঠা রূপ যৌবন সব ছদ্মবেশ। ওদের সভ্যতা আর অগ্রগতি একদম বাজে। ওরা যতই নব্যা হোক না কেন ওদের রুচি সেকেলে ঠান দিদির চেয়ে এতটুকুও বদলায় নি। ফ্যাসন আর ঝাঁজ যা বাহির থেকে দেখা যায়, ওটা ওদের মুখোস। মেয়ে জাতটা চিরকালের ছলনাময়ী। না, না ওরা সরোবর নয়, ওরা মরীচিকা। ওরা দীপালীর আলো নয় আলেয়া। কী আছে মেয়েদের এক যৌবন ছাড়া। তাও ক্ষণস্থায়ী। ওদের প্রেমের সবটুকু খাদ। ঘনিষ্ঠতা সাংঘাতিক। হৃদয় দুর্ব্বোধ্য। চরিত্র জটিল।"

অতর্কিত বীণা ঘরে ঢুকে তার কাঁধে হাত রাখে, বিনয় চমকে ওঠে। বীণা খিল খিল করে হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করে, সাড়ে পাঁচটা যে বেজে গেল, আর মিটিংয়ে যাবে কখন?

তখন বিনয়ের চমক ভাঙে, তাইতো, লিখতে বসে এত বেহুস কোনদিন ত আমি হয়ে পড়িনি। এ হে হে, অমন গ্র্যাণ্ড মেয়ে মিটিংটা মিস্ হ'য়ে গেল। বড্ড দেখতে সাধ ছিল, বড় বড়, গাল ভরা কথা বলে মেয়েরা কেমন নারী জাগরণের বক্তিমা দেয়। যাক শাপে বর হল। মিস চাট্যার্জ্জীর লেকচার বদলে ঘরে বসে মিসেস রায়ের সঙ্গে নিরঙ্কুশ বিশ্রম্ভালাপ নট ব্যাড। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বীণা বসে প'ড়ে অন্যমনস্কভাবে বলে, স্কুলের সকলেই যখন মিটিংয়ে গেল, তখন আর আমার কি কাজ? স্কুল, স্কুল, স্কুলটাকে ভাল করে চালাতে না পারলে আমার শান্তি নেই বিনয়!

মনোভাব যথাসম্ভব দাবিয়ে রেখে সরলভাবে বিনয় প্রশ্ন করে, মিস চাট্যার্জ্জীর স্কুল বুঝি খুব ভাল চলছে?

দুর্জ্জয় হিংসা আর গভীর ঘৃণার সুরে ঠোঁট উল্টে বীণা বলে উঁ, ভাল চলছে না ধসে পড়বার জন্যে টলমল করছে। ঐ পর্য্যন্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়াই সার। কথার মালা গেঁথে কতকগুলো কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ফর্দ্দ পাঠ করলে কাজ হয় না, শুধু মুখে বল্লে হয় না যে "পায়ের বেড়ী আমাদের ভাঙতে হবে।"

বিনয় ঈষৎ হেসে বলে; মেয়েদের যে মুখসর্ব্বস্ব। কি জান তোমরা কেউই কিছু পারবেনা, পারবে শুধু ভাল থেকে মন্দ হতে।

সকটাক্ষে ও সগর্ব্বে বীণা তার উত্তর দেয়, এই কথা ত? আচ্ছা

রেখে নিও আমি মিলে মিশে সকলের সঙ্গে চলা ফেরা করবো, তবু আমার নিজের ব্যক্তিত্বের কোন ক্ষতি করবো না।

—মানে স্বাধীনতা শিক্ষা আর কৃষ্টি এগুলোর চাপে শেষ পর্য্যন্ত মারা পড়বে এই আর কি।

—দেখ আমি তোমার স্ত্রী, এ পরিচয়টুকু যতদিন আছে ততদিন পর্য্যন্ত যেখানেই চলা ফেরা করে বেড়াইনা কেন, আমার কিছু হবে না।

—তা বেশ তো যাও সারা শহরটা চলে ফিরে চষে বেড়াও গে যাও, তোমায় নিষেধ করে কে?

—হ্যাঁ, বিধি-নিষেধ মেনে আমি চলিনি, চলতে পারবোওনা। এতে তুমি রাগ কর আমি নাচার।

—বেকার স্বামীর রাগ করা শোভা পায় না আমি জানি। তার ওপর সতী হ'য়ে রোজগার ক'রে তুমি সংসার চালাচ্চ, আমি স্বামী হয়ে বসে বসে খাচ্চি। কিন্তু ঘরের ভেতর তুমি বাজী পোড়াচ্চ, দেখো যেন চাল ধরে না যায়। বিনয় আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আর এক গৃহস্থবাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে এই সময় দুটি তরুণী নেমে আসে ছিল। যাঁর বাড়ী তিনি আমাদের বীণা দেবীর ক্লাবের সেক্রেটারী মিষ্টার সেন পত্নী দুর্গারাণীর প্রতিবেশিনী ও বান্ধবী। দুর্গা এসেছিল মেয়েটির বাড়ী গল্পগুজব করতে।

গৃহকর্ত্রী প্রশ্ন করেন, ওদের ইস্কুলে মেয়েদের আজ যে পেল্লায় নেকচার হচ্ছে, তা তোমার কর্ত্তাটিও সেখানে গেছেন নিশ্চয় ?

দুর্গার একটা মুদ্রাদোষ আছে, সে সব কথাতেই বলে, ও মা সে কি কথা গো। তাই সে প্রশ্নকারিণীর কথায় উত্তরে বলে, ওমা সে কি কথা গো, মেয়েদের নেকচারে আমার কর্ত্তা যাবেন কি গো ? না যান, কিন্তু চৌধুরী গার্লস ইস্কুলের সেক্রেটারীর বৌ তুমি, অন্তত তোমার যাওয়া উচিত ছিল।

ওমা সে কি কথা গো। ছেক্রেটারির বৌ হলেই ধিঙ্গিপনা করতে হবে ? তারপর কী করতে যাবো বল ? মিনসেগুলো যদ্দিন না আমাদের রান্নাঘর থেকে রেহাই দিচ্চে, তদ্দিন মেয়েজাতের কিছু হবে না। হেঁসেলের গণ্ডী পার হলে তো নেকচার ? হুঁ ! যে জাতের পুরুষদের পাঁচব্যান্নন না হলে ভাত রোচে না, তারা আবার মেয়েদের নেকাপড়া শিখিয়ে বিশ্বসভায় দাঁড় করাবে ! অরুচি অরুচি, ওদের কথায় আবার পেত্যায় যায়, দুচক্ষের বিষ।

অতঃপর দুর্গারাণী তার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। এখন এই দুর্গারাণী আর তার স্বামী মিষ্টার সেনের সঙ্গে আমাদের মূল কাহিনীর কতটুকু সম্বন্ধ সংক্ষেপে সেটা বলা আবশ্যক। বীণা পল্লী কন্যা পল্লী বধূ। না আছে তার মধ্যে শিক্ষার অহঙ্কার না আছে নারী প্রগতির কোন কিছু। মানে আলট্রা মডার্ণ মেয়েদের পরিবেশে বাস করেও সেকেলে বিধি নিষেধের কাঠগড়া সে ভাঙেনি আর ভাঙতে চায়ও না। দুর্গার স্বামী মিষ্টার সেন সখ করে কলকাতায় বাস করছেন। পল্লীগ্রামে তাঁর ভাল লাগেনা। দুর্গা দেশে থাকতেই চায়। সেখানে তার মস্ত বড় তেতলা শ্বশুরবাড়ী। গোলা

ভরা ধান। পুকুর ভরা মাছ, আমজাম কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান। কত নাম ডাক মান ইজ্জৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। জমিজমা গরু বলদ পালকী ডুলি কি তাদের নেই, কিসের তাদের অভাব। খালি সে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারে না বলেই কলকাতায় পায়রার খোপে এসে বাস করছে। দুর্গার যৌবন কানায় কানায় ভরা, মন-প্রাণ শিশুর মত-স্বচ্ছ ও সরল, ব্যবহার অতি ভদ্র ও চমৎকার। কিন্তু শহরের ধাড়ী ধাড়ী অবিবাহিতা মেয়েগুলোর অত দ্রুত অগ্রগতি সে বরদাস্ত করতে পারে না। সে কিছুতেই স্বীকার করে না যে বাঙালী মেয়েদের অতখানি শিক্ষিতা আর স্বাধীনা হওয়ায় সত্যিকারের কোন কল্যাণ আছে। অথচ তবে বীণা তাদের বাড়ীতে এলে তাকে চেয়ারেই সে বসাতো আর পড়বার টেবিলটার উপর ভাতের থালা রেখে তার সঙ্গে খেতো। কিম্বা তার ঘরের ছোট ড্রেসিং টেবলের সে সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে আপত্তিও করত না। মোটের মাথায় দেশের সবকিছু তার প্রিয় লাগলেও, শহরের সভ্যতার প্রতি তার অপ্রসন্নতা ছিল না। হিঁদুয়ানীর নিয়মকে শ্রদ্ধা করত বলে অগ্রগতির ফ্যাসানে তার অশ্রদ্ধাও ছিল না।

দুর্গার স্বামী মিষ্টার পরেশ সেনের পরিচয় দিতে গিয়েও বলতে হয় পল্লীবাসী হলেও, শহরের সভ্যতায় সে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট। বিশেষ করে আধুনিকা যুবতী দেখলেই তার প্রাণে ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায়। ওদের রুজ-পমেড-পাউডার মাখা মুখ হাল ফ্যাসেনের কেশ-বিন্যাস ও নিতম্বচুম্বিত বেণী, ছিপছিপে গঠন, খটমট চলন আর বাণী শুদ্ধ বচনে বেচারী পাগল হয়ে যেত। কিছু শিক্ষা ও কিছুটা সংস্কৃতি সে যে অর্জ্জন না করেই, গার্লস স্কুলের সেক্রেটারীর পদলাভ করেছেন তাও নয়। মিষ্টার চৌধুরী সেনকে জানতেন

বলেই, পত্র লিখে আনিয়েছিলেন তাঁর স্কুলের তত্ত্বাবধান করতে। আর সেনও ভাবল তার ত আর ভাতের ভাবনা নেই, শহরের খরচটাও যদি তার পিতা বহন করেন, শহুরে হবার এ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করবেই বা কেন? সেন পত্রপাঠ চৌধুরীর প্রস্তাব স্বীকার করল। কিন্তু দুর্গা ধরে বসল সেও তার সঙ্গে কলকাতা যাবে, না নিয়ে গেলে সে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। অগত্যা সেন দুর্গাকে নিয়ে কলকাতায় এক ফ্লাট ভাড়া করে বাস করতে লাগলো। চৌধুরী গার্লস স্কুলের সেক্রেটারীগিরিও আরম্ভ করলে সেই সঙ্গে। খতিয়ে দেখলে সেনকে কোন রকমেই দোষী সাব্যস্ত করতে পারা যায় না। পুরুষ নারী সৌন্দর্য্যে বিশেষত্ব পেলেই আকৃষ্ট হয়। সে নির্লজ্জ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেয়। গোপনে মনে মনে সুদূরকে কাছে চায়। বীণাকে দেখে মিষ্টার সেনের অবস্থাও তাই। নিজ স্ত্রী অপেক্ষা সে বীণাকে ভীষণ পছন্দ ক'রে বসে। সুতরাং তার বিবেক বুদ্ধিকে ধুলিস্যাৎ করে, সে কারণে অকারণে বীণার কাছে যাবে কোন ছলে যদি তাকে খুশী করতে পারে। রহস্যময় মানুষ। তাই সে নিজের স্ত্রীকে ভালবেসেও, চাইল ভালবাসতে পরস্ত্রীকে। তা ছাড়া বীণা বিদুষী, বীণা আধুনিকা, বীণা বিচিত্রা। বীণার প্রতি দৃষ্টি পড়লেই তার প্রাণে প্রচণ্ড উল্লাস জাগে। বেচারী ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। কী আছে বীণার মধ্যে?

এক দিন সকালে স্কুলের কয়েক জন মেয়ে এসেছে স্কুল সেক্রেটারী সেনের কাছে তাদের পরীক্ষার ফল জানতে।

কণিকা বলে, কি বল্লেন স্যর নম্বর জানতে হেড মিষ্ট্রেস মিসেস রায়ের কাছে যাব?

দেবিকা বলে, তার চেয়ে বরং বাঘের কাছে যাওয়া নিরাপদ স্যর!

গতিকা বলে, কেন না স্যার, না রাগলে বাঘ চোখ রাঙায় না, কিন্তু স্যার, মিসেস রায় সর্ব্বদাই রক্ত-চক্ষু।

একথা শুনে সেনের ভারি ভাল লাগে, সে মহা উল্লাসে হো হো করে হেসে বলে, তাই নাকি? তারপর?

রেণুকা বলে, তারপর স্যার ওঁকে দেখলে আমাদের পেটের পিলে পর্য্যন্ত চমকে ওঠে।

দীপিকা বলে, একবার স্যার, আমার চুলের মুঠি ধরে পড় পড় করে এক গোছা চুল ছিঁড়েই নিলেন।

যূথিকা বিনিয়ে বিনিয়ে হাড় গোড় ভাঙ্গা দ হতে হতে বলে, কিন্তু স্যার আপনি কত ভাল, আপনি আমাদের কত ভালবাসেন স্যার!

এমন সময়ে পিছনে দুর্গারাণী এসে উপস্থিত হন।—ওমা, সেকি গো, উনি তোমাদের ভালবাসেন কিগো!

স্কুলের মেয়েরা বিচলিত না হলেও, সেন বিষম থতমত খেয়ে যায়। শঙ্কিত মুখে সে বলে, তা বাসি বই কি, আমি যে ওদের সেক্রেটারী। দুর্গার মন তাতে প্রবোধ মানে না, সে প্রশ্ন করে, সেক্রেটারী হলে বুঝি এই সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়েদের ভালবাসতে হয়? সেন মনে মনে নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জা বোধ করলেও ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সহজ ভাবেই বলে, 'দেখলে ত তোমরা, লেখাপড়া না শেখার কি কুফল? ইনি শিক্ষিতা হলে কি এতটা লজ্জাহীনা হতে পারতেন? দুর্গা স্বভাব-সরলা হলেও শ্লেষ বিকৃতকণ্ঠে বল্ল, আমি লজ্জাহীনা না তুমি লজ্জার মাথা খেয়ে—'

গতিক বড় সুবিধে নয় বুঝে, দুর্গার কথা সমাপ্ত না হতেই মেয়েরা বলে ওঠে, 'আচ্ছা স্যার তা হলে আমরা এখন চলি।' তখন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে

সেন ওদের বিদায় দেয়, 'আচ্ছা আচ্ছা এস এস, স্কুলে সুবিধে হলে দেখা কোর।' মেয়েরা এ ওর গা টেপাটিপি করতে করতে চলে যায়। দুর্গা তখন স্বামীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, সেকি গো, সুবিধে পেলে ঐ সব ধাড়ী ধাড়ী মেয়েদের সঙ্গে দেখা করবে কি গো! সেনকে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, 'ওরা এসেছিল ওদের পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে, মানে পরীক্ষায় পাশ করেছে কি না।' একটু ঝাঁঝিয়ে উঠেই দুর্গা প্রশ্ন করে, তা মাষ্টারণীর কাছে না গিয়ে ওরা তোমার কাছে আসে যে বড়? দেখ, তুমি আমায় পাগলই বল আর মুখ্যুই বল, আমি কিন্তু তোমায় বলে রাখচি ফের যদি ঐ চোখখাগীরা আমার বাড়ীতে আসে, আমি ওদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো। দুর্গার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে রহস্য করে সেন, ওরা চোকখাগী, ওদের মধ্যে তিন চার জনের চোখে চশমা দেখ্‌লে না দু' দুজোড়া করে চোখ।

মুখ বিকৃত করে দুর্গা বলে, চোখখাগী নয় ত কি? ওদের কারো কারো বয়সের গাছ পাথর নেই। আমার বয়স যে এখনও উনিশ পেরোয় নি তা কি ওরা দেখতে পেল চশমা পরেও? সেন বলে, দশ বছর আগে তোমার বয়স ছিল উনিশ এখন উনত্রিশ। এ বয়সে বাঙালী ঘরের বোয়েদের আর বয়সের গুমোর করা চলে না। কিন্তু ও মেয়েরা যতদিন না বিয়ে করছে তদ্দিনই থাকবে অল্প-বয়সীবালা। তুমিত বুড়ী। অভিযোগের সুরে দুর্গা বলে, ওমা সেকি কথা গো, আমি বুড়ী?

এমন সময়ে সে ঘরে, বীণা এসে প্রবেশ করে।

এরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তার অপ্রত্যাশিত আগমনে আশ্চর্য্য বোধ করে। একগাল হাসি হেসে ছুটে গিয়ে দুর্গা বীণার কটি বেষ্টন করে বলে, ওমা সেকি

গো তুমি! বলি কোন্ গগনের চাঁদ আজ কোন্ গগনে উঠল গো! তা খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছ নাকি?

বীণা গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, এখানেও খেতে পারি।

মহা খুশী হ'য়ে দুর্গা বলে, ওমা সেকি গো, তুমি খাবে? বেশ বেশ কিন্তু খুদকুঁড়ো যা হয়েছে, তাই খেতে হবে কিন্তু।

বীণা বলে; তাই খাবো না ত কি আমার জন্যে পোলাও রাঁধতে হবে?

তারপর সে সেনের প্রতি রুক্ষ কটাক্ষ হেনে বলে, 'আচ্ছা মিষ্টার সেন, আপনি স্কুলের সেক্রেটারী, কতবড় আপনার সম্মান ও দায়িত্ব, আপনি কেবলি মেয়েদের এতখানি প্রশ্রয় দেন? কেন আসে ওরা আপনার বাড়ীতে?' গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে একটা ঢোক গিলে সেন বলে, সেই কথাই ত হচ্ছিল আমার ওয়াইফের সঙ্গে, মেয়েগুলো আপনার কাছে না গিয়ে আমার কাছে আসে কেন? জিজ্ঞাসা করলে ওরা বলে, মেয়েদের মেয়ে-মাষ্টার ভাল লাগে না। মানে,—

বাধা দিয়ে দুর্গা তার মুদ্রাদোষ বশতঃ বলে ওঠে, ওমা সে কি কথা গো।

বীণা তিরস্কারের সুরে বলে যায় সেনকে, আপনার বরং আমাকে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল, আমি যদি রেজাল্ট বার হবার আগে কোন মেয়েকে নম্বর বলে দি, তাহলে আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন। তা না করে, আপনি নিজেই ওদের নম্বর বলে দিচ্ছেন, এর মানে কি?

সেন কম্পিত কণ্ঠে নিতান্ত নিরীহের মত উত্তর দিতে চেষ্টা করে, মানে মানে মানে আমি মেয়েদের প্রতি একটু স্বভাব কোমল, মানে একটু সফ্‌ট, এই আর কি।

উষ্মা ও বিরক্তি সহকারে বীণা বলে, একথা বলতে আপনার লজ্জা

হয় না, ছি ছি! যাক, এখন আপনি দয়া করে একটু অন্য ঘরে যাবেন কি? দুর্গার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সেনকে নিরুপায় হয়ে বলতে হয়, বেশ ত বেশ ত, কথা বলুন আপনি যত খুশী, নিশ্চয় আমি অন্য ঘরে যাব—আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার।

সেন পালিয়ে বাঁচল। বীণা দুর্গার হাত ধরে একখানা চেয়ারে বসিয়ে, পাশের চেয়ারে নিজে বসল।

এদিকে বিনয় ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে উনি গেলেন কোথায়?

আজ্ঞে তাতো কিছু বলে যান নি।

খেয়ে গেছেন?

আজ্ঞে না, তিনি খাবেন না। আপনাকে খেয়ে নিতে বলে গেছেন।

বিনয় রেগে উঠলো, বেশ চড়া সুরে বললে, তার হুকুমে খাব? আমি তাঁর কেনা গোলাম? যা আমি খাবনা।

চাকরটা ঘাবড়ে গেল। কুকুরটা এই সময় ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। বিনয় একটু চুপ করে থেকে কি ভাবলে, তারপর বললে, যা খাবার নিয়ে আয়।

চাকর খাবারের থালা নিয়ে আসতেই বিনয় সেটা হাতে করে বারান্দায় চলে গেল, খাবারের থালাটা কুকুরের সামনে ধরলো। কুকুরটা আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে খাদ্যবস্তুগুলির সদব্যবহার আরম্ভ করলো।

এদিকে মিষ্টার সেনের বাড়ীতে দুর্গা রেঁধে বেড়ে বীণাকে খেতে দিল। খেতে খেতে বীণা হঠাৎ দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা ভাই দুর্গা, মিঃ সেন আমাকে তোমার কথা কিছু বলেন নাকি?

দুর্গা বললে, ওমা, বলেন না আবার! কত কি বলেন।

বীণার কৌতূহল বেড়ে উঠলো, সে আবার প্রশ্ন করলে, কি বলেন?

দুর্গা হাসতে হাসতে বললে, বলেন বীণার যেমন রূপ তেমনি গুণ। বীণার মত মেয়েকে যে বিয়ে করেছে সে কত ভাগ্যবান। তোমার হাসিটি ভাল, ভ্রুকুটি নাকি চমৎকার। সত্যি তিনি তোমার সুখ্যাতি করেন পঞ্চমুখে।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলে, পরের বৌয়ের প্রশংসা করা ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়। তুমি তাঁকে বলে দিও।

দুর্গা বলে, তা দেব। কিন্তু উনি আরও কি বলেন জানো? তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে উনি খুব খুশী হতেন।

বীণা জল খেতে খেতে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললে, তাই নাকি! তা হলে তো দেখছি একদিন আমাদের কুকুরটা তোমার স্বামীর পিছনে লেলিয়ে দিতে হবে।

দুর্গা তার অভ্যাস মত গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো, ওমা, সে কি কথা!

বিনয়ের সমস্ত মন ক্রমশঃ অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে ছেয়ে উঠতে লাগলো।

বীণার সম্বন্ধে তার অনুযোগের আর অন্ত নেই। তার কেবলই মনে হয়, বিয়ের আগে বীণা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলো সে আর প্রতিপালন করছে না। *প্রথম প্রথম বীণা বলতো, তুমি আর আমি দুজনে মিলে নতুন স্বর্গ রচনা করবো। মাঝখানে ঘনিষ্টতা করতে কেউ থাকবে না।* তবে যদি কোন দিন তাদের সন্তান হয় সে কথা আলাদা।

বীণার মুখের এই কথাগুলি নিয়ে বিনয় কতদিন কত স্বপ্ন রচনা করেছে। কিন্তু এখন সে সব যেন ভুল বলে মনে হয়। বীণার এতখানি স্বাধীনতা তার সহ্য হয় না। কত সন্দেহ সংশয়, কত ব্যথা আর বেদনায় তার মন প্রতিমুহূর্ত্তে বিরূপ হয়ে ওঠে।

বীণা বলে, জবরদস্তি করে অবিশ্বাস আর মন কষাকষির কোন মানে হয় না। এ যুগে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের রফা হয়ে গেছে। স্বামীর স্বাতন্ত্র্যও যেমন মানতে হবে, স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যও তেমনি মানতে হবে। একালের মেয়েরা অবান্তর বিধিনিষেধের গণ্ডী মানতে রাজী নয়। স্বামী যদি সেকেলে দাবীগুলো সহজভাবে ছাড়তে পারে, স্ত্রীও অধঃপাতের পথে না গিয়ে স্বর্গের পথই অবিষ্কার করবে।

বিনয় মনে মনে এ কথাগুলোকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বীণার কথাবার্ত্তা, চলাফেরা সব কিছুই যেন তার কাছে হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। মিঃ চৌধুরী প্রৌঢ়, ধনবান, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, তবু কেন বীণার ওপর তাঁর এই আকর্ষণ? তিনি সজ্জন ও সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু

এক অতি আধুনিকা স্কুল মিষ্ট্রেসের মিষ্টিকথায় আলাপ আর উচ্ছল হাসি উপভোগ করবার জন্য কেন তাঁর এই লোলুপতা? বিনয়ের মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়ে স্কুল খোলাটা মিঃ চৌধুরীর একটা ভাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর স্কুলের সেক্রেটারী মিঃ সেন। মিঃ সেনের সম্বন্ধে বিনয়ের বিরাগের ভাবটা আরও বেশী। মিঃ সেনকে সে শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক বলেই মনে করে। কারণ মুখে শিষ্টাচার ও বিনয়ের আতিশয্য প্রকাশ করলেও প্রকৃতিটা যে তার অত্যন্ত কদর্য্য সে বিষয়ে বিনয় নিঃসংশয়। বিনয়ের কাছে মিঃ সেন একটা জাত সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও সে মুখে প্রচার করে বেড়ায় তার দাঁতে বিষ নেই, যা আছে তা মধু। বেছে বেছে এই লোকটাকে মিঃ চৌধুরী স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করেছে। তারিফ করতে হয় তাঁর লোক বাছাইয়ের।

বীণার সঙ্গে এই দুটী লোকের মেলামেশা বিনয়ের পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ মিঃ সেন। লোকটা যে পয়লা নম্বর স্কাউণ্ড্রেল বিনয় তা ধরে ফেলেছে। কিন্তু মুখ ফুটে তার কোন কথা বলবার উপায় তার নেই। সে বেকার স্বামী, অক্ষম, অসহায়। বীণার উপার্জ্জনের টাকায় সংসার চলে, তাকে মুখ ফুটে শক্ত কথা বলার মত দুঃসাহস বিনয়ের নেই।

নিঃশব্দেই সে বীণার কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

সেদিন বিনয় বারাণ্ডায় বসে কুকুরটাকে লোকের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া শেখাচ্ছে, মিঃ চৌধুরী এসে হাজির হলেন। কুকুরটা মিঃ চৌধুরীর

দিকে তেড়ে যাবার চেষ্টা করতেই চাকর এসে সেটাকে ধরে অন্যত্র নিয়ে গেল

মিঃ চৌধুরী আসন গ্রহণ না করেই জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস রায় আছেন কি ?

বিনয়ের মাথায় আগুণ জ্বলে উঠল, সে নিরুত্তর থেকে লিখতে বসল। অগত্যা চৌধুরীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হল, তিনি কি ছুটির দিনেও স্কুলে গেছেন ? মুখ না তুলেই বিকৃত স্বরে বিনয় উত্তর দেয়, তিনিই জানেন।

—তাহলে তিনি বাড়ী নেই ?

—তিনি বাড়ী থাকলে আপনি এসেছেন জেনে এতক্ষণ ধিনিক ধিনিক করে নাচতে নাচতে এসে বলতেন, নমস্কার।

—আপনার আজ একটু রাগরাগ ভাব দেখছি কেন মিষ্টার রায় ?

—অণুরাগের নিতান্ত অভাব তাই।

—এঃ আপনি আজ সত্যি রেগে গিয়েছেন দেখছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন ত ?

বিনয় এবার রীতিমত বিপ্লবীর মূর্ত্তি প্রকট করে এক রকম গায়ে পড়ে বেচারা চৌধুরীকে আক্রমণ করল, বাইরের লোক এসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে তাদের মতলব হাসিল করবে, চমৎকার ! স্পষ্ট করে বলি শুনুন, আরো চার পাঁচ বছর পরেই আপনাকে প্রাচীনদের কোঠায় গিয়ে পড়তে হবে, সুতরাং এ যুগের সংস্কৃতি আর সভ্যতার মানদণ্ড হাতে করে যখন তখন পরস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনার আর শোভা পায় না।

বিস্ময়ে ও অজ্ঞাত আশঙ্কায় কিছু… নিঃশব্দে থেকে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেন, কি বলছেন আপনি? পরস্ত্রী মানে, মিসেস রায় সম্বন্ধে কিছু বলছেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মিসেস রায় যখন আপনার স্ত্রী নন, তখন যে তিনি পরস্ত্রী এটা এমন দুর্বোধ্য লাগছে কেন?

ঠিক সেই সময় বীণা ঘরে ঢোকে। বিনয় ভয়ানক চমকে ওঠে। দুজনের প্রতি উৎসুক চাহনী হেনে, চৌধুরীকে বীণা জিজ্ঞাসা করে,—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই কয়েক মিনিট।

—বিনয় আপনাকে কি বলছিল?

—না এমন কিছু নয়, তবে পদ্য নয় গদ্য শোনাচ্ছিলেন এবার। যাক আমি এখন চলি।

হঠাৎ মিষ্টার চৌধুরীর এরূপ গাম্ভীর্য্য আর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে বীণা সন্ত্রস্ত স্বরে বলে, সেকি, বিনয়ের কথায় রাগ করবেন না মিষ্টার চৌধুরী। ইনি যে আসলে কি, আসুন পাশের ঘরে সব বলছি।

খপ করে এক হাতে চৌধুরীর একটা হাত চেপে ধরে বীণা একরকম তাঁকে জোর করেই নিয়ে গেল অন্য ঘরে! দুজনের অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থেকে বিনয় আপন মনে বলে উঠলো বাঃ! আমি একটি গাড়ল। তা নইলে আমি রইলুম বাইরে পড়ে, আর আমার স্ত্রী গেলেন পাশের ঘরে গোপন রসালাপ করতে ঐ—।

বিনয় দীর্ঘশ্বাস টেনে কবিতা আওড়ায়, 'এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল, এম্নি করে অন্তরে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।'

ওঘরে বীণা চৌধুরীকে মিনতির সুরে বলে, আমি আবার বলছি মিষ্টার চৌধুরী আপনি বিনয়ের কথায় রাগ করবেন না।

আমি রাগ করিনি, কিন্তু তিনি যে এত রেগে রয়েছেন কিছু কারণ ঘটেছে নাকি?

কারণ যত সব বাজে। ইনি কেন আসবেন, উনি কেন আসবেন, এঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন ওঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন—খালি কৈফিয়ৎ দাও হুঁ! কি জানেন চৌধুরী সাহেব, ঐ বৈষ্ণব কবিদের রাধা চরিত্র ওঁর মনে এমন একটা সন্দেহের ছাপ দিয়েছে, যার ফলে ওর মাথাটা আজ কাল যেন একটু ইয়ে হয়ে গেছে।

তাহলে বিয়ের আগে মাথাটা ইয়ে ছিল না?

তা ঠিক বুঝতে পারিনি, প্রথম ওর সঙ্গে আমার হঠাৎ একদিন কলেজের সিঁড়িতে দেখা—

তারপর বীণা তাদের দাম্পত্য জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক চৌধুরীকে অকপটে বলে গেল। চৌধুরী তার অবিচল গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করে বল্লেন, শুনলুম সবই কিন্তু দাম্পত্য জীবনের প্রথম অঙ্কে যা পাগলামী করেছেন তা করেছেন, তার পরের অঙ্কগুলোতেও পাগলামী করলে শেষ পর্য্যন্ত নাটকখানি বিদকুটে বিয়োগান্ত হয়ে দাঁড়াবে। কৌতুক আর কলরবে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে বিবাহ নয়। বিবাহই মানুষের মধুর তৃপ্তি একমাত্র সুখ, আর সবই সমস্যা। জীবনকে উপভোগ করতে হলে বিবাহকে উপহাস করা নিরাপদ নয়। স্বপ্ন-বিলাসী কবির কল্পনায় মিলনের চেয়ে বিরহ আর বিয়ের চেয়ে ভালবাসা বড় হতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে সরোবরই বড় মরীচিকা নয়।

বিনয়ের ঘরে তখন সেন এসেছে। কি কথার উত্তরে সে বিনয়কে বলছে,

না মশাই আমি ওসব ঘর ভাঙাভাঙির মধ্যে নেই। মিসেস রায় যে দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন, এতেই আমি ধন্য কৃতকৃতার্থ। তারপর আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কি কথা হয়, ওঁরাই জানেন।

আমার স্ত্রী আপনার বাড়ী যান, আপনার স্ত্রী ত কই আমাদের বাড়ী আসেন না।

দেখুন, সে পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু, আপনাদের সঙ্গে মেশবার মত মেয়ে সে একদম নয়।

আর আপনাদের সঙ্গে মেশবার মত মেয়ে আমার স্ত্রীটিকেই আপনারা খুঁজে পেয়েছেন না?

তা স্যার কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। মিসেস রায়ের মত অমন সোশ্যাল আর এমিয়েবল্ মহিলা আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি।

—*Yes, yes a sycophant will every thing admire!* বিনয় ব্যঙ্গকণ্ঠে বলে উঠল।

আহা রাগ করছেন কেন মিষ্টার রায়, চলুন বরং আমাদের ওদিকে বেড়িয়ে আসবেন। চলুন আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।

হুঁ আমাকেও আপনাদের মত ল্যাজকাটা করতে পারলে বলবার আর কিছু থাকে না বটে। দেখুন, ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

আচ্ছা স্যার, আমি আর আপনার কথা বলব না। এখন একটু দয়া মিসেস রায়কে যদি এই চিঠিখানা—।

এবার বিনয় সত্যই ধৈর্য্য হারাল। সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ধমক দিয়ে বলে, চুপ করুন, আমি আপনার বেয়ারা নই, নিজে গিয়ে দিয়ে আসুন।

রীতিমত দমে গিয়ে সেন নিম্নস্বরে বলে, আজ্ঞে উনি কি—

বিশ্রী মুখভঙ্গীকরে বিনয় বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি ওঘরে বসে মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ কর্‌চেন, আপনিও কর্‌তে পারেন্‌।

বীণার ঘরে বসে তখন চৌধুরী বলছেন, এ্যাঁ, বিনয়বাবু আজকাল আপনার সবকিছু অপছন্দ করেন; আর যত সব বাজে কথা নিয়ে মাথা খারাপ করেন, লক্ষণ ত ভাল নয়। কে?

সেন এল।

—আজ্ঞে আমি।

সেন চিঠিখানা বীণার হাতে দিয়ে বল্ল, মিস চ্যাটার্জ্জীর চিঠি।

বীণা প্রশ্ন করে, মিস চ্যাটার্জ্জী রাজী হয়েছেন?

তিনি নিজে অভিনয় করবেন না, তবে ওঁদের স্কুলের মিস হালদারকে বাসবদত্তার পাট প্লে করবার জন্যে ঠিক করে দিলেন। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ছিল ও পার্ট'টা আপনিই করেন। আপনি নাচলে যা এ্যাপিলিং হবে।

ফিক করে হেসে ফেলে বীণা বলে, তা ভালুক নাচ মন্দ হবে না।

এতক্ষণেও চৌধুরী এদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝে উঠতে পারেন নি বিষয়বস্তু কি। তাই জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি? মিস হালদার, বাসবদত্তা, ভালুক নাচ!

স্কুলে আমরা একখানা ছোটখাট নাটক অভিনয় করবার চেষ্টা করচি। উদ্দেশ্য তার টিকিট বিক্রীর টাকায় একদিন ভিখিরীদের খিচুড়ী আর আলুরদম খাওয়াব।

—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই, খিচুড়ীর সঙ্গে আলুরদমের ব্যবস্থা চমৎকার। একেবারে নির্জ্জলা পুণ্যের ব্যাপার। একাল সেকাল এতে

দুয়েরই লোভ আছে। তবে ঐ উপায়টা মানে পথটা পাল্টে আমায় যদি বলতেন, আমি থিয়েটার না করিয়েই ভিখিরী-ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতুম। মায় একটু চাটুনী আর চারটিকরে বঁদেরও না হয় বরাদ্দ করা যেত।

সেন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, কিন্তু ওটা স্যার নিছক গোঁজামিল দেওয়া হয়। তা ছাড়া শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য কেমন যেন ফিকে ফিকে লাগে। আর এতে দয়াদাক্ষিণ্যও হবে; ভদ্র মেয়েদের নাচ গানও হবে। সোসাইটি গার্লের নাচ, কম এ্যাট্রাকশান!

চৌধুরী বিচক্ষণ সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি। তিনি সেনের পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত উন্নতি ও সংস্কারের অদ্ভুত বিজ্ঞতা দেখে মনে মনে বিস্মিত আতঙ্কে শিউরে উঠলেও মুখে বল্লেন, তাইত দেখছি সেন, পল্লীগ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বেশ একজন করিৎ-কর্ম্মা অর্থাৎ কাজের লোক হয়ে উঠেছে। মেজাজখানাও দেখছি বেশ মজলিসি মেজাজ গড়ে তুলেছে। সেন আর এখন পাড়াগেঁয়ে জবরজংটী নেই। বেশ! বেশ!

ইডিয়টের মত সেন খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বলে, সত্যিকথা বলতে কি স্যার আমি দোটানায় পড়ে গেছি। যার নাম প্রগতির আর দুর্গতির মাঝখানে। কিন্তু স্যার আমাদের রায় বাসবদত্তা না সেজে অপর একটা *স্কুলের মাষ্টারণী এসে সে পার্টে নামলে আমাদের কি তাতে মুখ পুড়বে না বলতে চান?*

চৌধুরী এ ধরণের কথাবার্ত্তা শুনতে অনভ্যস্থ ছিলেন, সুতরাং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পরিহাসের সুরেই বল্লেন, না না তুমি মরীয়া হয়ে লেগে যাও, মিসেস রায়কে তোমায় নাচাতেই হবে। আমরা অবশ্য চলতে বসতে আর একভাবে শিখেছিলুম, তাই অবশ্য এ যুগের লোকের সঙ্গে তালে তাল

রেখে চলতে পারি না। হ্যাঁ তবে কবির কথাটা মানতে গেলে, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে না দিয়ে নেচে কুঁদে আর হেঁসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল।

চৌধুরীর কথায় খোঁচা থাকলেও বীণার তাতে মন ভার হল না। সে জানে বয়েস-ওলা লোক হলেই একটু শাস্ত্র আর নীতিবিদ হয়ে থাকেন। সব বিষয়ে ওঁদের মন খুঁত খুঁত করে। একটু অন্তর টিপুনী দিয়ে কথা বলা বৃদ্ধদের স্বভাব। মেয়েদের মধ্যে ওঁরা সব কিছুর ভাল দেখতে চান, তাই মন্দ কিছু দেখলে ওঁদের মনে খচ খচ করে। পৃথিবীর মানুষকে ওঁরা সৎ আর সতী দেখতে চান। মানুষের ভুলচুক নিয়ে ওঁরা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের কথা বীণার আসল কথা নয়। তার কথা বিনয়কে নিয়ে। বিনয়ের মধ্যে আজকাল সে যেন মস্ত বড় পরিবর্ত্তন দেখতে পেয়েছে। আর সে পরিবর্ত্তন বীণার বিচারে নিতান্ত অসার আর অনর্থক। যে তার স্ত্রীকে ভালবাসতে জানে, তার মনে বাজে সব অবান্তর প্রশ্ন উঠে কেন? স্ত্রীর প্রতি দাবী ঘোষণা করতে গিয়ে, সাহস হারিয়ে তার প্রতি অবহেলা দেখানোর মানে কি? নিজেকে অসহায় ভেবে, অকারণে জীবনটাকে বিপন্ন করে সে কিসের প্রতিশোধ নিতে চায়? বিশ্রী ঈর্ষা আর অসংযত হৃদয় নিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সে মধুময় করতে পারবে না। সে যে পথে চলছে, সেটা স্বামী-স্ত্রীর সুখ-ভোগের উল্টোপথ। উল্টোপথে গিয়ে মানুষের যা উপভোগ্য আর কাম্য তা সে পেয়ে হারাবে। ও এ যুগের শিক্ষিত ছেলে হ'য়ে সেকেলে লোকগুলোর মত আমাকে আগলে রাখতে চায়। ভাবে আধুনিক চাল চেলে আমি নতুন একজনকে পেয়ে পুরাতনকে ভুলে যাব। ভাবে এ যুগের মেয়েরা নভেলি ধরণের প্রেম করে, তাদের ভালবাসা যেমন ঠুনকো, স্বামী-প্রীতিও সাময়িক। কিন্তু

আর তাকে অগ্রসর হতে সে দেবে না। সে পাগল, কিন্তু বীণা তো পাগলী নয়। বিনয় পাগলামী করে মিথ্যেকে সত্য ভাবতে পারে। বীণা মরীচিকাকে কখনই সরোবর ভেবে ভুল করবে না। সে আজ রাত্রেই বিনয়কে বুঝিয়ে দেবে দাম্পত্য স্রোতে জোয়ার ভাটা খেলে বলেই পবিত্র। দুঃখকে জয় করতে অশ্রুকে দমন করতে আর এই মাটির পৃথিবীতে প্রাণ খুলে হাসতে চাইলে, স্ত্রীর চাই স্বামীকে, স্বামীর স্ত্রীকে।

সেদিন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি সুরু হয় রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম। শ্রাবণের ধারা নয়, ঝড় নয় বজ্রাঘাত নয় মাত্র রিম ঝিম রিম-ঝিম। সুস্নিগ্ধ রজনী। চারিদিক মধুময়। বীণার রসসিক্ত প্রাণমন বাসনা আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত। *চরম উত্তেজনায় সে আত্মহারা। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে হাতমুখ* ভিজিয়ে ভিজিয়ে আপন মনে গান গায়।

কোথায় ছিল বিনয়, বীণার কণ্ঠ সঙ্গীত শুনে বেরিয়ে আসে বারান্দার অপর কোণে। বীণার অভিসারিকা সজ্জা আর গানের মানে বুঝতে গিয়ে তার যেন চৈতন্যোদয় হয়। হঠাৎ তারও প্রাণে জেগে ওঠে একটা রঙীন আবেগ। বীণার আকার ইঙ্গিতে সে বুঝতে পারে, বীণা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার দয়িতের বুকের পরে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বিনয় তার মনের অতল তলে ডুব দিয়ে অনুভব করে বীণা এখনও তাকে ছাড়া আর কাউকে চায় না। অতএব স্ত্রীর শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে, বিনয় গান গেয়েই বীণার আহ্বানের সাড়া দেয়।

তারপর স্বামীস্ত্রীতে পরস্পরে হাত ধরে শয়ন-কক্ষে আসে। বিনয়

বীণাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে অনুরাগে অভিমানে প্রেমে চুম্বনে চুম্বনে জানিয়ে দেয় তার ভালবাসার অপরিসীম প্রত্যাশা। বীণা বলে, এতটা পেয়েও পুরুষের স্ত্রীর কাছে পাওয়ার আর বাকি থাকে কি? তবু সে-রাত্রে সে বিনয়ের কাছে এতটুকুও স্বাধীনতা না চেয়ে বশ্যতাই স্বীকার করে নেয়। সকালে শয্যাত্যাগ করতে প্রাত্যহিক নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে। বিনয় জাগে তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। বীণা তখনও ঘুমে অচেতন। কার ডাকে বিনয় উঠে গিয়ে ঘরের দুয়ার খুলে দেয়। যে ডাকে, সে একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। বিনয় বিরক্ত হয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করে, কে তুই? কাকে চাস?

দিদিমণিকে।

দিদিমণিকে?

হ্যাঁ, আমি ইস্কুলের মেয়ে—দিদিমণিকে ডাকতে এসেছি। তিনি বলে-দিয়েছিলেন ওঁর সকালে ঘুম ভাঙে না, ছাত্রীদের মধ্যে একজন এসে তাঁকে যেন জাগিয়ে দেয়। আমাদের ড্রেস রিহার্শ্যাল কিনা।

রিহার্শ্যাল না গুষ্টির পিণ্ডি! যা এখান থেকে, উনি এখনও ঘুমোচ্ছেন।

কতক্ষণ?

যতক্ষণ খুশী। একফোঁটা মেয়ে থিয়েটার করবেন! ভাগ হিঁয়াসে। ভাগ্—

বিনয়ের চীৎকারে বীণার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে সে শয্যাত্যাগ করে উঠে এসে বলে, ওকি ওকি, ও কচি মেয়েটার ওপর বীরত্ব ফলান হচ্ছে কেন?

তারপর মেয়েটির একখানা হাত ধরে বলে দেয়, রেবা তোমাদের গাড়ী

এলে তোমরা সব স্কুলে যাও। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে একখানা ট্যাক্সি করে ওদের স্কুলের মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে নিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটি চলে গেলে, বীণা টুথব্রাশ সাবানদানী তোয়ালে আর বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য পেটিকোট, সেমিজ শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বিনয়ের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ড্রেস রিহার্শ্যাল কটায়?

বীণা বিনয়ের বলবার ধরনে একটু আশ্চর্য্য হ'ল, একটু চুপ করে থেকে বেশ কঠিন কণ্ঠেই জবাব দিল, আজ সারা দিন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্লে।

বিনয় ব্যঙ্গকণ্ঠেই বলে উঠল, ফুর্ত্তিটা তা-হলে রাত বারটা একটা পর্য্যন্ত চলবে বল?

বীণা দমল না, অবজ্ঞার সুরে জবাব দিল, হয়ত সারা রাতও কেটে যেতে পারে।

কথাটা বলেই সে আবার বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। বিনয়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল, সমস্ত নারীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধায় বিমুখ হয়ে উঠল তার মন। পুরুষকে নিয়ে খেলা করাই এদের পেশা, প্রেম, ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য···সব, সবই এদের কাছে শুধু কথার কারসাজী।

ছোকরা চাকরটা গেলাশে করে ওভালটিন নিয়ে এসে দাঁড়াল বিনয়ের সামনে। বিনয় একটু আশ্চর্য্য হয়েই বললে, ওভালটিন?

কাল একটা কিনে এনেছি বাবু।

কেন?

আজ্ঞে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে কি না, তাই···

বিনয় ধমকে উঠল, চুপ কর রাস্কেল, আমার শরীর হচ্ছে ত তোর কি? তুই চাকর, তুই ব্যাটা কিনা আমার শরীরের দিকে নজর দিবি?

ভয়ে ভয়েই বয়টা কথা বলে, আজ্ঞে আমি না, মা-ই এ ব্যবস্থা করেচেন।

বিনয় বোমার মত ফেটে পড়লো, 'চোপরও!' তারপর হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ওভালটিনটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, ওভালটিন খেলুম দেখলি? যা এখন আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

বয়টা কম বিব্রত হয় নি, তবু সে জিজ্ঞাসা করতে ছাড়েনা, আজ মাছ খাবেন না মাংস?

তোর মুণ্ডু খাবো তোর পিণ্ডি—কথা শেষ না হতে সেখানে বীণা এসে উপস্থিত হল। বয়টা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। বীণা প্রসাধনের টেবলে বসে নরম সুরেই বিনয়কে জিজ্ঞাসা করে, আজ সকাল থেকেই মাথা বিগড়ে বসলে কেন বলত?

বিনয়ের মনে তখন ঝড় উঠেছে। চুপ করে রইল।

বীণা বল্লে, দিনরাত ঘরের ভেতর বসে আর ঐ সব ছাইভস্ম লিখে লিখে সত্যি তুমি মাথা খারাপ করে বসবে। চল, আমার সঙ্গে আমাদের রিহার্শ্যালে। একেবারে প্লে হয়ে যাবার পর দুজনে বাড়ী ফিরব।

বিনয় তখনও নীরব। অমাবস্যার মেঘের মত মুখখানা কালো করে মনে মনে সে ফুলতে থাকে। বীণা ঘাড় ফিরিয়ে তার রোষাগ্নি-কটাক্ষ লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, যাবে?

বিনয়ের রক্তকণায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। কিন্তু সে ক্রোধ ও রূঢ়তা দমন করে সহজ ভাবে বলতে চেষ্টা করে, যাব কিন্তু তোমাদের থিয়েটার দেখতে নয়।

বীণা বিনয়ের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার পরিচয় পেয়েও পরিহাস করে, তবে কোথায় যাবে? মিস্ চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করতে বুঝি? বেশ ত যাওনা একটু স্পোর্টিভ না হলে যে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

বিনয় বীণার এই মাধুর্য্যহীন রূঢ় পরিহাস উপভোগ করতে পারে না, রুষ্ট ও স্পষ্ট কথায় মনের ভাব প্রকাশ করে, হ্যাঁ আজ আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেই চাই, চাই এ বাড়ী থেকে চলে যেতে চিরদিনের মত। তোমাকে বরাবরের জন্য মুক্তি দিয়ে আমি ছুটি নিতে চাই!

বীণা ঠোঁটের উপর লিপষ্টিক ঘষতে ঘষতে আয়নার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করলো, তার মানে?

বিনয়ের আহত পৌরুষ আজ যেন সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে উঠলো, সে সুস্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল, মানে আজ যদি তুমি থিয়েটার করতে যাও তা হলে আমিও নিরুদ্দেশ হ'ব।

বীণা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়াল। বিনয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে তার হাত ধরে বললে, মিছে পাগলামী কোরো না, চলো আমার সঙ্গে। চলো। যাবে কি না বলো। সত্যি আমার ভারী দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাবে—?

বিনয় সজোরে নিজের হাতটা বীণার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, দেখ বীণা, আমি তোমায় শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি, থিয়েটারে যাওয়া তোমার চলবে না। গেলে সমস্ত জীবন তোমায় অনুতাপ করতে হবে।

বীণা আপোষ করতেই চেয়েছিল, কিন্তু বিনয়ের প্রত্যাখ্যান তাকেও যেন ক্ষিপ্ত করে তুললো। নির্ব্বিচারে স্বামীর শাসন মেনে নেওয়ার অভ্যাসটা

তার কোন দিনই ছিল না, আজও সে পারলে না। বেশ জোর গলাতেই সে জবাব দিল, অনুতাপ করতে হয় পরে করবো। উপস্থিত তোমার খামখেয়ালীর জন্য থিয়েটার পণ্ড করে দিয়ে সত্তঃ সত্তঃ অনুতাপ করতে আমি রাজী নই। কিছুতেই নয়। আমি ওদের অর্গ্যানাইজার, ড্রামাটিক ডিরেক্টর, মিউজিক, ডান্স—

বিনয় উন্মাদের মত বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, রসাতলে যাক তোমার ডান্স, ডান্স, ডান্স! ভদ্র মেয়েদের পাবলিক ষ্টেজে ডান্স! ওসব আবদার আমি মানতে রাজী নই বীণা। তা ছাড়া…আমি চাই আজ তুমি ঘরের বাইরে কোথাও যাবে না। ব্যস্!

ভ্যানিটী ব্যাগে প্রসাধনের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বীণা বললে, পাগলামী কোরো না।

বিনয় তার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, তা হলে তুমি যাবেই?

হ্যাঁ, যাব।

বেশ যাও, ফিরে এসে দেখবে আমিও চলে গেছি।

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বীণা বললে, যাও যাবে। আমি এখন চললুম। আহত অভিমানে ফুলতে ফুলতে বীণা হাইহিল জুতোর শব্দে চারিদিক মুখরিত করে যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গেল।

স্তম্ভিত বিনয় দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্ত্তির মত। মনে মনে উচ্চারণ করলো রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী নাটকের একটা লাইন—'হয়ে নারী, তুমি কি রমণী!' নারী শুধু ভোগের সামগ্রী নয় সত্যি, কিন্তু স্বামীর জন্য স্ত্রীর ত্যাগ, তার কি কোন পরিচয়ই বীণার মধ্যে সে পাবে না! বীণা গর্ব্ব করে বলে বেড়ায় স্বামীর প্রতি তার প্রেম কাচের

বাসনের মত ঠুনকো নয়। কিন্তু আসলে তার দাম কতটুকু? সে হাজার দর্শকের সামনে সে তার দেহশ্রী মেলে ধরবে ষ্টেজের ওপর, বিনয় তার প্রতিবাদ করতে পারবে না? না, না, এতটা ক্লীবত্ব তার পক্ষে সম্ভব নয়, প্রতিবাদ সে করবেই।

এদিকে বীণাদের স্কুলে সে রাত্রে খুব ধুমধামে 'বাসবদত্তা' প্লে হচ্ছে। জনতার ভিড়ে আসর গম গম করছে। দর্শকদের করতালিতে স্কুলবাড়ী মুখর হয়ে উঠছে। বিনয় যখন গৃহ ত্যাগ করবার সংকল্প করচে, স্কুলে তখন সেই সিনটা হচ্ছে—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। নূপুরের শব্দ করতে করতে রাজনটী বাসবদত্তা প্রদীপ হস্তে প্রবেশ করল এবং হঠাৎ নিদ্রিত উপগুপ্তকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সে উপগুপ্তের রূপে আত্মহারা। উপগুপ্তের ঘুম ভেঙে গেল। সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে সন্ন্যাসী, কে? কে তুমি নারী?

বাসবদত্তা কামকটাক্ষ হেনে উত্তর দেয়,

মথুরার রাজ-নটী
বাসবদত্তা আমি, এই পরিচয়।
কহ মোরে কে তুমি সুন্দর।

উপগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, উপগুপ্ত মোর নাম, তথাগত দাস।

বাসবদত্তা মৃদু মৃদু হাসে আর বলে,

কুসুম কোমল তরুণ তাপস
ধরণীর ধূলি নহে শয়ন তোমার,
দয়া করে গৃহে চল মোর।

সে কী ভীষণ আকর্ষণ। কিন্তু সন্ন্যাসী অটল, সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে সহজ ভাবেই বল্ল,

ক্ষমা কর ওগো না র
ভিক্ষু সেবা, বুদ্ধের সেবক
ধরণীর ধূলি তার কুসুম শয়ান।
রাত্রি বহু, নগরী বিজন,
যাও তুমি আপনার পথে।

বাসবদত্তা সন্ন্যাসীর নিষ্ঠায় বিশ্বাস করল না। সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে, উত্তর দিল,—

দীপ যেথা, পতঙ্গ সেথায়
অন্য পথে যায় কভু সেকি ?
মধু মাস, চাঁদিনী মধুর
আজি মোর মধু অভিসার।

পরক্ষণেই বাসবদত্তা নূপুরের তাল দিতে দিতে নৃত্যগীত সুরু করে দিল।

তোমারি পথে আজি মোর অভিসার
সুন্দর হে ! সুন্দর হে !
কুসুম শয়ন মোর বিজন ঘরে—
রেখেছি পাতি আজি তোমারি তরে
মিনতি রাখ, রাখ হে প্রিয় আমার।

উপগুপ্ত গান গেয়েই উত্তর দেয়,

হে অভিসারিকা, ফিরে যাও ফিরে যাও,
ক্ষণিকের মায়ায় কেন বা ভুলাতে চাও,
ফিরে যাও, ফিরে যাও।

কলঙ্কিনী

উপগুপ্তের আত্মসম্বরণের শক্তিতে তখনও বাসবদত্তার বিশ্বাস হয় নি। তার অপরূপ রূপ যৌবনকে উপেক্ষা করতে পারে এমন দুর্নিবার ক্ষমতাশালী পুরুষ সংসারে জন্মেছে এ কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। উপগুপ্তর চিত্তবিভ্রম ঘটাবার জন্য বাসবদত্তা তার যৌবনসম্ভার যথাসম্ভব অনাবৃত্ত করে নেচে নেচে গাইতে থাকে :

লহ মোর মণিহার, লহ কঙ্কণ
রূপের পদ্ম লহ, লহ যৌবন।
ফিরায়োনা হে নিঠুর ফিরায়ো না আর—
তোমারি পথে আজি মোর অভিসার।
সুন্দর হে! সুন্দর হে!

বাসবদত্তার কামনা-বিহ্বল কটাক্ষ ও লীলায়িত দেহবল্লরী উপগুপ্তর মনে এতটুকু সাড়া জাগাতে পারলো না। ব্যর্থ হল শর-সন্ধান, পরাজিত হল বাসবদত্তা, ক্ষোভে, দুঃখে, সান্ত্বনার প্রত্যাশায় লুটিয়ে পড়লো সে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায়। উপগুপ্তর উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!

অভিনয় শেষে বাড়ী ফেরবার পথে বীণার সমস্ত মন যেন খুসীর জোয়ারে টলমল করছিল। মনে হচ্ছিল, বাসবদত্তার মত সেও যেন আজ অভিসারিকা। বিনয় সারাদিন রাগ করে বাড়ীতে বসে আছে, কত কি ভেবেছে সমস্ত দিন ধরে, বাড়ী ফিরে তার সমস্ত ক্ষোভ, অভিমান

নিঃশেষে মুছে দিতে হবে, ভুলিয়ে দিতে হবে তার সমস্ত ব্যাথা-বেদনা, মিটিয়ে মিটিয়ে দিতে হবে সমস্ত প্রত্যাশা!

বীণা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে নিজেদের শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু বিনয় কই? রাত প্রায় বারটা। এখনও কি সে জেগে জেগে পুঁথি লিখচে? বিনয়!

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে উঠল।

বিনয়! বিনয়!—বীণা ডাকলে।

কুকুরটা আবার চীৎকার করে উঠলো তেমনি করে।

বিনয়! বিনয়! বিনয়!

ঝড়ের বেগে সে ঘর থেকে বারান্দায় এসে ডাক দিতে লাগল, লক্ষ্মী! উমা! বয়! বয়!

লক্ষ্মী ও বয় সামনে আসতে, তর্জ্জন গর্জ্জন করেই বীণা প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলে সব? এতক্ষণ ধরে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিলে না? বাবু কোথায়?

লক্ষ্মী যেন আকাশ থেকে পড়ল, বল্ল বাবু?

মেঝেতে জুতো ঠুকে বীণা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু, কোথায় গেছেন তিনি এত রাত্রে?

লক্ষ্মী বয়ের গায়ে ঠেলা মেরে বলে, এই বল্‌না বাবু কোথায়?

বয়টা আবার লক্ষ্মীকেই বলে, তুমি বল না।

লক্ষ্মী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আ মোলো, তুই থাকতে আমি বলব কিরে!

বয়টা সমান ভাবে উত্তর দেয় বারে, আমি কি করে জানব।

বীণা ভীষণ ধমকে উঠলো, থামো! তোমাদের ঝগড়া পরে কোরো, বাবুর খবর কি বল।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে লক্ষ্মী সাফাই গায়, এই ছাখ আমি কি করে জানব বল দেখি? রান্না সারা হলে মিন্সেটাকে বল্লুম, যা বাবুকে জিজ্ঞেস করে আয় খাবার দেব কিনা, ওমা, মিন্সে ফিরে এসে আমায় বলে কিনা বাবু তোমার থিয়েটার দেখতে গেছেন। আমি বাপু তাই জানি। সাদা সিদে মানুষ আমি লোকের ছক্কাপাঞ্জা কি বুঝবো বল তো?

বয়টা ঝগড়ার স্বরেই বোলে ওঠে, আমি আন্দাজে বলেছি, আমি কি চোখে দেখিচি?

বীণা দুপা এগিয়ে গিয়ে আবার কৈফিয়ৎ চায়, দেখিস্‌নে কেন? চোখ দুটো তোর কোথায় ছিল?

বয় মাথা চুলকাতে চুলকাতে, সপ্রতিভভাবে উত্তর দেয়, আজ্ঞে কপালের নীচে।

তার ধৃষ্টতার শাস্তি দিতে বীণার আগেই লক্ষ্মী থমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর ছুঁচো! মনিবের মুখের ওপর জবাব করা? একটা কাজ করবার মুরোদ নেই, আবার চোপা? (বীণার দিকে ফিরে) তোমাদের যেমন কাণ্ড বাপু, এই মুখপোড়া মড়াকে জুটিয়েইত এই কাণ্ড হল। এ যখন ছিল না, বাবু আমাদের, তোমার কত স্যাওটো ছিলেন,—

বীণা যত বিরক্ত হয় তত রেগে যায়। সে চিৎকার করে বলে ওঠে—আঃ!

লক্ষ্মী একদম চুপ। বয়টার তো কথাই নাই। বীণার মুখে তখন যা এল তাই বলে সে লক্ষ্মীকেই বেশী ভৎ'সনা করতে থাকে আর বারবার সব কথা খুলে বলতে বলে।

লক্ষ্মী তখন ডুকরে মড়াকান্না কেঁদে কেঁদে বলে, খুলে আর বলব কি আমার মাথা আর মুণ্ডু, বাবু কোথায় চলে গেছেন। বাবু বাড়ী থেকে বিদেয় নিয়েছেন শুনে আমি আর কি থাকতে পারি, পুড়ি কি মরি করে ছুটে ছুটে পাড়াময় তন্নতন্ন করে বাবুর তালাস করলুম। পোড়া মানুষ কেউ তাঁর পাত্তা দিলে না গা! আমি শেষে মুখখানায় কালী নেপে বাড়ী ফিরে এসে অবধি গজরাচ্চি ত গজরাচ্চি। বাবু পুরুষ মানুষ, তিনি যদি ইচ্ছে করে গা-ঢাকা দেন আমি মেয়ে মানুষ হোয়ে তাঁকে কি ক'রে বের করি বলত বাছা?

ভীষণ বিচলিত হ'য়ে মহাবিস্ময়ে বীণা বলে, কী বলচো সব তোমরা যা তা! বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না মানে?—খুঁজে পেতেই হবে! যাও লক্ষ্মী, তুমি চৌধুরী সাহেবের বাড়ী, এখনি চলে যাও একখানা রিক্সতে কোরে! বলগে যাও; বিনয়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে নাকি কোথায় চলে গেছে। আর এই,—বয়, তুমি যাও সেক্রেটারী সেনের বাড়ী ডেকে আন তাঁকে এখুনি। যাও!

লক্ষ্মী আর বয় বিনাবাক্যব্যয়ে তখনি অদৃশ্য হোয়ে গেল।

বীণা শোবার ঘরে ফিরে এল। কতক্ষণ সে মাথায় হাত দিয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল তার হিসেব নিকেশ নেই। তারপর মাথা তুলে দেখল ড্রেসিং টেবিলের ওপর একখানা চিঠি, বিনয়ের হাতের লেখা! বিনয়ের চিঠি সেকি তবে যাবার বেলা তার শেষ কথা লিখে রেখে গেছে?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বীণা চিঠিখানা পড়তে লাগলো। চিঠি পড়ে বীণা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, নিষ্ঠুর! বিনয়! তুমি কবি তুমি

আত্মভোলা, তুমি সরল প্রকৃতির লোক হোয়ে এত নিষ্ঠুর! এযে আমি ভাবতেও পারি নি!

•

এদিকে সেক্রেটারী সেন বাড়ী ফিরে, তার স্ত্রীকে বলছিল আচ্ছা দুর্গা বাসবদত্তা না উপগুপ্ত, কাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য বলত।

দুর্গা তখন থিয়েটার দেখে এসে আলুথালু বেশে কেশে চিরুণী চালিয়ে বিনুনীতে মনসংযোগ করেছে। দুর্গা সত্য কথাই বল্ল, কেন বাসবদত্তাকে।

—ধেৎ! উপগুপ্তকে। পুরুষবেশে বীণাদেবীকে কী সুন্দর মানিয়েছিল। *আমার পয়সা থাকলে আমি ওঁকে একটা সোণার মুকুট গড়িয়ে দিতাম।*

—তুমি ভারি একচোখো।

—যাই বল। বীণাদেবীর রূপ পুরুষবেশেও উপচে পড়ছিল। রূপ তো নয়, যেন আগুনের ফুলকি।

—ও মা সে কি কথা গো।

এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হল বীণার বয়, দুর্গাদের ঝিয়ের সঙ্গে। সেন আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ব্যাপার রে? এত রাত্তিরে এলি যে?'

—আজ্ঞে বাবু আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন

—মানে?

—মানে, তিনি কারো মানা না মেনে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, আর যাবার সময় বলে গেলেন তিনি আর ফিরে আসবেন না।

—ওমা সেকি কথা গো।

—আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেচি, কোথাও তাঁর দেখা পাইনি। তাই মা একবার আপনাকে ডাকচেন।

—তাইত! কিছুই ত বুঝতে পারচিনা। চল্ দেখি কোথা গেল আবার তোর বাবু। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।

উৎসাহিত সেন অবিলম্বে বয়ের সঙ্গে চলে গেল।

এদিকে চৌধুরী মশাই সংবাদ শোনামাত্র মোটরে করে বীণাদের বাড়ীতে এসে পড়লেন। বীণা তার বক্তব্য বলবার পর তাঁকে বিনয়ের পত্রখানিও পড়তে দিল। পত্রপাঠ করে মিষ্টার চৌধুরী বল্লেন, 'এতো দেখচি আপনার ওপর রীতিমত অভিমান করেই তিনি বাড়ী ছেড়েছেন।'

—*কিন্তু কি করে বুঝবো বলুন যে সে যা মুখে বলেছিল, কাজেও তাই করবে।*

—তবে তিনি আপনাকে একরকম বলে ক'য়েই গেছেন?

সে পাগল, সে যা বলতে পারে। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো, কি করে—

আর সে কথাও কহিতে পারল না, অশ্রুও দমন করতে পারল না। চৌধুরী সাহেব বিচলিত না হোয়ে বরং বিস্মিত হলেন। বল্লেন 'তাইতো, এখন উপায়?'

অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বীণা বলে, 'উপায় যা হয় একটা করুণ মিষ্টর চৌধুরী। তাকে খুঁজে বার করতে আপনার যা খরচ হবে, আমি সারাজীবন খেটে তা শোধ দেব।'

—তা না হয় দেবেন, কিন্তু আপনার এ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এই আপনি এত বড় সাহসিকা, এযুগের এত বড়

বীর নারী? এইটুকুতেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন? যাক এখন আমি চল্লুম। বিনয়বাবুর খোঁজ করতে যা যা করা দরকার, তার একটিও আমি বাদ দেব না। এটুকু বিশ্বাস রাখবেন।

চৌধুরী সাহেব চলে গেলে বীণা ক্ষোভে রোষে অনুতাপে অস্থির হয়ে লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বল্ল, 'উঃ, কি ভীষণ ভুল করলি লক্ষ্মী, কি ভীষণ ভুল করলি!' লক্ষ্মীও কর্ত্রীর অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে পরিষ্কার জবাব দেয়, 'এই ছাখ, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। দোষ করলে তুমি আর ভুল করলুম আমি?'

—নিশ্চয় তুই ভুল করলি। যখন দেখলি বাবু রাগ করে কিছু খেলেন না তখনি আমায় খবর পাঠালি না কেন?

—আমি দৈবিজ্ঞি নাকি যে বুঝবো, বাবু ভাত খেলেন না মানে দেশত্যাগী হলেন?

এমন সময়ে তারস্বরে কুকুর ডেকে উঠল, বোঝা গেল মিঃ সেন এসেছেন। বীণা তাড়াতাড়ি সেনের কাছে গিয়ে সকাতরে বল্ল 'খবর শুনেছেন মিষ্টার সেন? এখন কি করা যায় বলুন তো?'

বেতের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে সেন উত্তর দিল, এত রাত্রে বিশেষ আর কি করা যেতে পারে। তিনি যদি ট্রেণে কোথাও গিয়ে থাকেন, তাহলে এখন অর্দ্ধেক পথে। এখন একটু ভেবে চিন্তে পুলিশ পাহারার সাহায্য নেওয়াটা কি উচিত নয়?

বীণা টেবিল থেকে মাথা তুলে সভয়ে বলে ওঠে, পুলিশ! না না পুলিশ কেন? ও সবে কিছুর প্রয়োজন নেই মিষ্টার সেন। বিনয় আমার ওপর অভিমান করে চলে গিয়েছে, পুলিশ তাকে ফিরিয়ে আনবে কি?

বীণা ছুহাতে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে উঠল। কান্নার আবেগে দুলে উঠতে লাগলো তার সর্ব্বাঙ্গ। সেনের সে দৃশ্য উপভোগ করে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল। বীণার এ পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে যেন ভবিষ্যতে কোন দুর্লভ বস্তু হাতে পাবার আশা পেল। অকস্মাৎ সঞ্চারিত বসন্ত বাতাসে তার প্রাণের পরতে পরতে আনন্দ দোলা দিতে লাগল। কিন্তু সে-মনোভাব গোপন করে সেন বল্ল, তাইতো বিনয়বাবু শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসলেন। আচ্ছা মিসেস রায়, তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি আপনার কি কোন ঝগড়া হয়েছিল ?

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বীণা প্রায় ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বল্ল, অমন ঝগড়া স্বামী-স্ত্রীতে হয়েই থাকে। দুর্গার সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয় না, আপনি কি বাড়ী ছেড়ে চলে যান ?

অকারণে খানিকটা হেসে সেন বলে, দুর্গার কথা ছেড়ে দিন। আমি ছাড়া তার আর গতি কি ?

বীণা চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে নিম্নস্বরেই বলে, বিনয় ছাড়া আমারই বা গতি কি ?

কালনেমী সেনের মাথায় বুদ্ধি গজিয়ে ওঠায় সে বীণাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে : আপনি আর দুর্গা ? আপনি নিজে রোজগার করেন, আর দুর্গার একটা জামার দরকার হলে সেই আমি না দিলে সে আর পায় কোথেকে ? আপনাকে পয়সার জন্যে পরের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না। তারপর আপনার আর আর কতগুণ, তুলনাই হয় না, রূপেরও তুলনা হয় কি ?

বীণা রোষে ফুলতে থাকে আর পায়চারি করে, পরে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলে, মিষ্টার সেন, মিষ্টার সেন, আপনার প্রশংসার অভিনন্দিত

হবার এটা আমার সময় নয়, এখন যদি দয়া করে আমার একটা উপকার করেন।

গলে একেবারে জল হয়ে গিয়ে, সেন নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করে বলে, বলুন বলুন—প্রাণপাত করে আপনার যদি এতটুকুও উপকারে লাগতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। বলুন—

বীণা সহজ আর সরলভাবে বলে, আজ রাতের মত যদি দুর্গাকে আমার এখানে থাক্‌তে দেন। একলা থাকতে আমার বড্ড ভয় করচে।

—তবেই হোয়েছে। দুর্গা এতক্ষণ কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে। তবে রাত আর কতটুকু বাকী? বড় জোর তিন চার ঘণ্টা। এই ক'ঘণ্টা আমি না হয়—

—না না আপনাকে আর অতটা কষ্ট করতে হবে না। আপনি বাড়ী যান, সম্ভব হয় তো দুর্গাকে—

—নিশ্চয় নিশ্চয়, দুর্গাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো বই কি। তারপর কাল ভোর হলেই, বিনয় বাবুর খোঁজে আগে কলকাতার সব কটা দিশী হোটেলগুলোর খোঁজ নেবো। তারপর মিষ্টার চৌধুরী যা হুকুম করেন—! আচ্ছা তা হলে এখন আমি আসি।

সেন উঠ্‌তে যাবে কি—কুকুর ডেকে উঠ্‌ল। বীণা যেন কুকুরটাকে ধরতে, বাহির হ'য়ে গেল।

ওদিকে বম্বে মেল তখন বিনয়কে নিয়ে মেদিনী কাঁপাতে কাঁপাতে ধেয়ে চলেছে সুদূরের পথে। একখানা ইন্টারক্লাস কামরা, পার্শী গুজরাটী আর

মুসলমান যাত্রীতে ঠাসা। কোণের একখানা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে মাত্র দুটি বাঙালী, একটী আমাদের বিনয় রায় অপরটির পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি।

ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ার পর, বিনয় গভীর রাত পর্য্যন্ত কিছু খায়নি। তারপর হঠাৎ তার কিছু খাবার ইচ্ছা হওয়ায় রুমালে বাঁধা ফলের পুঁটুলিটী সুটকেস থেকে বার ক'রে খেতে লাগে। কিন্তু পাশের সহযাত্রীটির ঘুমন্ত মস্তকটি অনবরত তার বুকে কাঁধে পড়তে থাকায় বিনয় বিরক্ত হ'য়ে বলে ওঠে, আঃ মশাই করচেন কি? লোকটা তখন সজাগ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করচি বলুন ত?

ঢুলে ঢুলে গায়ে পড়চেন আবার কি করচেন!

তবু ভাল আমি ভাবলুম বুঝিবা ঢলে ঢলে গায়ে পড়ছি। তা কি করব মশাই বেজায় ঘুম পাচ্চে যে।

ঘুম পাচ্চে, তাই আমায় বিছানা পেলেন নাকি? যত সব দাকাটা দুষ্পাচ্য গুরুপাক।

লোকটা তখন জুত ক'রে সোজা হ'য়ে বসে বলে, মানে? মশাই আমাকে কি একটা বেসামাল নাবালক মনে করেন? কটুকাটব্য বল্লেই হ'ল এ্যাঁ!

বিনয় কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আপনমনেই বলে যায়, তা আর বল্লুম কই। তবে নাবালক নয় আপনি একটী সাবালক শিশু। যত সব ঘুণধরা তালকানা ঘিয়ে ভাজা!

লোকটির রাগ বেড়ে যায়। সে ভাঁটার মত চোখ করে শাসায়, দেখুন মশাই আমি বর্ণচোরা বদ মেজাজী লোক। খামখা খামখা আমার সঙ্গে লাগলে দাঁত কপাটি লাগিয়ে দেব!

বিনয় বক্তার অক্ষম আস্ফালনে কৌতুক বোধ করে। একটি মর্ত্তমান তার মুখের কাছে ধরে বলে, ক্ষান্ত হও বৎস। ও বুড়ো হাড়ে অতটা সইবে না বরং এটা খেয়ে দেখুন মজা পাবেন। এর নাম রামকদলী। রামানুচর সুগ্রীবের বাগান থেকে ডাইরেক্ট্ আনানো।

লোকটিরও রসজ্ঞান কম নয়। বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে সে বলে, বটে! বটে! তা এর আস্তটা আপনি ইচ্ছে করুন, আমার শুধু বোঁটাটি হলেই চলবে।

বিনয় খুসী হয়ে বলে, Well spoken Johnnie Walker. Still going strong like our Chowdhury eh? নিন্ লেবু খান। তারপর মশায়ের পরিচয়টি জানতে পারি কি?

—আমি ফিল্ম কোম্পানীর good for-nothing production Manager, মানে ব্যবস্থাপক, মানে ছবিতে আমাদের নামে লেখা থাকে ব্যবস্থাপনায় অমুক।

—মানে মস্ত বড় ভারি পোষ্ট! মানে আপনি একটা কেউ কেডা নন, একেবারে কাঁচা খেকো দেবতা! তা কোন দেশের? কোলকাতার না বম্বের?

আজ্ঞে বম্বের।

বম্বের, বাঃ বাঃ আমিও ত বম্বে যাচ্চি।

বুদ্ধিমানের কাজ করচেন। বাঙলাদেশে বাঙালীর আর অন্ন নেই। আরে মশাই আমরাও আমাদের ভুলচুক সব বুঝ্‌তে পেরে বাকী-বকেয়া আদায় করতে বম্বেতেই কারবার ফেঁদেচি।

পরম সৌভাগ্য। মণিকাঞ্চন যোগ। তাহ'লে সেখানে পৌছে আপনার সঙ্গে দেখা করবার স্পর্দ্ধা রাখতে পারি কি?

নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আপনার একটা ভাল রকমের হিল্লে করে দেব। আপনি র‍্যাকিটং করতে জানেন?

তা জানলে কি আর স্ত্রী অভিনয় করেছে বলে তাকে ত্যাগ করে বসে যাই?

এঁ্যা! বলেন কি আপনার স্ত্রী বুঝি ভাল অভিনয় করেন

—অভিনয় অভিনয়! ডুগডুগী বাজিয়ে মাদারীর খেল। ওর আবার ভালমন্দ কি? মানুষ ঠকাবার আর্ট!

মহোল্লাসে লাফিয়ে উঠে লোকটি তার পকেট হাৎড়ে একখানা কার্ড বার করে বিনয়ের হাতে দিয়ে বলে, এই ধরুন আমার কার্ড। এতেই আমাদের কোম্পানীর ঠিকানা পাবেন।

পরমুহূর্ত্তে এক পার্শীর সঙ্গে এক ভাটিয়ার কী নিয়ে যেন বচসা শুরু হওয়ায় এঁদের প্রসঙ্গ ধামা চাপা পড়ে যায়।

ঝড়ের গতি অতিক্রম করে ট্রেণ ছুটে চলে।

এদিকে কলকাতার বাসায় সে-রাত্রে বীণা কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। কখনও মনের দুঃখে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদে, কখনও অভিমানের সঙ্গে দুর্জ্জয় একটা আক্রোশ জাগে বিনয়ের বিরুদ্ধে। কখনও বা জানালায় মাথা রেখে শূন্য মনে গান গায়। মনে মনে বলে, এই পুরুষের পত্নীপ্রেম, এই তাদের স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠা আর বিশ্বাস?

পরদিন সকালে বীণা তাদের বাইরের ঘরে ঢুকেই মিঃ সেনকে বসে থাকতে দেখে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে আশ্চর্য্য হয়েই প্রশ্ন করলে, মিষ্টার সেন যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি।

—কি খবর বলুন ত।

—বসুন বলচি।

—না, আগে বলুন বিনয়ের কোন খবর পেলেন কি না।

—বিনয়বাবুর? তিনি কি সহজে ফিরবেন মনে করছেন?

—কোথায় গেছেন যে ফিরবেন না! তা ছাড়া মিষ্টার চৌধুরী আমার কাছে প্রমিস ক'রে গেছেন যেমন ক'রে হোক তিনি তাকে তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন!

হা হতোস্মি্‌ আপনিও যেমন, ঐ সব বড় লোকদের বিশ্বাস করচেন?

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

সেন বলে ওঠে, ঐ যে মহাপুরুষ এসে পড়েছেন! যাক ওঁকে যেন আমার কথা কিছু বলবেন না। উনি যে কি চীজ আপনাকে অন্য একদিন শুনিয়ে যাব। আমি এই দিক দিয়ে সরে পড়ি।

এক দিক দিয়ে সেন সরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক দিয়ে লাঠি ঠকঠক করতে করতে চৌধুরী সাহেব প্রবেশ করলেন।

এই যে বীণাদেবী, এখানে কি সেন এসেছিল?

হ্যাঁ এসেছিলেন, আপনার মোটরের হর্ণ শুনে পালিয়ে গেলেন।

দেখুন ত আমি তাকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিষ্টার হুতাশ হালদারের

বাড়ী যেতে বল্লাম, সে এল আপনার বাড়ীতে। তা সে কি বলে? কেন এসেছিল?

বিনয় সহজে ফিরে আসবে না এই কথাই বলতে এসেছিল।

সে জানলে কি করে?

তিনিই জানেন। হয়তো আপনিও জানেন।

—তবে হ্যাঁ, আর কিছু জানবার আগে এইটুকু জেনেছি, স্বামী-স্ত্রী আপনাদের দু'জনের মাথা কিছু গোলমাল আছে। থাক, এখন চলুন আমার সঙ্গে, গঙ্গার ধারে মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে আসবেন। চলুন—

—না।

—কেন?

—না, বিনয় ফিরে না এলে আমি কোথাও যাব না।

বীণা গেল না। চৌধুরী মশায় কিন্তু নিত্য যেমন বায়ু সেবন করতে প্রিন্সেপ্ ঘাটে আসেন, আজও এলেন।

নিজের মোটরখানা থেকে একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে একখানা বেঞ্চে বসে বসে ভাবতে লাগলেন, এরা প্রগতি যুগের মেয়ে বলে দম্ভ করে, অথচ সভ্যতার চাবিকাঠিটুকুর সন্ধান জানে না। আমি ওর বাপের মত আমাকে দিব্য অস্বীকার করলে। অথচ আমাকেই তার পলাতক স্বামীকে খুঁজে বার করতে হ'বে। আমিই যেন দায়ী। লোকে আমাকে কত মানা করে, কত উপদেশ দেয় এ বয়সে নারী শিক্ষার জন্যে স্কুল না খুলে মদনমোহনের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেবায়েৎ হ'তে, নয় দান ধ্যান তীর্থ ধর্ম্ম করতে। আমি নিঃসন্তান, বিপত্নীক।

কলঙ্কিনী

ডেপুটিগিরি ধাতে সওয়াতে পারলুম না বলে অকালে পেন্সন নিয়েছি। ধনবান পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভেবেছিলাম টাকাগুলোর সদ্‌গতি করতে একটা মেয়ে স্কুল একটা মেয়ে হাসপাতাল আর একটা বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু এ মাষ্টারনী যে প্রথম চেষ্টাতেই আমাকে বাধা দিতে চায়! যাদের জন্যে আমার এসব করা তারাই যদি অমি অবুঝ হয়, তাহ'লে সার্থক হবে কেন সংকল্প? বাঙালীর মেয়েদের লোকে কেন যে সরল বলে প্রশংসা করে আমি ত বুঝতে পারি না।

ট্রেন থেকে নেমে বিনয় তার সহযাত্রীটিকে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলে মহামুশকিলেই পড়ে গেল। কলকাতার ছেলে বম্বে শহর দেখে একেবারে হকচকিয়ে না গেলেও নিজের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে তাকে বেকুব বনে যেতেই হল। ঘর থেকে বেরিয়েছে সে রাগের মাথায়। বম্বে গিয়ে কোথায় উঠবে কোথায় খাবে শোবে তার কোন কিছুর ঠিক ঠিকানা না করেই মাত্র একটা ছোট্ট বিছানা, তেমি ছোট একটা স্যুটকেশ আর কিছু টাকা সম্বল ক'রে সে গৃহত্যাগ করেছে। অতএব বম্বের রাস্তায় সে ধাঁধাঁয় পড়তে বাধ্য। ঘুরচে ত ঘুরচে, সারাদিন ধরে সে রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করচে আর অনুসন্ধান করচে সেই সহযাত্রীর দেওয়া ফিল্‌ম কোম্পানীর ঠিকানা।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাস্তায় আর বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বলছে। লোকের অসম্ভব ভীড়, গাড়ী বাস মোটরের ছুটোপাটি আর তেমি হকারদের নানা ভঙ্গীর চেল্লাচেল্লী।

হঠাৎ সেখানে বগলে বিছানা আর হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে বিনয়বাবুর আবির্ভাব। তার দৃষ্টি বাড়ীর কোথায় নম্বর, সুতরাং সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। লাগবি ত লাগ এক মারহাটি ফলওয়ালীর সঙ্গে ধাক্কা। ফলের সঙ্গে দুজনেই পপাত ধরণীতলে। ফলউলী উঠে যা তাদের ইকড়ি মিকড়ি ভাষায় গাল পাড়তে লাগল, তা শুনে অবাঙালী পথচারীরা যত ইতরের মত হো হো ক'রে হাসে তত বিকট উল্লাসে হাততালি দেয়। বিনয় বেচারা মহা অপ্রতিভ। ভাষা না বুঝলেও হাড়ে হাড়ে বুঝল বাঙালীর সামান্য একটু ভুলের সুযোগ নিয়ে অবাঙালীরা মসকরা করচে। তবু সে তার ভদ্রতা জাহির করে বলে, দুঃখিত হলুম ফলউলী, বিশেষ দুঃখিত হলুম, আমাকে মাফ কর। একটু অন্যমনস্ক ছিলুম, আমি ষ্টুপিড্ হ'লেও তোমার মত গরীব ফলউলীর ক্ষতি ক'রে মজা দেখবার লোক নই।

বিনয় মাথা ঘুলিয়ে ফেলেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। খানিক পরে আর এক গলির মধ্যে প্রবেশ করতেই এক বিপুলকায় ধোবার সঙ্গে আবার ধাক্কা লেগে গেল। ফলে উভয়ে কুমড়ো গড়াগড়ি। ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে দুজনেই উঠে সামনাসামনি দাঁড়াল।

ধোবা বলে, তুমি অন্ধা ছো।

বিনয় বলে, সেকি, আমার এমন একজোড়া ড্যাবডেবে চোখ থাকতে আমি অন্ধা কিরে?

ধোবা বলে, তমে লকড়া নে উল্লু ছো।

বিনয় বলে, তোর চোদ্দপুরুষ উল্লু!

কিন্তু সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় বুঝে সে ভীড়ের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে পলায়ন ক'রল।

ঘুরতে ঘুরতে বিনয় একটা বড় রাস্তায় এসে প'ড়েছে। দূরে দেখতে পেলে যেন একজন বাঙালী আসছে। পথিক কাছে আসতে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাঙালী?

দেখে বুঝতে পারচেন না?

বুঝতে অনেক কিছু পারচি, তেম্নি পদে পদে বেকুবও বনে যাচ্চি। তা মশাই আমার একটি উপকার করবেন?

বলুন।

আমায় এক হতভাগার ঠিকানা বলে দিতে পারেন?

বিনয় একখানা কার্ড দেখাল।

এতো দেখছি থ্রিস্টার ফিল্‌ম স্টুডিওর প্রেডাকশান ম্যানেজারের ঠিকানা।

আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ থ্রিস্টার স্টুডিও না চুলোর ছাইয়ের পাত্তাটা যদি বলে দেন। এমন সময় একখানা যাত্রীবাস এসে তাদের সামনে দাঁড়াতে, বাঙালীবাবুটি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বাস থেকেই চেঁচিয়ে স্টুডিওটার পাত্তা যা বাতলে দিলেন বিনয় তার এক বর্ণ বুঝল না।

তারপর সে ফুটপাতে সুটকেশ বিছানা নামিয়ে তার ওপর বসে বসে ভাবতে লাগল, লোকটা ত আচ্ছা অভদ্র। বিদেশে পথভ্রান্ত পথিকের এটুকু উপকার করতে পারল না!

অন্যমনস্ক হ'য়ে বিনয় দেখতে লাগল, নানা জাতের নানা রকমের পথচারীদের। পার্শী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, মোমিন, মুসলমান, মারাঠি ও মাদ্রাজীদের পুরুষ নারী ও বালকবালিকার দল।

বেশীর ভাগ আধুনিক ও সভ্য। প্রায় কলকাতার সামিল। তবে ধুতি কম, টুপি বেশী।

বিশেষ ক'রে সে লক্ষ্য করল, ওদের যুবতীদের হালফ্যাসানের সাজসজ্জা। বাঙলা দেশের আপ্ টু ডেট্ মেয়েদের ফ্যাসানের চেয়েও অশ্লীল।

হঠাৎ তার মানশ্চক্ষে বীণার মূর্ত্তি জেগে উঠল। বুকের কোন অজানা শিরা হঠাৎ যেন ছিঁড়ে গেল।

সেখান থেকে উঠে কিছুটা অগ্রসর হ'তেই দেখতে পেল একটা পাবলিক পার্ক। প্রায় কলকাতার পার্কেরই মত। এখানেও সেই পুরুষ ও নারীর নির্ল্লজ্জ বিহার। ঝোঁপে ঝাঁপে বেহায়াপনা।

এদিকে বিনয়ের ট্রেনের সেই অজ্ঞাতনামা সহযাত্রীটিকে আমরা দেখতে পেলাম বম্বের এক ফিল্ম স্টুডিওতে।

একখানা ছোট্ট আপিসঘর দামী আসবাবে সুসজ্জিত। বড় সেক্রেটারিয়েট টেব্লের এপাশে রিভল্ভিং চেয়ারে বসে আছেন সাহেবী পোশাকপরা সুদর্শন এক ভদ্রলোক, পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই বিনয়ের সেই অজ্ঞাতনামা ট্রেনের সহযাত্রী। লোকটির নাম আশু বোস আর তার বন্ধু ও মনিবের নাম মিষ্টার সুব্রত সোম।

মিষ্টার সোম বলছিলেন, কলকাতায় গেলে আর শুধু হাতে চলে এলে! তবে কি বলতে চাও হিরোইনের অভাবে আমাকে জাল গুটিয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে?

আশু বললে, আহাহা! চটো কেন, কথাটা আগে আমায় বলতেই দাও।

—বল।

দেখ, বাঙলাদেশের ঘটক আর ফিল্ম কোম্পানীর প্রোডকশন ম্যানেজার পারেনা এমন কোন কাজ কি দুনিয়ায় আছে? তবে হ্যাঁ যখন যা বলব দিল-দরিয়া হ'য়ে খরচ করতে হবে।

সোম চটে উঠল, একটু উত্তেজিত ভাবেই বললে, কী! একখানা কোরস্ নাচে ত্রিশ ত্রিশ টা মেয়েকে আজ তিনমাস ধরে রিহার্শ্যাল দেওয়াচ্চি, তিন দিনের শুটিংয়ে দু' হাজার ছ'শ ছত্রিশ ফুট N. G. করেছি, তবু বলবে খরচে আমি দিল-দরিয়া নই?

—এটুকু না করলে চিজ তৈরী হবে কি করে?

—চিজ তৈরী হবে না তোমার চিতে তৈরী হবে! একে বোম্বায়ের লম্বা খরচ, তায় বসে বসে ষ্টুডিওর ভাড়া গুণচি, এখনও হিরোইন ঠিক হ'ল না, ননসেন্স!

—হ'য়েছে বাপু হ'য়েছে, একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেচি। এইবার তুমি কথাবার্ত্তা ক'য়ে রাজী করাতে পারলেই হ'লো। আহা! কি রূপ! যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী ঠাকরুণ। খাসা ভাসা ভাসা দুটি পটল-চেরা চোখ! ধনুকের মত ভুরু, কিবে নাক, কিবে মুখ! তারপর নাচগান অভিনয়, হায়! হায়! আর কণ্ঠস্বর? মধু মধু, একেবারে কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছে!

সোম একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, তা তিনি এখন কোথায়?

উপস্থিত এক হোটেলে গিয়ে উঠেছেন। এখন কটা? সাতটা, এইবার ত আসবার কথা, ঐ ঐ বুঝি এলেন—

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে বিনয় সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত। একখানা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বিনয় বলে, ওরে ফাদার! কি ঠিকানাই বলে দিয়েছিলেন মশাই! আপনাদের আস্তানা খুঁজতে খুঁজতে একেবারে ফাঁসি যাবার জোগাড়। যাক, এখন দয়া করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবেন কি?

সোম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, বিনয়ের দিকে চেয়ে বললে, কে ইনি? চিনতে পারলুম না ত।

ইনিই তিনি, যাঁর কথা এইমাত্র তোমায় আমি বলছিলুম। আশু উৎসাহ-দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

সোম রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

সেকি, তুমি ত বলছিলে—!

আশু কিন্তু ঘাবড়াবার লোক নয়, তখনই বলে উঠলো হ্যাঁ হ্যাঁ, এঁরই স্ত্রীর কথা বলছিলাম তোমায়।

বিনয়েরও বিস্ময়ের অন্ত রইল না। বোকার মত আশুর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো, আমার স্ত্রীর কথা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই যে আপনি ট্রেণে বলছিলেন তিনি খুব ভাল নাচগান অভিনয় করতে জানেন।

বিনয় খানিকটা ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করলো, তারপর?

তারপর আর যাকিছু এঁর কাছে শুনবেন। আশু সোমের দিকে বিনয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, ইনি?

আশু বললে: ইনিই আমাদের প্রোড্যুসর-ডিরেক্টর মিষ্টার সুব্রত সোম। তাহ'লে মিষ্টার সোম, তুমি ততক্ষণ এঁকে বুঝিয়ে দাও ফিল্মে ভদ্রমহিলাদের আজ আমাদের কতখানি প্রয়োজন প'ড়ে গেছে। আমি যাই এঁর জন্মে কিছু জলখাবারের, হ্যাঁ জলখাবারের—বলতে বলতে আশু বোস ত্বরিতপদে ঘর থেকে চলে গেল।

বিনয় একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, ব্যাপারটা ত কিছু বুঝতে পারচিনে। ফিল্মে ভদ্র-মহিলা—

সোম বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজন পড়ে গেছে। দেখুন না,

নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ছবিতে নামতে গেলুম, দেশের লোক এমন সব বিশ্রী ব্যাপার করতে লাগল যে পালিয়ে এলুম বম্বে। আমি সাজবো ফরহাদ, স্ত্রী হবেন শিরী। ষ্টুডিও ভাড়া নিলাম; রিহার্শ্যাল শুরু হ'য়ে গেল, হঠাৎ একদিন ধুমকেতুর মত আমার শ্বশুর মশাইটি এসে তাঁর মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে দে লম্বা! ভদ্র সন্তানেরা রাস্তায় পান বিক্রি করুক, পকেট মারুক, ভদ্র মেয়েরা লুকিয়ে ভাড়াটের ছেলেকে প্রেমপত্র লিখুক, গানের মাষ্টারের সঙ্গে ভেগে পড়ুগ এ সহ্য হবে। কিন্তু সিনেমাতে নামলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, এই ত বাঙালীর মেণ্টালিটি। হুঁঃ, বাঙালী আবার ব্যবসাদার হবে! পয়সার মুখ দেখবে! মশাই, বাবার আমি একমাত্র সন্তান। বাড়ী গাড়ী টাকাকড়ি প্রচুর পরিমাণে রেখে তিনি স্বর্গে গেছেন। অতএব আমি বসে বসে অন্নধ্বংস করি আর একটা অপদার্থ বনে যাই লোকে এই চায়। কিন্তু না, আমি বাঙালী জাতটাকে জগতে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে চাই ছবি তুলে আর ছায়া ছবিতে অভিনয় ক'রে। তাই বলছিলাম দয়া ক'রে যদি—

বিনয় বাধা দিয়ে বললে আর বলতে হবে না, বুঝেছি। মানে নিজের স্ত্রী নিয়ে সুবিধে হলোনা বলে এখন পর-স্ত্রী নিয়ে—

সোম একটু অপ্রস্তুত আর লজ্জিত ভাবে বলে উঠলো, আরে ছি ছি ছি, কি যে বলেন।

বিনয় বললে, না মশাই আমি আপনার রসবোধের প্রশংসা করি, আপনি রসিক বটে।

সোম উৎসাহিত হয়ে উঠলো, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, কথাটা আপনি নিছক রসিকতা ঠাওরাবেন না। আমি সিরিয়স্‌লি বলচি, not only for money's sake, but for arts' sake আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে

ফিল্‌মে নায়িকার অংশটি অভিনয় করবার সম্মতি দেন। অবশ্য রেমুনরেশন চাইবেন তাই পাবেন। টর্‌মস্‌ যা আপনি ডিক্‌টেট করবেন আমি তাতেই রাজী।

বিনয় বললে ধন্যবাদ, দেখছি আপনি আমার চেয়েও গর্দ্দভ, তা নইলে আজ আচ্ছা ক'রেই আমার Terms dictate ক'রে যেতুম মাত্র একটি ঘুঁষীর সাহায্যে। এত বড় স্পর্দ্ধা, ভদ্র ঘরের বধুকে ফিল্‌মে অভিনয় করাবার জন্যে ভাড়া নিতে চান! লক্ষ্ণৌয়ের বাইজী পেলেন নাকি! বাঙালীর মেয়েরা কি নাচ্‌নেউলীর জাত!

বিনয়ের এই আকস্মিক উগ্র মূর্ত্তিতে বিস্মিত হয়ে সোম বললে, কি মুশকিল। আমার প্রোডক্‌শন ম্যানেজার যে বল্লে—

বিনয় তার উত্তেজনা কিছুটা দমন করে বললে, দেখুন আপনাদের মত আধুনিক ধনী যুবক আর ফিল্‌ম ম্যানিয়াগ্রস্তদের স্কন্ধেই ঐসব রিপুরা ভর করে। দালাল বেটা আমাকেও বাদ দেয়নি। যাক, এখন আমার একটা কথা শুন্‌বেন?

—বলুন।

—ছবির কারবার করছেন যখন, ছবির গল্পেরও আপনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই। আমার একটা গল্প আছে, বলেন ত লিখে দিতে পারি। চমৎকার আধুনিক সমাজ-চিত্র। অথচ রোমান্টিক।

—মাপ করবেন মশাই। আমি শিরী ফরহাদ ছাড়া কোন Romantic গল্পই পছন্দ করি না। তা ছাড়া শিরী ফরহাদ তুলে, আমি হলিউডে চলে যাব। এখানে ছবি তুলতে যাওয়া মানে জিনিয়সের আত্মহত্যা। জাতির নাম রাখতে হলে আমেরিকায় যেতেই হবে।

বিনয় বললে, দেখছি শুধু নির্ব্বোধ নয়, আপনি একটা দস্তুরমত পাগল। যাক, তাহলে আপনার গল্পের প্রয়োজন নেই?

—না না না, আমার প্রয়োজন মাত্র একটি শিল্পী। শিল্পী!

বিনয় ব্যঙ্গ কণ্ঠে বলে উঠলো, মরি মরি! কি যে প্রয়োজন রে! যাক যাবার বেলা একটা সদুপদেশ দিয়ে যাই। বাঙালী এসেছেন অবাঙ্গালীর দেশে, বাঙ্গালীকে অগ্রাহ্য করবেন না। উঠলুম তবে—

বিনয় নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বাহির হ'তে গিয়ে ভুলে প্রোডকশন ম্যানেজারের ঘরে এসে পড়তেই আশু বোস চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, চল্লেন নাকি স্যর?

বিনয় বললে, হ্যাঁ চল্লুম, কিন্তু আচ্ছা ভদ্রলোক তুমিত হে! এক গেলাস তেষ্টার জল চাইলাম—

আশু ঘাবড়াল না, বললে, আজ্ঞে আপনি চাইলেন বলে কি শুধু জল আপনাকে দিতে পারি। কিছু খাবার আনতে পাঠিয়েছি। বসুন বসুন একটু—অপেক্ষা করে যান।

বিনয় বললে, আবার! তোমার মত মিথ্যাবাদী আর ধাপ্পাবাজের কথায় আমি এখানে আর এক মিনিট অপেক্ষা করি!

আশু একটু ক্ষুণ্ণভাবে বললে, আজ্ঞে ধাপ্পাটা আমি কি দিলুম যে—

—শট আপ্! শুধু ভদ্রলোকের মাথা খেয়ে তোমার পেট ভরচে না, এখন ভদ্রঘরের মেয়েদের মাথা খেতে চান? কি বলব, নিতান্ত বিদেশ বিভুঁই, নয় এতক্ষণ চটির চোটে তোমার ঐ টাক মাথা ফাঁক করে দিতাম।

আশু এবার সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিল, বললে, অসীম দয়া আপনার। যাক একবার না হয় স্টুডিওটা দেখে যান।

—বাইরের নমুনা দেখে আর ভেতর দেখবার প্রবৃত্তি নেই। বলতে বলতে বিনয় হন হন করে বেরিয়ে গেল।

আশু বোস এক বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রে আপন মনে বলে, বেরসিকের ধাড়ী! খাবারটাও খেয়ে গেল না!

কলঙ্কিনী

রাত গভীর হয়েছে। কলকাতার বাড়ীর বারান্দায় একা রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীণা। হাতে একখানা রুশ গল্পলেখকের বই। হয়তো বইখানা সে পড়ছিল। হয়তো লেখার মধ্যে সে এমন কিছু পেয়েছিল, যার ফলে সে অসহ্য হ'য়ে উঠে পড়া বন্ধ করেছে। শুধু বীণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল পুরুষ না নারী সংসারে কে বেশী ভুল করে। ওদেশের আর এদেশের মেয়ে পুরুষের মনের কথা কি সত্যি বিভিন্ন? মানবের আদিম প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রভাবে কেন পুরুষ ও নারী এক মুহূর্ত্তে আত্মহারা হবে? দয়িতের অনুপস্থিতির সঙ্গে যৌনক্ষুধার কি সম্বন্ধ? সত্যই কি সতীত্ব এ দেশের আদর্শ? বাঙালী মেয়েদের স্বামী আর অন্য জাতের মেয়েদের স্বামীতে প্রভেদ না বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে অন্য জাতের এম্নি আশ্চর্য্যরকমের ভেদাভেদ?

না আর সে ভাবতে পারে না। আর তার ভাববার শক্তি নেই। প্রয়োজনের খাতিরে, জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে তাকে পাঁচজন পুরুষের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছিল, তাদের সে অহেতুক প্রশ্রয় দেয় নি, নিছক ভদ্রতা বোধ নিয়েই নিতান্ত সহজভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিল, নিজের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রেখে যতটুকু মেলামেশা করা যায়, ঠিক ততটুকুই, তার একতিল বেশী নয়। কিন্তু বিনয় সে কথা বুঝলো না কেন?

অভিমানে আর বিচ্ছেদের বেদনায় বীণার দুচোখ বেয়ে নামে জলের

ধারা। গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মৃদুকণ্ঠে গান গাইতে সে যেন সান্ত্বনা খোঁজে।

বম্বে থেকে বহু বম্বেওলা কলকাতায় এসে ব্যবসা ফেঁদে বড়লোক হয়েছে। কিন্তু কলকাতা থেকে বম্বে গিয়ে বাঙালীর মধ্যে মিষ্টার এস, কে, সরকারই উল্লেখযোগ্য ধনবান। এককালে গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনিয়ারীং অর্ডার সাপ্লাই করতেন। বর্ত্তমানে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিখ্যাত ধনিক। চালচলন আদবকায়দা খানাপিনা পুরাদস্তুর সাহেবী কেতাদোরস্ত। তবে বাস্তববাদী ও আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী হ'লেও ভদ্রলোক তাঁর জীবনের সবগুলি সরল ছন্দকে বিদায় দেন নি। অতীতকে উদ্দেশ ক'রে কোনদিন শোক-প্রকাশ না করলেও প্রয়োজন হ'লে অতীতের জয়গান করতে তিনি মুক্তকণ্ঠ হ'তেন। দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ধনী হলেও অনেক সময় মুক্তহস্তে দরিদ্রকে দানও করতেন। স্বভাবত লোকে তাঁকে মিষ্টভাষী ও শান্ত প্রকৃতি বলে প্রশংসাই করতো। অভাবিত ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের মালিক হ'লেও তিনি আজ বহুবর্ষ যাবত বিপত্নীক আর তাঁর একটীমাত্র কন্যা ছাড়া বাড়ীতে আপন জন বলতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। বলা বাহুল্য পক্ষান্তরে বেতনভোগী ভৃত্যের দল একের পরিবর্ত্তে চতুর্গুণ ছিল বলেই অতবড় প্রকাণ্ড বাড়ীখানা নিতান্ত পরিজনশূন্য ঠেকত না।

সরকার সাহেবের প্রস্ফুটিত-যৌবনা রূপসী কন্যা মণিকা ছোটা হাজরী খেয়ে সেদিন আর লাইব্রেরীতে পড়তে না গিয়ে তাদের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে এসে গাছে গাছে ফুলের সৌরভের ঘ্রাণ নিচ্চে আর আপন মনে গান গাইচে।

কলঙ্কিনী

মণিকার প্রাণের মাঝে কে এসেছে আমাদের জানা না থাকলেও তার গানের মাঝে যে এল সে একটি কোটপ্যাণ্ট পরা সুদর্শন যুবক।

যুবকটির আগমন মণিকা টের পায় নি। যুবক অন্তরালে থেকে তার গানের মর্ম্ম উপলব্ধি করে আত্মহারা হ'য়ে যায়। পরে মণিকার অজ্ঞাতসারে পিছু পিছু তার পাঠাগারে এসে উপস্থিত হয়।

ইম্‌পশিবল্‌!

চমকে উঠে মনিকা ফিরে দেখে অরুণদত্ত, অর্থাৎ ঐ যুবাপুরুষটী।

যুবাপুরুষটি সত্যিকারের সুপুরুষ আর তরুণ হ'লেও একজন সদ্য-বিলাত প্রত্যাগত দন্ত-চিকিৎসক, উপস্থিত পুত্রহীন মিষ্টার সরকারের ঐশ্বর্য্য আর মণিকার পাণিপ্রার্থী।

ভদ্রযুবাটির রূপের দম্ভ থাকলেও গুণের কি ছিল আমরা না জানলেও তার একটা মুদ্রাদোষের কথা জানতুম। যখন তখন কথার পিঠে কথা কইতে গেলে সে বার বার 'ইম্‌পসিবল্‌' এই কথাটি বলে শ্রোতার কৌতুক বৃদ্ধি না করে বিরক্তিরই সৃষ্টি করতো।

মণিকা অরুণের কাছে সরে এসে বলে, অরুণ! মানে?

দন্ত-চিকিৎসক তার বত্রিশপাটী মুক্তার মত ঝকঝকে দন্ত বিকাশ ক'রে প্রশ্ন করে, কিসের মানে?

—মানে চেম্বার কামাই ক'রে সকালের দিকে কখনো ত তুমি আসনা, তাই জিজ্ঞাসা করচি—

—ইম্‌পশিবল্‌! আমিও তাই জিজ্ঞাসা করচি, সকালের দিকে লেখাপড়া ছেড়ে বাগানে যে বড় গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলে?

মণিকা কপট ভ্রূকুটী করে প্রশ্ন করে, ও! তুমি আমার গান শুনছিলে কেন?

—শুনতে আরো মিষ্টি লাগবে বলে। রিয়্‌লী, আজ তোমার গান শুনে যে কি আনন্দই পেয়েছি।

—হুঁ, দাঁতের ডাক্তারের আবার কবিত্ব! যাক এখন কাব্য রেখে আসল কথাটা কি বলতো?

—আসল কথা—যা দুর্লভ তা আমি পেতে চাই।

—তা হ'লে হয়তো তোমায় অনুতাপ করতে হবে।

ইম্‌পসিবল্‌! অনুতাপ মানে আঘাত তো? আঘাত না পেলে কি প্রেম হয়?

মণিকা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, তোমার মাথা খারাপ।

অরুণ নিরুৎসাহ হল না, বললে মানুষ আশায় বেঁচে থাকে তাই মাথা সহজে খারাপ হয় না। তবে দাঁতের ডাক্তারে যে কাব্য বোঝেনা এরকম ভুল বোঝাটা বাস্তবিক মারাত্মক।

মণিকা বললে, ভুল নয়, আমার বিশ্বাস।

অরুণ প্রতিবাদ জানাল, মেয়েদের ঐ ত দোষ, পুরুষের সব কিছুতেই অবিশ্বাস।

—উপায় কি! বিশ্বাস করলে, যে ঠকতে হয়।

—ইম্‌পসিবল্‌! দেখবে চল কমলা দেশাইকে!

কমলা দেশাই!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ঠকেনি।

মণিকা আরও আশ্চর্য্য বললে, সে ঠকেনি!

অরুণ বললে না। আমার সঙ্গে আজ ছ'টার শো'তে সিনেমায় 'শকুন্তলা' দেখবে চল। নায়িকা কমলা দেশাই। দেখবে দুষ্মন্ত ভুল করলেও শকুন্তলা তাঁকে ঠকায়নি। চল, যাবে?

মণিকা বললে, তাই ভাল, আমি বলি কমলা দেশাই ব'লে বুঝি আর কেউ নোতুন জুটল! কিন্তু দুর্লভ জিনিস তুমি চাইচো বটে!

কেন!

—বাবা কি তোমার সঙ্গে সিনেমায় যেতে মত দেবেন?

—কেন দেবেন না! তাছাড়া এরকম ছোট খাট কথা তোমার বাবাকে না জানালে ক্ষতি কি?

—নিশ্চয় ক্ষতি। তাতে বাবাকে অগ্রাহ্য করা হয়।

অরুণ একটু ক্ষুণ্ণ অথচ হতাশ ভাবে বললে তা হ'লে তোমার আর সিনেমায় যাওয়া হয় না।

কই আর হয়! বলে মণিকা অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

—ইম্‌পসিবল্‌! তাহ'লে এখন—

—এখন তাহলে তোমায় আসতে হয়।

অরুণ আর কোন কথা না বলে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল।

মণিকা ডাকলে, শোন, খুব সম্ভব বাবাকে বলে আমি রাজী করাতে পারব। তুমি পাঁচটায় ঠিক এস কিন্তু।

অরুণ একবার মণিকার মুখের দিকে চাইলে, তারপর বললে, ইম্‌পসিবল্‌!

মহোল্লাসে অরুণ বিদায় নিতেই, ওদিককার পর্দ্দা ঠেলে মিষ্টার সরকার ঘরে ঢুকলেন।

—মনি, ওকে এসেছিল রে ?

মিষ্টার দত্ত বাবা।

মিষ্টার দত্ত ! সে আবার কে ?

—সে কি বাবা তুমি মিষ্টার দত্তকে চেন না, তোমার বন্ধু জগদীশ দত্তের ছেলে ?

—ও অরুণ ? তাই বল, তা সে এসেছিল কেন ? তোর কি দাঁতে ব্যথা—

—না বাবা দাঁতে আমার কিছু হয়নি। এমনি এসেছিল।

মিষ্টার সরকার বললেন, আরে ডেন্টিস্ট্‌কে কেউ কল না দিলে কি শুধু শুধু আসে। বলি সে কি চায় আমায় না হয় বল্লি।

মণিকা একটু চুপ করে থেকে কুন্ঠিতভাবে বললে, এমন কিছু নয়, মানে বলছিলো তার সঙ্গে সিনেমায় যেতে।

—তাই বল, তবে যে বলছিলি এম্‌নি এসেছিল ?

—যাব বাবা ?

মিষ্টার সরকার চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, কিন্তু—

—এতে কিন্তু করবার কিছু নেই বাবা। মিষ্টার দত্ত খুব ভাল লোক।

মিষ্টার সরকার বললেন, ওরে বাইরে থেকে আজকালকার সব ছেলেই খুব ভদ্র আর ভাল। কিন্তু শুধু বাইরেটা দেখেই ভুলিসনি, ভেতরটাও দেখিস।

মণিকা একটু চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু অরুণবাবুর বাহির ভেতর এক। ও রকম ভদ্রলোক—

—আচ্ছা আচ্ছা অরুণের সঙ্গে সিনেমায় যাবি। কিন্তু মা আমার

কাছে কিছু লুকোসনি। তোর মা নেই। আমি তোর বাবা আর মা দুইই। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কারো সঙ্গে তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে সহজে আলোচনা করিসনে। মানে টপ করে যেন বিয়ের কথা দিয়ে ফেলিসনে।

সরকার সাহেব অন্য ঘরে চলে যেতে, মণিকা একখানা কৌচে বসে আপন মনে ভাবতে লাগল, তার বুঝি মস্তবড় একটা ভুল হয়ে গেল। এতদিন তার বাবাকে না জানিয়েই ত অরুণের সঙ্গে সে আলাপ করেচে; আজও তাঁর অজ্ঞাতসারে সিনেমায় গেলে কী আর এমন অন্যায় হোতো। অবশ্য অরুণ পরিচিত বলেই সে এ বাড়ীতে এলে কারো কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু অনূঢ়া যুবতীর কি লুকিয়ে কোন যুবকের সঙ্গে বেড়ান কি সিনেমায় যাওয়া উচিত?

এ বাড়ীতে মাঝে মাঝে অরুণ যে আসে তা মিষ্টার সরকার জানতেন। আর কেন যে সে আসে তাও বুঝতেন। তবে অরুণকে খুব বিশ্বাস না করলেও নিজ কন্যার প্রতি বিশ্বাস ছিল তাঁর প্রচুর। ধনবানের রূপসী কন্যাকে ধনাঢ্যের যোগ্যপুত্রেই আকাঙ্খা করে। কিন্তু গৃহস্থের ঘরে কি বড়লোকের মেয়ের বিয়ে হয় না?

এ রকম চিন্তাও মিষ্টার সরকার করতেন।

বিকালে যথা সময় অরুণ দত্ত মণিকাকে নিয়ে সিনেমায় চলে গেল।

পথে যেতে যেতে মণিকা বলে, সত্যি অরুণ, তোমার গাড়ীখানা লভ্‌লী!

অরুণ বলে, আর তুমি?

ধ্যেৎ!

ফিল্‌ম স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বিনয় বেচারীর যা দুর্দ্দশা! রাত্রে বম্বের মত শহরে সে থাকে কোথায়? হোটেলে? কিন্তু কোন হোটেলে? আর কোন রাস্তায় সে সব হোটেল? এ সব খবর সে ত পূর্ব্বাহ্নে কারো কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে নেয়নি! তার বিশ্বাস ছিল যে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে তার কাছে পহুঁচালেই সব ব্যবস্থাই হবে। কিন্তু বাঙালী যে বম্বে গেলে বাঙালীকে স্থান দেবে না এমনি কি এক গ্লাস তৃষ্ণার জল দিতে ভুলে যাবে, তা সে কল্পনাও ক'রে নি।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়েছে, রাস্তায় রাস্তায় ও বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বালা হ'য়ে গেছে। সাড়ে ছ'টা শো ভেঙ্গে যেতে সিনেমা দেখে দুটি যুবক এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ তর্কাতর্কি লাগিয়ে দিয়েছে। একটি মুসলমান অপরটি গুজরাটি। মুসলমানটি 'শকুন্তলা' ছবি দেখে তার টেকনিক আর ট্রিটমেন্টের গলদ দেখাচ্ছে, গুজরাটি গলাবাজি ক'রে বোঝাতে চায় ব্যবসাদারী ধাপ্পায় সত্যিকারের ভাল ছবি হয় না। প্রযোজকদেরও গভীর ভাবপ্রবণ ও যথার্থ শিক্ষানুরাগী হওয়া দরকার।

এমন সময় তাদের পিছনে এক ভীষণ মটর অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে গেল। লোকে হৈ হৈ ভিড় ক'রে ছুটে গেল, যুবকদুটিও ছুটল।

গাড়ী আমাদের মণিকা দেবীর।

মণিকা ও অরুণ সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছিল, পথে এক ভদ্রলোককে চাপা দিয়েছে।

অরুণ যত চীৎকার করে, হাসপাতাল হাসপাতাল, মণিকা তত জিদ

ধরে বসে, লোকটিকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতে। শেষ পর্য্যন্ত আহত লোকটিকে ধরাধরি করে তুলে গাড়ি মণিকাদের বাড়ীর দিকেই চল্‌লো।

মিষ্টার সরকার তাঁর বিরাট ড্রইংরুমে বসে কি একখানা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে সেখানে একব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন। সরকার সাহেব কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বল্লেন,—একটা পেগ নিয়ে এস।

কি আনবো!

হুইস্কি।

সেকি! হুইস্কি ত মদ।

হ্যাঁ হ্যাঁ—তারপর তিনি মুখ তুলে তাঁর গ্রামসম্পর্কের এক মাতুলকে দেখে একটু অপ্রতিভ হ'য়েই বল্লেন, আরে মামা তুমি! আমি মনে করেছিলুম বুঝি বয় ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে। বস বস—তারপর কি খবর বল।

খবর বলবো আমি? বলি আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করে সাত সমুদ্দুর তের নদীপার সুদূর এই বোম্বাই শহরে কে যে আমায় আনালে, তাতো এখনও বল্লে না।

আরে বল্‌বার আমায় ফুরসৎ দিচ্চো কই? মা-মরা মেয়ে পাছে মনে কষ্ট পায়, তাই ওর অন্য পাত্র ঠিক করবার আগে, আড়ালে একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই—তা ছোকরাটির দৌরাত্ম্যে পারচি কই?

সেডা আবার কেডা?

এক বিলেত ফেরৎ ডেণ্টিস্ট। মানে—

মানে বুঝেছি, মানে দন্ত চিকিৎসক।

কলঙ্কিনী

হ্যাঁ, এখন এই চিকিৎসকটির ইচ্ছা মণিকে বিয়ে করে। অথচ আমার ইচ্ছে—

—কোন জজ ম্যাজিষ্টর তোমার জামাই হয়।

—মোটেই না। আমি চাই একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে।

অ্যাঁ! তুমি যে অবাক করলে ভাগ্নে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, আর সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র হ'য়ে তুমি চাও কিনা লক্ষ্মীছাড়া গেরস্ত ঘরে মেয়ে দিতে? কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্। দেখ বাবাজী, আমরা হলুম পাড়াগেঁয়ে লোক। আমাদের ঝাঁকড়দা মাকড়দাও নেই নওলা দওলাও নেই। তাই খোলাখুলি স্পষ্ট কথা বলি শোন। এসে অবধি তোমার কন্যেরত্নটিকে যা দেখছি, মেয়ে তো নয় যেন এক তুরুক-শোয়ার, বনবন করে ছুটে চলেছে। ওর গতিরোধ করতে যাওয়া মানে এক ঠক্করে গো টু হেল হওয়া!

মানে?

মানে প্রেমেশ্বর বাণ রোধিবে কে, হরে মুরারে! দেখ্‌চি তুমি চিরদিন মূর্খই রয়ে গেলে।

তুমি কি আশা করেছিলে বিদ্যেসাগর বনে যাব।

মামা কোন জবাব দেবার আগেই মণিকা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল।

ড্যাডি! ড্যাডি!

কি খবর!

একটা ভীষণ অ্যাক্সিডেন্ট হ'য়ে গেছে! আমরা ভদ্রলোককে, বাঙালীকে চাপা দিয়েছি। লোকটি এখনও অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছেন—বাবা! শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর—ডাক্তার ডাক্তার!

কলঙ্কিনী

কি সর্ব্বনাশ !

তিনজনেই হন্তদন্ত হ'য়ে ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেলেন।

আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি আমাদের বিনয়।

পূর্ব্বকথিত স্টুডিও থেকে বিদায় নিয়ে বেচারা আবার জনসঙ্কুল অজানা পথে এসে প'ড়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে মাথা খারাপ করে ফেলেছে। রাত নেমে এসেছে, এখন কোন হোটেলে কোনখানে গিয়ে সে আশ্রয় নেয় ? কে তাকে তার সন্ধান দেবে ? কাকেই বা সে বিশ্বাস করে তার দুরবস্থার কথা জানায় ? এমন জানলে সে বোম্বাই না এসে কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে থাকত। শেষবারের মত বীণাকে সে না হয় চান্স দিত, বীণা পথে আসতো আসতো, না আসতো তখন না হয় পথঘাট ঠিকঠিকানা সব আগে থেকে জেনে শুনে সে বোম্বাই আসতো। বোম্বাই আসার উদ্দেশ্য তো বোম্বাইয়ের স্টুডিওতে তার গল্প বিক্রী ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করা। বীণাকে দেখিয়ে দেওয়া, সে পুরুষ, মেয়েদের দম্ভ সেও গ্রাহ্য করে না।

এবম্বিধ মানসিক অবস্থা আর শারীরিক ক্লান্তি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বিনয়—পড়্‌বি তো পড় মণিকাদের গাড়ীর নীচেই চাপা পড়ল।

মিষ্টার সরকার ফোনে একজন বিশিষ্ট সার্জ্জনকেই 'কল' দিয়েছিলেন। বড় ডাক্তার যথাবিধি বড় রকমেই রোগীকে পরীক্ষা করে বড় বড় ইনজেক্‌শন ও ঔষধের ব্যবস্থা করলেন।

চৌষট্টি টাকা ফি পকেটস্থ করার পর মতপ্রকাশ করে গেলেন, আপাতত চিন্তা নেই। রাত্রে টেম্পারেচারটা বাড়বে। বাড়ুক—তার জন্য ব্যবস্থাও করে গেলাম। কন্‌কাশন্ অবধি ব্রেইন। সেটা অবশ্য

খুব শিগ্‌গীর ঠিক হ'য়ে যাবে। তবে বেচারীর চোখদুটি রীতিমত জখম হ'য়েছে। ভয় হয়, শেষ পর্য্যন্ত না অন্ধ হ'য়ে যায়।

মণিকা আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

তা লক্ষ্য ক'রে দন্ত চিকিৎসক দত্ত সাহেব বলে ওঠে, ইম্‌পসিবল্‌।

এইবার আমাদের একবার কলকাতায় যেতে হয়। বীণার অবস্থাটা জানা প্রয়োজন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর, বীণা শুয়ে আছে তার শোবার ঘরে, উমাকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে।

সে শুয়েই আছে, ঘুমায়নি। বিনয় যাবার পর থেকে তার বড় একটা ঘুম হয় না। বিনয়ের কথা ভেবে ভেবে আর চোর ডাকাতের ভয়ে ভয়ে জেগে জেগেই তার রাত কেটে যায়।

হঠাৎ শব্দ হোলো—খুট খুট খুট।

বীণা শুনতে পেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল।

আবার—খুট খুট খুট।

তখন সে উমার কাণে কাণে ফিসফিসিয়ে বল্লে, শুন্‌তে পাচ্চ ত? বোধ হয় চোর দরজায় টোকা মেরে দেখচে গেরস্ত সজাগ আছে কিনা।

বিপুল-দেহা পরিচারিকা পাশ ফিরে শুয়ে বল্ল, হ্যাঁ চোর না ডাকাত, চুপ করে শোও।

আবার সেই শব্দ—খুট খুট খুট।

বীণা এবার নিঃসন্দেহ। সে উমাকে জড়িয়ে ধ'রে তার বিশাল বক্ষের থলথলে মাংসপিণ্ডে মুখ গুঁজে বলে উঠলো, এ নিশ্চয় চোর নয় ডাকাত! তুই বয়টাকে ডাক। ঘরে ডাকাত ঢুকেছে,. একটা লাঠি নিয়ে আসুক নয় একটা কাটারি।

মুখ ঝাঁমটা দিয়ে বিরক্তির সুরে উমা উত্তর দেয়, থাম বাছা! নিজেও ঘুমুবে না, আমাকেও ঘুমুতে দেবে না। চারিদিক বন্ধ। মশা-মাছিটি ঢোকবার যো নেই যেখানে, সেখানে এসে ঢুক্‌লো কিনা একেবারে ডাকাত! যত সব—

খুট খুট খুট!

এবার উমারও কেমন একটু খটকা লাগল। সে বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠতে যাবে, কিন্তু তাকে তখনও জড়িয়ে থাকে বীণা, ছাড়তে চায় না।

এই ছাখ, ছাড়—না ছাড়লে দেখব কি করে আর দরজা খুলে শঙ্করটাকে ডাকবই বা কি করে।

বীণা তাকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিল না, পিছন থেকে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে রইল।

—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম তো দেখচি। বলি ও শঙ্কর! শঙ্কর! মুখপোড়া ওঠ। একটা লাঠি নিয়ে শিগ্রী আয়। ঘরে ডাকাত ঢুকেছে।

উমা দরজা খুলে দিতে তালপাতার সেপাই শঙ্কর এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে প্রবেশ করলেন।

তারপর অনুসন্ধানান্তে জানা গেল ডাকাত নয়, দেরাজের মধ্যে দুটি ইঁদুর হুটোপাটি ক'রে কাগজপত্র কি কাটছিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বীণা তখন বলে ওঠে, ইঁদুর। ইঁদুরে অমন শব্দ করছিল! বাবারে আমার যা ভয় হয়েছিল!

উমা তখন এঁকে বেঁকে মুখবিকৃত ক'রে বলে, ধন্যি তোমার ভয় পাওয়া বাছা। আজকালকার মেয়েদের খুরে খুরে পেন্নাম হই। তোমরা কি চীজ বিধাতাই জানেন।

মিষ্টার সরকারের বাড়ীর দোতলায় একখানি অতি আধুনিক ফ্যাসানে সুসজ্জিত শয্যাগৃহ। ঘরখানি দেখলেই গৃহস্বামীর মার্জ্জিত রুচি ও শিল্প-প্রিয়তার প্রশংসা করতে হয়। বিস্ময়জনক না হলেও প্রত্যেকটি আসবাব পত্র কিছুটা নূতন ডিজাইনের আর কিছুটা যেন নিগূঢ় কৌশলে সংরক্ষিত।

ঝকঝকে খাটখানায় ভেলভেটের বিছানা। সে-বিছানায় দু-চোখ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে আমাদের বিনয়। মাথার শিয়রে বসে আছে মণিকা।

নিস্তব্ধ রাত্রি, নির্জ্জন কক্ষ।

আজ তিনদিন তিনরাত্রি বিনয় সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থাতে পড়ে আছে। ঘন ঘন ডাক্তার আসছে। এ বেলা ও বেলা নার্স পাল্টাচ্চে। তবু মণিকা রোগীর ঘর ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। সরকার সাহেব মানা করলে সে বলে, বাবা, আমাদের দোষেই ভদ্রলোক আজ মরতে বসেছেন, সব দিক দিয়ে উচিত আমাদেরই বেচারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা।

অরুণ বার বার তাকে বাধা দেয় বার বার তাকে সে উত্তর দেয়, জানি তোমার রাগ হচ্চে, কিন্তু ভুলে যাচ্চ কেন আমিও বাঙলাদেশের মেয়ে। বিয়ে আমাদের যেমন বিলাস নয়, আর্ত্তের সেবাও তেমনি বিশেষত্ব।

অগত্যা রোগীর কাছ থেকে কেউ আর তাকে নড়াতে পারে না।

হটাৎ সে রাতে রোগী যেন কতকটা জ্ঞান ফিরে পায়। চোখে দেখতে না পেলেও হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে সে মণিকার চুড়ি পরা একখানি হাত ধরে ফেলে। সে হাতখানাকে নিজের মুঠোর মধ্যে বেশ জোর করেই চেপে ধরে। মণিকার বুকখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তবু সে চুপ করেই বসে থাকে। ক্রমে রোগী মণিকার হাতখানা টেনে এনে নিজের বুকে রাখে আর চুমু খায়।

কি সর্ব্বনাশ!

কিন্তু বিনয় ভাবে বীণাই বসে আছে তার শয্যাপার্শে আর সে নাড়াচাড়া করছে তারই হাতখানা নিয়ে।

এতক্ষণে মনে পড়েছে তার, সে মোটর চাপা পড়েছিল। কিন্তু কে তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করল আর কেমন করে বীণা এল বোম্বেতে সে সব কথা মনের মধ্যে এখনও তার অস্পষ্ট। কতক চেতনা আর কতকটা অবচেতনায় সে এই কথাই ভেবেচে যে তাকে হাসপাতালে এনেছে সেই আনিয়েছে বীণাকে তার বুকেব কাছে। তাই সে বার বার চেষ্টা করে তাকে বুকের ওপর চেপে ধরতে। কিন্তু প্রতিবারেই মণিকা সুকৌশলে তা ব্যর্থ করে দিয়ে মাত্র হাতখানা ছাড়া নিজের দেহ যথাসম্ভব সরিয়ে সরিয়ে রাখে।

শেষে একদিন স্থির হ'য়ে অতি ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করে বিনয়, আমি কি হাসপাতালে?

মণিকার দমবন্ধ হ'য়ে আসে। কোনরকমে সে শুধু 'হুঁ' ব'লে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

কিন্তু বিনয় ভাবছে যে তার বীণাকে ফিরে পেয়েছে, যে বীণাকে সে ত্যাগ করেই চলে এসেছিল। আর কি সহজে সে তাকে নিষ্কৃতি দেয়। সে এবার দুহাতে মণিকার হাতখানা আরো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি খবর পেলে কি করে?

মণিকার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ তুষারের মত হিম হ'য়ে উঠে জমাট বেঁধে যায়। মূর্চ্ছিতের অবস্থা। তবু এবারেও সে অতি কষ্টে বলে, চুপ।

বিনয় ভাবে ডাক্তারে কথা বলতে মানা করেছে তাই বীণা তাকে চুপ করতে বলচে। অতএব সে কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকে। তারপর আবার সে বলতে শুরু করে—কথা না বলে আর যে থাকতে পারচি না বীণা। অভিমান বশে কী ভীষণ ভুল করেই তোমায় একা ফেলে এসেছিলুম। আমায় ক্ষমা কর বীণা।

বিনয় এবার প্রাণপণ শক্তিতে মণিকাকে নিজ আলিঙ্গনে বদ্ধ করতে চায়, এমন সময় অভাবিতভাবে অরুণ এসে সে ঘরে উপস্থিত।

মণিকা তখন খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিনয় একদম চুপ। সে ভাবছে, ডাক্তার এসেছে। কথা কইলে ভৎর্সনা করবে। ইঙ্গিতে মণিকাই অরুণকে রোগীর কাছ থেকে একটু অন্তরালে সরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখনও বাড়ী যাওনি, রাত দুটো বাজে।

ঘরখানাতে তখন গাঢ় নীল আলোটা জ্বলছিল বলে, অরুণ বিশেষ কিছু দেখতে পায়নি। তাই সে নিজের বক্তব্যই সরলভাবে প্রকাশ করে বলে, ঐ একটা রাস্তার লোকের কাছে তোমাকে সারারাত একা ফেলে আমি বাড়ী যাই কি করে বল? নার্সকে অন্যঘরে ঘুমুতে দিয়ে, নিজে

বসে গেছ একটা অবাঞ্ছিতের সেবা করতে। বল্লাম হাসপাতালে পাঠিয়ে দি, সেখানে বাঁচত মরত আমাদের কিসের দায়িত্ব। Accident is accident. তা নয়, তুমি সাধ করে লোকটাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে। তারপর লোকটা যদি মারা যায়? খামকা মিষ্টার সরকারকে বিব্রত হ'তে হবে। Street Beggarদের সহজে মৃত্যু হয় না, ধর লোকটা বেঁচেই গেল। তারপর?

মণিকা অরুণকে খুব পছন্দ না করলেও, ভালবাসতো। তাই তার বুঝতে বাকি রইল না যে অরুণ এই অবাঞ্ছিত যুবক রোগীর ওপর হিংসা করচে। মণিকা মধুর চোখে একবার অরুণের দিকে চাইল, তারপর সপ্রেমে অরুণের একখানা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে মৃদু মৃদু হাসি হেসে বল্ল, ভয় নেই। আমি আয়েষা নই। আর ঐ শয্যাশায়ী ভদ্রলোক বন্দী জগৎসিংহ নয়। লক্ষ্মিটি! বাড়ী যাও। রুগী একলা প'ড়ে আছে—চল্লুম।

দুঃসাহস মণিকার! সে আবার বিনয়ের কাছে গিয়েই বস্‌ল।

কলকাতায় বসবার ঘরে, বীণা আর মিষ্টার সেন। মিষ্টার সেন হো হো করে যত হাঁসছে, তত লুটোপুটি খাচ্চে। বীণা তবুও নিশ্চল আর গম্ভীর। হাসি কতকটা থামতে, সেন বলে—এ্যাঁ, আপনি ইঁদুরের খুটখাট শব্দ শুনে ভাবলেন ডাকাত! তারপর নিজের ছায়া দেখে কোনদিন বলবেন ভূত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

বীণা রুখে উঠে গম্ভীর ভাবেই বলে, আপনি হাসচেন মিষ্টার সেন! কি বুঝবেন আপনি অসহায় মেয়েদের কত ভয় ভাবনা?

তবে আর আপনাদের স্বাধীনতার মানেটা কি?

স্বাধীনতার মানে এ নয় যে মেয়েরা চোর ডাকাত বদমাইসের ভয় পাবে না।

আহা, চোর ডাকাত বদমাইসকে পুরুষেও ভয় পায়। শাস্ত্রেই বলেছে দুর্জ্জনকে দূরপরিহার। কিন্তু—

—কিন্তু দুর্জ্জনকে চেনাই ত মুশকিল।

—কেন তার দুষ্কার্য্য দেখে চিনবেন।

—কিন্তু তার আগে ত নয়।

—না, দেখছি বিনয়ের জন্যে ভেবে ভেবে আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। তাই যা তা বকচেন। আপনি কি ছিলেন, আর এ কি আপনার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বলুন ত? যাক, এখন বলি শুনুন—

—বলুন।

চলুন মেট্রোতে বেদীং বিউটি ছবিখানা দেখে আসি।

বীণা সেনের আবদার সহ্য করতে না পেরে, দুর্ব্বার উত্তেজনায় ক্ষেপে উঠে বলে, আপনাদের মতলব কি বলুন ত?

এক রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে সেন বলে, কেন?

বীণার রক্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। তার কর্ণমূল রাঙা হ'য়ে ওঠে। সে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলতে থাকে, সেদিন মিষ্টার চৌধুরী আমাকে সিনেমাতে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, আজ আপনি চাইচেন এর মানে কি? বিনয় এখানে নেই বলে আপনারা অ্যাডভাণ্টেজ নিতে চান! দাঁড়ান আমি আজই স্কুলের চাকরীতে ইস্তফা দিচ্চি।

তারপর তুপা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে তার বয় চাকরটাকে বলে, শঙ্কর কুকুরটাকে নিয়ে আয় তো।

ভয়ে কেঁপে উঠে মিনতির সুরে সেন বলে, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমাকে আগে বেরিয়ে যেতে দিন তারপর কুকুর আনাবেন।

তারপর তিন লাফে লোকটা পালিয়ে বাঁচে।

বিনয়ের অবস্থা আগের চেয়ে কিছু ভাল। তবে এখনও চোখ বাঁধা অবস্থা, এখনও সে শুয়ে শুয়েই তার দিন কাটছে। শুশ্রূষাকারিণী মণিকাই যে তার স্ত্রী বীণা সে ভুল ধারণাটা তার এখনও ভাঙ্গে নি।

মণিকা তাকে পুষ্টিকর কি সব পথ্য দিতে গিয়ে চাপাগলায় বল্লে, খাও।

—না আর খাব না বীণা। এ অবস্থায় আর যে আমি থাকতে পারচি না। কবে এরা আমার চোখ খুলে দেবে। কবে আবার তোমায় দেখতে পাব। বীণা, বীণা চুপ করে আছ কেন, কথা কও।

মণিকা চাপা গলায় বল্লে, চুপ।

বিনয় সকাতরে প্রশ্ন করে, কেন বলতো এখনও তুমি আমাকে চুপ করতে বলচ, বল?

কী বলবে মণিকা! কিছু ঠিক করতে না পেরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে দিন বীণা এসে মিঃ চৌধুরীর হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি পড়ার পর, মিষ্টার চৌধুরী বীণাকে বল্লেন, আই আম সরি মিসেস রয় আমি আপনার রেজিগনেশন অ্যাক্‌সেপট্‌ করতে পারি না।

চিঠিখানা তিনি কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্লেন।

গম্ভীর মুখে বীণা বলে, আমি দেশে চলে যাব।

—তারপর, বিনয়বাবু ফিরে এলে?

—বল্‌বেন আমি দেশে চলে গেছি। আমি কালই যাচ্চি।

—চলে যাবার কারণ জান্তে পারি কি?

—কারণ আমাদের মত মেয়েদের অভিভাবক না থাকলে কলকাতায় থাকা উচিত নয়।

বীণার কথায় চৌধুরী সাহেবের মুখে রাগ ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। তিনি শ্লেষপূর্ণ তিক্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মিসেস রয়, কলকাতায় আপনার মত মেয়েদের স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাপ খুড়ো কি বড়ভাই পাওয়া যায় না? কলিকাতাবাসী স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সংসার করে না?

—বৃথা আপনি উত্তেজিত হ'চ্চেন। বীণা বললে।

—আমি বৃথা উত্তেজিত হ'চ্চি না। অকারণ আমার শত্রুকেও কড়া কথা বলি না, আপনি তো আমার—

ম্লান শুষ্কহাসি হেসে বাধা দিয়ে বীণা বলে, আমি আপনার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মাত্র।

তারপর সে ক্ষোভে রোষে অভিমানে ফুলতে থাকে আর বলে, আমার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেন মিষ্টার সেন যখন তখন আমার বাড়ীতে আসেন? আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চান। হোটেলে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন? তা ছাড়া আপনিও আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আনতে—কিন্তু কেন কেন—কেন চাইবেন আপনারা?

দুহাতে মুখ ঢেকে বীণা কেঁদে ফেললো।

মিষ্টার চৌধুরী হতভম্ব।

এম্নিকরে দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। পৃথিবী আরো এক মাস পুরোণো হোলো। মানুষের সেই হিসাবে যথেষ্ট আয়ুক্ষয় হোলো। অবশ্য এই এক মাসে কত না নূতনত্বের জন্ম হোলো, কিন্তু আজকের বর্ত্তমান কালকের অতীতেই বিলীন হোলো।

মণিকার লাইব্রেরীতে মণিকা আর তার পাণিপ্রার্থী দন্ত-চিকিৎসক ডক্টর দত্ত।

একটা আলমানেকের পাতা উল্টে অরুণ বলে, দেখতে দেখতে মাস কেটে গেল।

পাল্টা জবাব খুঁজে না পেয়ে মণিকা বল্ল, ভদ্রলোকের চোখ আজই খোলা হবে না? কিন্তু অরুণ, আজ আমার বড্ড ভয় করচে। কি যে কেলেঙ্কারী হবে কে জানে!

কেলেঙ্কারী! ইম্‌পসিবল্! কিন্তু রাস্তার ঐ লোকটার প্রতি তোমার এ অসীম করুণা দেখে মনে হয়, আয়েষা বুঝি সত্যই জগৎসিংহকে ভালবেসেছিল। কবির কল্পনা নয়।

তামাসা রাখ ব্যাপার কি হোলো শোন। দুধ খাওয়াতে গেছি, রুগী টপ ক'রে আমার হাতখানা তার মুঠোয় চেপে ধরে ডিলিরিয়ম বকতে লাগল, বীণা এসেছ। আমায় ক্ষমা কর। আমি অভিমান করে চলে এসেছি। এম্নি কত কি।

ইম্‌পসিবল্! বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে যে তুমি ইচ্ছে করেই এ দুঃসাহসের কাজ করেছ। জীবনে কোনদিন যাকে চোখে দেখনি, যার

সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই, এম্নি একজন অন্ধ লোককে তোমার এতটা লিবার্টি দেওয়া উচিত হয় নি। ইম্‌পসিবল্! এমন অদ্ভুত খেয়াল কোথা থেকে তোমাঁর মাথায় এসে ঢুকলো?

ছি অরুণ! তুমি রাগ করোনা। আমি তো স্বীকার করচি লোকটির সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি। আজও আমার নিজের পরিচয় তাকে দিই নি।

ইম্‌পসিবল্। এ ক্ষেত্রে তুমি আমার সঙ্গেও প্রতারণা করেছ। চোখ খোলার পর লোকটা তোমায় কি ভাববে বল দেখি?

এমন সময় বিজলী ঘন্টি বাজল।

ঐ বুঝি ডাক্তার এলেন, চল দেখা যাক কি বলেন।

অরুণ আর মণিকা রোগীর ঘরের দিকে গেল।

একটী নার্স রোগীকে প্রাতরাশ খাওয়াচ্ছিল।

মিষ্টার সরকার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে যখন সে ঘরে এ দিককার দরজা দিয়ে ঢুকলেন, অন্যদিককার দরজা দিয়ে অরুণ আর মণিকাও এসে উপস্থিত হঁলো।

ডাক্তার বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, আছেন কেমন?

বিনয় উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, খুব ভাল। এখন দয়া করে আমার চোখের ঠুলিদুটো খুলে দিন স্যর। বীণাকে আজ কতদিন দেখিনি।

অরুণ হঠাৎ বলে উঠলো, বীণা নয় ওঁর নাম মণিকা।

বিনয় বিশ্বাস করতে পারলো না, বেশ জোর গলায় বললে কে মশাই আপনি আমার স্ত্রীর নাম পাল্টাতে চান!

ডাক্তার তাকে শান্ত করবার জন্যে বললেন, আচ্ছা, আপনি এখন একটু স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকুন ত দেখি।

অতি সন্তর্পণে ডাক্তার বিনয়ের চোখের ঠুলি খুলে ফেল্লে, তূলো দিয়ে চোখের পাতা ধুয়ে মুছে কি দু একফোঁটা ওষুধ দেবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, দেখতে পারচেন ?

বিনয় বললে, তা পারচি বই কি তবে—

—কেমন ফীল করচেন ?

—মন্দ নয়।

ডাক্তার বললেন যাক মিষ্টার সরকার, রোগীর জন্য আর কোন চিন্তা নাই।

সরকার সাহেব ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানালেন।

ডাক্তার আর সরকার সাহেব ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বিনয় ঘরের চারিদিকে নিচে থেকে উপর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে দেখে বুঝল এটা হাসপাতাল নয়। আর মণিকা বীণা নয়। শুধু তাই নয়, অল্পক্ষণেই সে আসল ব্যাপারটা সবখানি না বুঝলেও এটা সুস্পষ্টভাবেই বুজে নিল, যে এতদিন মনে মনে সে যা ধারণা করে নিয়েছিল তার আগাগোড়া এলোমেলো। অতএব এখনও তার ঝাপসা কাটে নি। স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হবার পূর্ব্বেই অরুণ দত্ত যেন একটু পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করে, কি মশাই, মাথাটা এখনও ঘুলিয়ে আছে নাকি ?

বিনয় যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এক চোট হো হো ক'রে হেসে উঠল, পরে সহজভাবে বল্ল, তাইত বটে, বিকারের ঝোঁকে কি ভুলটাই করেছি তাহ'লে। এটা হাসপাতাল নয় আর আপনি মিস মণিকা, মিস ঠিক তো ?

মণিকা হাসতে হাসতে বললে, তা ঠিক। আর আপনার স্ত্রীর নাম বীণা দেবী এও ঠিক কিনা ?

অরুণ বলে উঠলো, ইম্‌পসিবল্‌।

বিনয় একটু চুপ করে থেকে ব'ললে, স্ত্রী! নিজের ভাত জোটাতে পারিনে আমার আবার স্ত্রী!

মণিকা প্রশ্ন করলে তবে বীণা কে?

বিকারে ভুল বকেছিলুম বোধ হয়। বীণা আবার কে!

অরুণ বললে আপনার ফিঁয়াসি, ডার্লিং আবার কে?

বিনয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সবটাই চেপে যাবে মনে মনে স্থির করল আর বোকার মত কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে নিজেকে আপাততঃ একটা কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করলো।

মাতুল নৃপতিবাবু ড্রয়িংরুমে বসে বসে সাতপাঁচ কি ভাবচেন, এমন সময় সেখানে মিষ্টার সরকার এসে উপস্থিত হলেন।

আংকেল কি ঘুমুচ্চ?

—উঁহুঁ একটু ভাবচি।

—তা চোখদুটো একটু খুলে ভাবলে ক্ষতি কি?

—না চোখখুলে ভাবা আর দাঁড়িয়ে ঘুমুনো একই কথা। কোনটাতে জুৎ নেই।

—কি ভাবচ বল দেখি, তোমার ত ওসব বালাই ছিল না বলেই জানতাম।

ভাবচি তোমারই কথা। সে দিন বলছিলে না গরীবের একটি সুশ্রী শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে মণিকার বিয়ে দিতে চাও? অতএব এই গাড়ি চাপাপড়া ছেলেটিকে জামাতা করলে মন্দ হয় কি?

—কি আশ্চর্য্য, আমারও ত তাই মনে হচ্ছে !

এবং বোধ হয় তোমার মেয়েরও তাই ইচ্ছে।

এমন সময় হন্তদন্তভাবে সে ঘরে অরুণ দত্ত এল্পে ! তার নাকের গর্ত্ত ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বললে, ইম্‌পসিবল্‌।

কেন ?

কেন ? দু দু'টো করে চোখ থাকতেও আপনারা অন্ধ।

সেকি বাবাজী ! গাদা গাদা টাকা খরচ করে একবার নয়, দু' দুবার চোখ অপারেশন করিয়েছি। এখন অতি সূক্ষ্ম জিনিসটিও দেখতে পাই যে।

সরকার সাহেব একটু যেন ব্যস্ত হ'য়েই প্রশ্ন করেন, আহাহা, কিন্তু ব্যাপারটা আবার ঘটল কি অরুণ ?

ব্যাপার ! আপনাদের ঐ সখের রুগীটা। একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, মূর্খ গরীব—ইম্‌পসিবল্‌।

মামা বললেন, মূর্খ গরীব হয়তো হ'তে পারে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক বলে ভূত হবে তার মানে ? বাবাজী আমি ত সারাজীবনটাই পাড়াগাঁয়ে কাটালুম—

মাতুলের কথা শেষ না হ'তেই বিনয় দরজায় এসে দাঁড়াল। মুখখানা বোকামিতে ভরা।

অরুণ তা দেখে ইম্‌পসিবল্‌ বলে সোফাটায় একটা ঘুষি মারল। বিনয় এগিয়ে এসে নমস্কার করল।

সরকার সাহেব বললেন, নমস্কার, কেমন বোধ করচেন, ভাল তো ?

—আজ্ঞে খুব ভাল।

তারপর, এখন কি করবেন মনে করচেন?

আজ্ঞে এবার পথ দেখব ভাবচি। অনেকদিন আপনাদের ঘাড়ে চেপে আছি, আপনারা নামিয়ে দেবার আগেই নিজে নেমে পড়া ভাল।

মাতুল উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, কে বলে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, বিদ্যে কতদূর?

—আজ্ঞে বেশীদূর নয়, খুব কাছাকাছি। এই রয়েল রীডার নম্বর টু পর্য্যন্ত।

অরুণ দত্ত অবজ্ঞার হাসিতে ফেটে পড়ে বলে, ইম্‌পসিবল্‌!

সরকার সাহেব সহজ সুরে প্রশ্ন করেন, চাকরী করতে চাও?

বিনয় জবাব দিল, চাই বই কি স্যর। নইলে এই বোম্বায়ের বড় রাস্তায় লম্বা হ'য়ে মহাপ্রস্থান করতে হবে।

সরকার বললেন, লেখাপড়া তো কিছু করনি, কি কাজ করতে পারবে।

বিনয় একমুহূর্ত্ত চিন্তা না করেই জবাব দিল, আজ্ঞে জল তুলতে পারব। ঘর ঝাঁট দিতে পারব। কাপড় কাচা বাটনা বাটা—

মাতুল বাধা দিয়ে বললেন, থাক বাবা, আর লিষ্টি বাড়িও না, মোটামুটি এক লেখাপড়া ছাড়া সব কিছুই পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা পারব বৈকি—বিনয় জবাব দিল।

অরুণ বলে উঠলো, মূর্খের বম্বেতে আসা, ইম্‌পসিবল্‌।

বিনয় বললে, থামুন স্যর। আপনারা সব বিদ্যের জাহাজ এসেছেন, তার পিছনে না হয় জালিবোট হ'য়েই আমি এসেছি। কিন্তু কারো পাকাধানে মই দিতে আসিনি তো?

সরকার সাহেব ব্যাপার আর বাড়তে না দিয়ে বল্লেন, থাক বাজে কথা। যখন এসে পড়েছ, কোথায় আর যাবে? আমার এখানেই কাজ কর। থাকবে খাবে আর ত্রিশ টাকা মাইনে পাবে।

অরুণ তা'তেও বল্লে, ইম্পসিবল্!

কলিকাতা।

বিনয়ের লেখাপড়ার ঘরে কি একখানা কেতাব নাড়াচাড়া করতে করতে সেন বীণাকে হাসতে হাসতে বল্লে, হ্যাঁ চৌধুরী বিনয়বাবুকে খুঁজে বার করবে, তবেই হয়েছে!

বীণা বিরক্তির সুরে বলে, কী বলচেন আপনি যা তা! চৌধুরী সাহেব—

কেতাবখানা মুড়ে তড়বড় করে এগিয়ে এসে সেন নিম্নকণ্ঠে পদপূরণ করে, একটি মূর্ত্তিমান বিড়াল তপস্বী।

বীণা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। রাগে সে ফুলছিল। সেন তা বুঝতে পেরে হিতৈষণা দেখিয়ে ফিস ফিসিয়ে বলতে থাকে, বিনয়বাবুর ফিরে না আসায় তাঁর স্বার্থ আছে। তাই তিনি ইচ্ছে করেই তাঁকে খুঁজে বা'র করচেন না। কারণ আপনাকে হাতছাড়া করতে যেমন তিনি চান না, তেমনি হাতের মধ্যে পেতেও চান। দেখুন, এবার চৌধুরী এলে, আপনি তাকে কুকুর লেলিয়ে দেবেন।

ঘড়িতে টং টং ক'রে এগারটা বাজল।

বীণা চমকে উঠে বললে, এ্যাঁ এগারটা। এইবার মিষ্টার সেন আপনি বাড়ী যান, নয় আপনাকেই কুকুর লেলিয়ে দেব।

সেন শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, না না অমন ভুল করে বসবেন না, আপনার ভালর জন্যে যা বলতে এসেছি বলতে দিন, তারপর আমি আপনি চলে যাব, কুকুর লেলাতে হবে না।

সেন যখন বীণার ওখানে, দুর্গা তখন বাড়ীতে তাদের ঝিয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে ব্যস্ত।

ঝি বলে, তবে যাও সোওয়ামী যেখানে গেছে সেখানে যাও।

দুর্গা বলে, আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এই রাতের বেলা একলা রিক্স করে কেমন করে যাই!

মুখ ঝামটা দিয়ে বিশ্রী রকমের মুখ বিকৃতি করে ঝি বলে, যমের অরুচি! তা বাপু কলকাতায় যদি কারো সোয়ামী বারমুখো হয়, তার বৌও কি বারমুখী হবে?

দুর্গা গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা সে কি কথা গো!

তা নয় তো কি। সোয়ামী বিহনে যদি একদণ্ড থাকতে না পার তা হ'লে সোয়ামীকে ধরে রাখবার যুগ্যোতা নেই কেন?

দুর্গা চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে আবার বললে, ওমা সে কি কথা গো!

ঝি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, থাম বাছা, হয় যাও, নয় বাইরে রিক্স দাঁড়িয়ে আছে, বয়টা হেঁটে হেঁটে সঙ্গে যাবে'খন—যাও সোয়ামীর কাছে। আর নয় গুড় গুড় করে শুয়ে পড়গে। আমরাও মানুষ। সারাদিন খাটব আর সারারাত জেগে থাকব তাই চাও নাকি?

দুর্গা একটু চুপ করে থেকে বললে, তুই শুগে যা। আমি যাব। তাঁকে ছাড়া আমি একলা খাটে শুতে পারব না।

ঝি বললে, তবে যাও।

দুর্গা দুর্গানাম জপতে জপতে রিক্সয় চোড়ে বীণাদের বাড়ী চল্লো।

বীণা তখন বাঘিনীর মত গর্জ্জাচ্চে—তবে কি বলতে চান আপনি, আজ বিনয়ের অ্যাবসেন্সে পৃথিবীর চাকা ঘুরে গেছে। মিষ্টার চৌধুরীও মন্দ লোক!

সেন একটু বিব্রতভাবে বললে, কি আপদ! আপনি এখনও চৌধুরীকে বিশ্বাস করতে চান? শুধু মন্দ, চৌধুরীর মত ভণ্ড দুনিয়ায় আর দুটো নেই।

বীণা এবার যেন ফেটে পড়ল: আর আপনি! আপনি আমায় একলা পেয়ে যখন তখন—

বীণা কেঁদে ফেল্ল। হাতে মুখ গুঁজে সে যত কাঁদে তত ফোঁপাতে থাকে। সেন ভাবল, এইবার বুঝি পাথর গলতে শুরু করল। সে সাহসে ভর করে বীণার পিছনে এসে অতি সন্তর্পণে তার পিঠে হাত ছোঁয়াল।

বীণার গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌তে সুরু করলো, কি, আপনি আমার গায়ে হাত দিলেন যে!

সেন নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল, দিলামই বা। আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

বীণা অসহ্য ক্রোধে ফুলতে ফুলতে বলে উঠলো, আপনি বনমানুষ। আপনি অসভ্য ইতর!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দুর্গা।

ওমা, সে কি কথা গো!

দুর্গা এগিয়ে আসতে, বীণা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। সেন গোসাকরে বলে উঠল, সে কি কথা গো! তুমি! তুমি যে বড় এখানে এলে!

দুর্গা দেখল বীণা কাঁদচে। স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে দুর্গা বীণার কাছে গিয়ে বললে, তুমি কাঁদছ কেন ভাই?

বীণা অসহায়ের মত, ছোট মেয়ের মত বলে উঠলো, আমার স্বামীকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

সেন বললে, আরে সেই চেষ্টাই ত করচি। কিন্তু মাঝখান থেকে দুর্গা এসে এম্নি বাধা দেবে?

দুর্গা বললে, কি করব বল, তুমি নেই, আমার বড্ড ভূতের ভয় করতে লাগল।

ভূত! সে কি!—বীণা বলে উঠলো।

দুর্গা বললে, সেই যে পেত্নীর পুরুষ মানুষ।

সেন পাগলের মত হো হো করে উচ্চহাস্যে ঘর মাত করে দিল। বীণা কতকটা প্রকৃতস্থ হ'য়ে রুখে উঠেই বল্ল, চুপ করুন মিষ্টার সেন! তারপর দুর্গাকে বুকে টেনে নিয়ে কাণে কাণে বল্ল, সত্যি দুর্গা আমারও আজ বড্ড গা ছম ছম করচে। ভূত নিশ্চয় আমাকেও ধরতে চায়। দুর্গা লক্ষ্মীটি, তুমি আজ এখানে থাক। থাকবে ভাই?

সেন দেখল উপস্থিত আর কোন আশা নেই। অগত্যা সে বল্ল, বেশতো, বেশতো, থাক না দুর্গা। তাহ'লে আমি চলি। গুড নাইট। সেন বাড়ী ফিরে গেল। সে রাত্রে দুর্গা বীণার কাছে রইল।

বম্বে।

বিনয় ওয়েটারের পোশাকে একটা টুলের ওপর ভেষ্টিব্যুলে বসে আছে। মণিকা বাইরে থেকে বাড়ী ফিরছিল। বিনয় মণিকাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে কেতা-দোরস্ত এক সেলাম দেয়। মণিকা একটু মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা করে, তারপর এখানে কেমন আছ?

বিনয় জবাব দিল, বড়ই আরামে। আর যখন আপনি রয়েছেন।

—আমি রয়েছি!

—হ্যাঁ রয়েছেন বই কি, এইত রয়েছেন।

বিনয় হাত বাড়িয়ে মণিকাকে স্পর্শ করে আর কি, মণিকা একটু পিছু হটে গেল। বিনয় হাত কচলাতে কচলাতে বিনয় সহকারে বলতে থাকে, দেখুন সুদূর এই বোম্বাই শহরে বাঙালীর ঘরে থাকতে পেয়ে বাঙালীর মেয়েকে চব্বিশঘণ্টা দেখতে পেয়ে আরামে থাকব না?

দুর্জ্জয় ক্রোধে রাঙা হ'য়ে মণিকা বলে, নন্‌সেন্স্!

—ইয়েস মিস, এ কুইয়র আমেলগম্—অ্যাবসোল্যুটলি হজপজ আর কি।

—তুমি বলছিলে না যে ইংরিজীতে তোমার বিদ্যে রয়েল রীডার নম্বর টু পর্য্যন্ত?

—হ্যাঁ নম্বর টু পর্য্যন্ত। কিন্তু উপস্থিত—

—কী?

—জঠরে কঠোর ক্ষুধা! অসহ্য তাড়না। ড্রইংরুমে সব দোরস্ত আছে। দু মিনিট কিছু খেয়ে আসি। যাব আর আসব। আই গো আই কম।

বিনয় একটু একটু করে পিছু হটে অদৃশ্য হলো। মণিকা ভাবে লোকটার নিশ্চয় মাথা খারাপ।

ড্রইংরুমে ঢুকে মণিকার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ফুলদানীটা প্যাপোশের ওপর, কৌচের ওপর একপাটি জুতো, পিয়ানোটার ওপর একগাদা বই, আর বইয়ের র‍্যাকে সিগারেটের ছাই ফেলা, মানে গোছগাছের বদলে সব কিছু অগোছাল হ'য়ে রয়েছে। পাশের ঘর থেকে মিষ্টার সরকারকে মণিকা ডেকে আনল।

—হোয়াটস্ দি ম্যাটার? মিঃ সরকার বললেন।

—দেখনা বাবা এভ্রিথিং টপ্সি টর্ভি করে রেখেছে। এলোমেলো যা তা সব বিশ্রী সব গোলমাল!

—কে রেখেছে?

—কে আবার তোমার ঐ ইডিয়ট নোতুন ওয়েটারটা।

—সেণ্ড্ ফর হাট ফুল, ওয়েটার!

এমন সময় বিনয় এসে সেলাম ঠুকল।

এসব কী হ'য়েছে? কে এই সব যাচ্ছেতাই করে রেখেছে? মিঃ সরকার ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে আমি।

—ইউ আর অ্যান অ্যাস! দেখ মণি, লোকটা ওয়ার্থলেস! এর

দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ পাওয়া যাবে না। দাঁড়াও এর কাজ আমি হাল্‌কা করে দিচ্চি। এই শোন—

—আজ্ঞে আমায় বলচেন ?

হ্যাঁ, দেখ তোমাকে কাল থেকে আর কোন কাজ করতে হবে না। লাইব্রেরীর সামনে বসে থাকবে। ভিজিটারস্‌রা এলে, শুধু বল্‌বে কার্ড প্লীজ। বুঝলে ?

বুঝলুম বই কি হুর। কার্ড প্লীজ !

বিনয় আর একদফা সেলাম ঠুকে একেবারে রাইট অ্যাবাউট টর্ণ হ'য়ে বিদায় নিল।

সিঁড়ি থেকে নেমে বিনয় দেখে একটা প্রকাণ্ড ট্রেতে দেশী বিলিতী মেশান ফার্স্টক্লাস একটা ব্রেকফাস্ট একটা টিপয়ের উপর রাখা আছে। ক্ষণবিলম্ব না করে বিনয় তা থেকে টপাটপ খেতে শুরু করে দেয়। পিছন থেকে আয়া চায়ের কেট্‌লি হাতে এসে কাণ্ড দেখে অবাক।

ও মা এ কি ! দিদিমণির খাবার তুমি যে দিব্যি টপ্পায় নমো করচো !

বিনয় কথার জবাব না দিয়ে অমায়িকভাবে হাসতে লাগলো।

আয়া বললে, আ মর !

—দেখ প্রেমিক লোক দিনে অমন হুশোবার মরতে পারে।

এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন মিষ্টার সরকার আর মণিকা।

—বাই জোভ ! ব্যাপারখানা কি ?

—দিদিমণির খাবার এই টুলটায় রেখে চায়ের কেট্‌লিটা আনতে গেছি। এসে দেখিনা লোকটা প্লেট থেকে ডিম রসগোল্লা আর কলাগুলো টপটপ তুলছে আর গপগপ গিলচে ! কি বুকের পাটা গো !

বিনয় বললে, ইয়েস্ আই অ্যাম এ ডেয়ার ডেভিল ফেলো!

সরকার সাহেব গর্জ্জে ওঠেন, হোয়াট ডু ইউ সে?

বিনয় বলে, আজ্ঞে, কি বল্লুম বলচেন? কিন্তু যা বল্লুম তার তো মানে জানি না। মুখস্থ—

শট্ আপ্!—সরকার সাহেব আবার গর্জ্জে ওঠেন।

মণিকা বলে, তুমি একটি আস্ত ভেড়া।

অম্লানবদনে বিনয় উত্তর দেয়, কই শিং বেরুইনিতো?

—চোপ্ চোপ্! দেখ আয়া, এগুলো রাক্ষসটাকেই খেতে দাও। ও ঘরে আমাদের জন্য খাবার আন। এস মণি। হি ইজ এ ম্যাড ক্যাপ।

সরকার সাহেব মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

ঝি বললে, নাও এগুলো গেলো।

বিনয় বললে, বেশ, বেশ, এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

আয়া চলে গেল। বিনয় একটা কলার খোসা আয়াকে লক্ষ্য করে মারলো। কিন্তু সে খোসাটা জানালা গলে ওঘরে যেখানে মিষ্টার সরকার বসে আছেন একখানা চেয়ারে, লাগ তো লাগ একেবারে সাহেবের গালে গিয়ে লাগল। তিনি লাফিয়ে উঠে চীৎকার করেন, হোয়াট নন্‌সেন্স!

এই সময় আয়া নোতুন করে খাবার নিয়ে এল।

মণিকা বললে, আয়া! এ কলার খোলা কে ছুঁড়ে মারল!

কে মার্‌ল! ওয়েটার! ওয়েটার!

রেগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মণিকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিনয়ের সামনে এল।

এটা কি তোমার কলকাতার আড্ডাবাড়ী পেয়েছ! ফের যদি—

বিনয় কুর্ণীশ ক'রে বলে, আজ্ঞে আর কখন হবে না। নেভার!

ফুল!

রাগে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে মণিকা ঘরে ফিরে এল।

এদিকে কলকাতায় বীণার চা খেতে খেতে বিষম লেগেছে। সে যত কাশে, দুর্গা তত তার মাথায় থাবড়ি মারে আর ফুঁ দেয়।

আঃ মাথায় অমন করে থাবড়া মারচ কেন ভাই?

ওমা সেকি কথা গো! বিষম লাগলে যে থাবড়া মারতে হয়।

আর একবার দুর্গা বীণার মাথায় থাপ্পড় মারে।

আবার!

আচ্ছা আর না হয় নাই মারব। কিন্তু বিষম লাগলে কি হয় জানতো?

কি হয়?

কেউ দূর থেকে নাম করলে বিষম লাগে। বিনয়বাবু নিশ্চয় তোমার নাম করচেন।

—তা দূর থেকে নাম করবার কি দরকার। কাছে এসে ডাকলেই ত পারেন। আমি ত আর থিয়েটার করচি না এ জীবনে। বাব্বা! এই সখের থিয়েটার করার এই নিদারুণ শাস্তি! নিজেকে বঞ্চিত না করে আর উপায় কি!

এমন সময় বাপরে বাপ ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটতে ছুটতে সেন এসে ঘরে উপস্থিত। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে সে বললে, না মিসেস

হয়, হয় আমাকে আপনার বাড়ী আসা বন্ধ করতে হয় নয় আপনার কুকুরটাকে গুলি করতে হয়।

বীণা বললে, তারপর বিনয় ফিরে এলে আপনার কি ব্যবস্থা করবে সেটাও ভেবে রাখবেন।

দুর্গা কিছু বুঝতে না পেরে গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা সেকি কথা গো!

বীণা একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, তারপর মিষ্টার সেন। ভোর না হ'তেই আবার এলেন যে বড়।

সেন গম্ভীরমুখে বলতে লাগলো, এলুম, শেষবারের মত আপনাকে সাবধান করতে। হয় আপনি চৌধুরীকে ত্যাগ করুন, নয় বিনয়বাবুকে ফিরে পাবার আশা ছাড়ুন। অনাবশ্যককে আবশ্যক মনে করে মনকে আর পীড়ন করবেন না। দেখচেন যতসব বাজে আশা দিয়ে লোকটা আপনাকে প্রলুব্ধ করতে চায়। বৃদ্ধের মাংস লোলুপতা যে ভয়ঙ্কর—

এঁ্যা!

সেন স্বপ্নোত্থিতের মত দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টার চৌধুরী।

চৌধুরী বেশ ধীরভাবে, স্থিরকণ্ঠে বলতে লাগলেন, চমৎকার। সেন, তুমি প্রাচীন গ্রীসের স্বনামধন্য নাট্যকার ঈসকাইলসের চেয়েও বড়। যাক, তোমার সঙ্গে এখুনি একটা বড়রকমের বোঝাপড়া করতাম কিন্তু তোমার স্ত্রীর সামনে, আমার মা লক্ষ্মীর মনে ব্যথা দেব না। অতএব সে সব কথা এখন থাক। এখন তুমি মাকে নিয়ে বাড়ী যাও। বাইরে আমার গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতেই যাও। এস মা। হ্যাঁ, তারপর সেন, সুবিধা হয় তো সন্ধ্যার পর আমার ওখানে একবার যেও।

সবাই আপাতত নির্ব্বাক। এবং সকলেই মিষ্টার চৌধুরীর কথামত

গৃহ হ'তে বিদায় নিল। শুধু সেখানে রইলেন, চৌধুরী সাহেব আর আমাদের বীণা।

চৌধুরী বললেন, সিট্ ডাউন্ মিসেস রয়! উইল ইউ?

বীণা একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। চৌধুরী সাহেব অল্পক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলেন। তারপর বীণার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বল্লেন, তোমাকে এখনি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।

বীণা একান্ত বিস্মিত হয়ে বললে, কোথায়?

আমার বাড়ীতে।

কেন?

বিনয়বাবু যতদিন না ফিরে আসেন, ততদিন আপনি আমার বাড়ীতেই থাকবেন। কেন থাকবেন তা বুঝতে পারচেন নিশ্চয়।

বুঝি না বুঝি, তবে বুঝতে হবে কি এখন থেকে আমাকে আপনার হুকুমে থাকতে হবে ঘরে বাইরে? বিনয়ের ওপরে যেতে চান?

নিশ্চয়, আমি যে বিনয়ের বাবার সামিল।

মানে!

মানে, আজ থেকে বিনয়ের না হই, তোমার পিতার সমান আমি। তুমি আমার মেয়ে। স্কুল আমি আজ থেকে উঠিয়ে দিলাম। আজ থেকে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ স্কুলের সেক্রেটারী—প্রেসিডেণ্ট—ডিস্মিসড।

বীণা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, বিব্রতভাবে বলে উঠলো না না আমার ওপর রাগ করে স্কুলটা তুলে দেবেন না। আমি মন্দ হতে পারি, স্কুল কি দোষ করল?

চৌধুরী বললেন, বাজে কথা ছাড়। তুমি তোমার বাপের বাড়ী যেতে প্রস্তুত কিনা বল?

বীণা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কিন্তু বিনয় যখন ফিরে আসবে!

ফিরে এসে সে তার শ্বশুরবাড়ী যাবে। তাহলে—

—কি বলুন—.

আমাকে আজ থেকে বাবা বলে ডাকবে।

বীণা একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে, বিহ্বলকণ্ঠে ডাকলো, বাবা!

মিঃ চৌধুরী আবার বললেন, আর স্বামীভক্তি দুর্গার কাছ থেকে শিখবে।

আমার স্বামীভক্তি নেই? বীণা বললে।

চৌধুরী বললেন না, তোমার স্বামীপ্রীতি আছে।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি অত বুঝিনা, আমি শুধু জানি, যে আমি বিনয়ের ওপর ভীষণ অবিচার করেছি, তাই আজ অনুতাপ হচ্ছে কেন এ স্কুল মিস্ট্রেসগিরি বৃত্তিরূপে নিয়েছিলুম।

চৌধুরী বললেন, সে তো খুব ভাল করেছিলে মা। এই দুর্দ্দিনের বাজারে স্বামীস্ত্রী মিলে দুজনে যদি সদুপায়ে দুপয়সা বেশী রোজগার করো, তাতে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে বই কমে না। তারপর দেখ আমি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'লেও একথা বলি না যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে কোন বিশেষ কাজ করতে মানা করেন, স্ত্রীর তা অগ্রাহ্য কর্লে অপরাধ হয় না কি?

বীণা চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে, বেশ তাই করবো। আমি আর স্কুল মিস্ট্রেসগিরি করব না।

চৌধুরী বললেন, আহাহা! তুমি কথাটা এখনও বোঝনি। স্কুল-মিস্ট্রেসগিরি করতে বিনয় কখনই মানা করেনি। সে মানা করেছিল তোমাকে থিয়েটার করতে। তারপর থিয়েটারের ষ্টেজে যে নাচ্‌বে অভিনয় করবে নিজের স্ত্রী বা কন্যা, এটা হয়তো সবাই পছন্দ করেন না।

বীণা বললে, তাইতো মনে ঠিক করেছি, যে আমি জীবনে আর অভিনয়ও করবো না, চাকরীও করবো না।

মিঃ চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু সংসার তো করতে হবে মা। বাঙালী গৃহস্থের সংসার বা ধ বোনের সংসার ধর্ম্মের সংসার। সেখানে অধর্ম্ম বা অন্যায় ঘটলে ধ্বংস অনিবার্য্য। আমাদের ধর্ম্মও মানতে হবে, কর্ম্মও করতে হবে। দু'পয়সা আন, দু'পয়সা দাও, কে তোমায় একটা কথা বলে দেখি।

বীণা বলে, কিন্তু আমরা আধুনিক। অতীতের অচল মতবাদকে অস্বীকার করেই এগিয়ে যেতে চাই।

চৌধুরী বলেন, আহা অত সমারোহ করে নাই বা এগুলে। চারদিক চেয়ে এগুতে কে মানা করেচে। সংসারে যাদের সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে হবে, তাদের ঝড়েরমত এগুলে চলবে না। এখন এস, বাড়ী চল। আজ থেকে বিনয় আমার জামাই। নিরুদ্দিষ্ট জামাতাকে আমি ঘরে ফিরিয়ে আনবোই আনবো। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

চৌধুরী সাহেবের নতুন জামাই বিনয় রায় বম্বে প্রবাসী সরকার সাহেবের ড্রইংরুমে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। বাজাচ্ছিল আনা প্যাবলোভার কি একখানা বিখ্যাত নাচের সুর। এমন সময় অরুণ আর মণিকা নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। বিনয় তা জানতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পিয়ানো থেকে উঠে ওদের একটা সেলাম দেয়।

অরুণের ভীষণ রাগ হয়। মেঝেতে জুতো ঠুকে সে বলে, ইম্‌পসিবল! তুমি একজন সামান্য ওয়েটার হ'য়ে পিয়ানো বাজাচ্ছো?

বিনয় মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দেয়, আজ্ঞে শুয় কুঁজোরও চিত হ'য়ে শোবার ইচ্ছে করে। তাছাড়া—

—ইমপসিবল্! তাছাড়া কি?

—বাজাব বলে বাজাইনি। পিয়ানোটা ঝাড়পোঁচ করচি, আঙ্গুলগুলো কেমন যেন শুড়শুড়িয়ে উঠল, তাই বারকতক এগুলোর ওপর চালিয়ে দিলুম।

—ইম্পসিবল্! গেট অ্যাওয়ে! গো!

বিনয় মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

মণিকা বললে, কিন্তু কি সুন্দর বাজায়!

—ইম্পসিবল! আমার ত মাথা গরম হ'য়ে উঠেছিল, বেটা চাকরের স্পর্দ্ধা দেখে!

বুকশেল্ফ থেকে একখানা একসরসাইজ খাতা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে মণিকার ভ্রূ ও চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

—দেখ অরুণ এ তোমার ভারি অন্যায়। আমাকে লুকিয়ে রোজই দেখি তুমি আমার নোটবইগুলোতে কি সব লিখে রাখ।

অরুণ বললে, ইম্পসিবল্! কই দেখি। কিন্তু এতো আমার লেখা নয়। এ যে দেখ্‌চি তোমার লেখাগুলো কে করেক্ট ক'রে দিয়েছে।

—তুমি ছাড়া করেক্ট কে করবে শুনি?

—ইম্পসিবল্! বিশ্বাস কর মণি, আমি লিখিনি। তাছাড়া আমি বি এস্‌সি ষ্টুডেণ্ট ছিলুম, তোমার ফিলজফীর কি ধারধারি বল?

ও তাও ঠিক। তবে কি তবে কি, দাঁড়াও—ওয়েটার!

বিনয় পাশের ঘরেই ছিল, তখনি এসে হাজির হ'লো।

আমার খাতায় রোজ রোজ এ সব কে লেখে?

বিনয় বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বললে, আজ্ঞে আপনার খাতায় এক দত্ত সাহেব ছাড়া লেখে কার ঘাড়ে দুটো মাথা!

অরুণ হেঁকে উঠল, ইম্‌পসিবল! যাও, যাও বাহার!

বিনয় আড়ালে মুখ ভেঙচে চলে গেল।

অরুণ বললে, আচ্ছা মণি, লোকটা পিয়ানোয় একটা গৎ বাজাতে পারে, তা বলে যে লেখাপড়াও জানবে এটা তুমি কি বলে ধরে নিলে। অবশ্য জান্‌লে আয়েষার রোমান্সটা জমতো মন্দ নয়।

মণিকা কি যেন ভাবতে ভাবতে বললে, ডোণ্ট্‌ টক রট! কিন্তু, কিন্তু কে লেখে এ সব, এর একটা রীতিমত এনকোয়ারী করতে হবে।

বীণা তখন চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে বড়গাড়িখানা দাঁড়িয়ে। চৌধুরী সাহেব গাড়িতে উঠতে যাবেন কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিষ্টার হালদার এসে উপস্থিত। হালদার বললে, নমস্কার, কিন্তু মানে মানে মানে—

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, মানে বিনয়ের কোন হদিশ পেলে নাকি?

হালদার বলে উঠলো, মানে মানে পাব মানে! আমি হুতাশ হালদার, ডাকসাইটে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মানে আমি পারব না মানে?

চৌধুরী সাহেব আনন্দাতিশয্যে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মানে বল কি! আরে এস এস, ভেতরে এস।

আর গাড়ীতে না উঠে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ড্রইংরুমে একখানা কৌচে এসে বসে পড়লেন। ডিটেকটিভ সামনে আর একখানায় বসল।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর, কি করে পেলে হে তাকে ধরতে? ট্রাম থেকে নামছিল বুঝি না চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। তা সে এখন কোথায় লুকিয়ে আছে?

বম্বে।

বম্বে!

মানে মানে মানে—

থাম মানে। তাহলে আর তুমি তাকে পেলে কই?

মানে যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি। মানে পাব পাব করাও যা, মানে পাওয়াও তা। এই দেখুন, এই সিনেমা, কাগজে বম্বেতে বসে বসে তিনি 'কলঙ্কিনী' নাম দিয়ে এক চিত্র-নাট্য লিখছেন। মানে একটা গল্প। তাঁর নিজের জীবনে ভালবাসার ব্যাপার নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা।

চৌধুরী চিক্তভাবে বলে উঠলেন, অভিজ্ঞতা না তার গুষ্টির পিণ্ডি! না না ও পাষণ্ডের খোঁজে আমার আর দরকার নেই।

কখন সিঁড়ির ওপরের ধাপে বীণা এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, কেউই তা লক্ষ্য করেনি। চৌধুরী বলতে লাগলেন, যে লোক তার ছেলেমানুষ বৌকে কলকাতার রাস্তায় একলা ফেলে পালাতে পারে, সেরকম বদ লোকের আমি মুখ দর্শন করতে চাই না। না বাপু আমার অত পরোপকার প্রবৃত্তি নেই। কি গরজ পড়েছে আমার—

এর মধ্যে বীণা একেবারে চৌধুরী সাহেবের সামনা সামনি এসে দাঁড়াল।

চৌধুরী বললেন, এই যে এস মা, বস।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে তা হলে বিনয়কে ফিরিয়ে আনবার সাধ আপনার মিটে গেল?

চৌধুরী বললেন মা লক্ষ্মি! মানুষের সাধের কি শেষ আছে; কিন্তু সাধ্যে কুলোলে তো? তা হ'লে এদ্দিন আমাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্য আপনার?

উদ্দেশ্য মুখ্যত যা গৌণও তা। প্রতিযোগিতা না করে যথাশক্তি সহযোগিতা করা। তাই এখনও কর্ত্তব্যে অবহিত আছি। এখনও প্রবলভাবে অনুভব করছি তোমার দুঃখের পরিমাপ। কিন্তু মা, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

আপনি যত সব অবান্তর বাজে কথা বলছেন।

বাজে কথা মা, তোমার কপাল-জোরের কথাই বল্‌চি। দেখচো না তোমার কপাল-গুণে পাওয়া জিনিস তুমি পাচ্ছ না। চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি। আর কি করব বল? থাক আমি এখন চল্লুম।

চৌধুরী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে হালদার উঠে দাঁড়াল।

মানে মানে মানে—কোথায় চল্লেন আপনি? আমি যে মানে—

মানে আমি চল্লুম সরাসরি বুকিং অফিসে। এখুনি বার্থ রিজার্ভ করতে হবে, যত টাকা লাগে সেকেণ্ডে না পাই ফার্ষ্ট ক্লাস একখানা রিজার্ভ করে বম্বে যাত্রা করব।

মানে মানে—

আবার মানে! নাও এই টাকা রাখ। তুমিই তো হবে আমাদের গাইড। আর হ্যাঁ, মা তুমি আর দেরী করোনা। আমাদের সুটকেস বেডিংগুলো সব গুছিয়ে ফেলগে যাও। জামাইকে আনতে যেতে হবে, বম্বে। আর হ্যাঁ, বড় বড় দুটো টিফিন কেরিয়রে ভালকরে খাবার দাবারের ব্যবস্থা—মানে রেস্টুরেন্টকারে ডিনার খাওয়া বদ অভ্যাসটা এখন আমার ঘুচেছে।

বোম্বের সেই ফিল্ম ষ্টুডিওর একখানা ঘরের চতুর্দ্দশাংশ। এক ফালি জায়গায় একখানা মাত্র সাধারণ টেবিল খান দুই সস্তা দামের চেয়ার আর একখানা বিশ্রী ধরনের বেঞ্চি। এটা হলো একটা ইউনিটের প্রোডাকশন ম্যানেজারের কক্ষ। এ হেন কক্ষে পুশডোর ফাঁক করে প্রবেশ করলেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শিরীফরহাদের ডিরেক্টর মিষ্টার সোম।

সোম। আশু, আশু! মারভেলস্ সিম্প্লী চারমিং!

আশু বিস্মিত ভাবে বলে উঠলো, আমি চারমিং!

সোম জবাব দিলে, ওরাং ওট্যাঙের আবার চার্ম! পুঃ! এই ম্যাগাজিনের নায়িকা, I mean এই গল্পের নায়িকা। 'শিরীফরহাদের' রোমান্স এর তুলনায় তুচ্ছ! কিন্তু ঐ যা এক দোষ, নামটা বড় সেকেলে, কলঙ্কিনী!

দূর দূর! ওসব কলঙ্কিনী ফলঙ্কিনী এযুগে একদম অচল। নাম শুনেই বমি আসে তা ও বইয়ের আবার ছবি হবে কি?

যাক নামটা না হয় পরে বদলান যাবে। এখন একটা কাজ কর দেখি।

বলে ফেল বলে ফেল—

কলঙ্কিনী

গল্পের লেখকটিকে খুঁজে বার করতে হবে। লোকটা তার আসল নাম দেয়নি, বি, বি, এস বলে চালাচ্চে। পারবে তুমি?

নিশ্চয় পারব। বলি আজ পর্য্যন্ত পারিনি কি সেটা বল। এই দেখনা আজই লেখকের নাম ঠিকানা বার করে ফেলচি। ম্যাগাজিনটা দাও।

বিনয় বম্বেতে সরকার সাহেবের লাইব্রেরী রুমে টেবিলে খাতা রেখে বসে বসে কি লিখচে, আর গুনগুনিয়ে গাইচে, 'তুমর কারণ সব, সুখ ছোড়িয়াঁ অব মোহে কেঁও তরসাও।'

সরকার সাহেব আপিসে, অরুণ চেম্বারে আর মণিকা গেছে তার কলেজে। বাড়ী নির্জ্জন বল্লেই হয়। অতএব বিনয় নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে লেখাপড়া করচে। এম্নিতর সুবিধা সুযোগ পেলে আর রাত্রে যখন সবাই নিদ্রা যায়, বিনয় লাইব্রেরীতে লেখাপড়া করে। বেশীর ভাগ সে ছায়াছবির জন্য একখানা কাহিনী লেখে আর মণিকার কলেজের খাতার ভুল সংশোধন করে। বরাবরই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিনয় এই ভাবে লেখাপড়া করে এসে, আজ ধরা পড়ে যায়। মণিকা কলেজ থেকে পূর্ব্বাহ্নেই চলে এসেছে। লাইব্রেরী ঘরে যাবার পথে প্রথমে সে বিনয়ের কণ্ঠে গান শুনতে পায়। তারপর পা টিপে টিপে জানালার ওপার থেকে দেখে বিনয় দিব্য চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কি সব লেখাপড়া করছে। মণিকা নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে ছোঁ মেরে বিনয়ের খাতাখানা কেড়ে নেয়।

বিনয় দাঁড়িয়ে উঠে কুর্ণিশ করে বলে, কার্ড প্লিজ!

মণিকা বিনয়ের খাতার পাতা উল্টে পাল্টে কিছুটা পড়লো, তারপর লেখানা মুড়ে রেখে প্রশ্ন করলে, তাহলে ক-সপ্তাহ ধরে 'নাচঘরে' এই গল্পটাই বেরুচ্ছিল ?

বিনয় বললে, তা হবে।

—আর তার লেখক আপনি ?

—হবে।

—বীণাদেবীটি আপনার কে ?

—ওটি আমার কল্পনা।

—আর শেষার্দ্ধের মণিকা ?

—আপনি।

মণিকা একটু চুপ করে থেকে বললে, কোন্ সাহসে আপনি আমার নামে গল্প লেখেন ?

বিনয় বললে, ঐ সেই এক সাহসে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—সে কি ?

—সেই যে অসুখের সময় আপনি আমায় ধরা দিয়েছিলেন।

—সেটা না জেনে। জানলে কোন সাহসে, কোন ভদ্রকন্যা অত বড় ভুল করে ? যাক কিন্তু জানতে পারি কি সবকিছু ভাঁড়িয়ে এ বাড়ীতে চাকর সেজে থাকবার আপনার উদ্দেশ্য ?

—আমার গল্পের শেষাংশটুকু যদি কোনদিন সত্যে পরিণত করতে পারি এই আশায়।

—আপনার গল্পের নায়ক দরিদ্র, অজ্ঞাতকুলশীল। দারিদ্র সন্তানের পক্ষে আমার মত ধনী-কন্যা লাভের আশা কি দুরাশা নয় ?

—দুরাশা হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়।

—হয়তো সম্ভব হতে পারত, যদি অরুণের সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা না হোতো। কেননা বাবার বরাবরই ইচ্ছে যে সদ্বংশজাত গরীবের সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন।

—ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট? চরিত্রে আমি ভীষ্মদেব। বলেন তো কলকাতা থেকে দুডজন সার্টিফিকেট আনিয়ে আপনাকে দেখাতে পারি।

—প্রয়োজন নেই। তা-ছাড়া বাবা মতপরিবর্ত্তন করলেও অরুণের সঙ্গে অতবড় অবিচার আমি কিছুতেই করব না।

বিনয় একটু হেসে বললে, তবে অরুণবাবুর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ আপনাকে বিয়ে করা যতটা ইচ্ছা, তার চেয়ে তাঁর বেশী ইচ্ছা আপনার বাবার এই বিরাট ঐশ্বর্য্যলাভ করা।

—কি রকম?

বিনয় পকেট থেকে একখানা খাম বার করে মণিকার হাতে দিয়ে বললে, এই চিঠিখানা পড়লেই জান্তে পারবেন। বোধহয় তিনি তাঁর কোন বন্ধুবরকে লিখেছিলেন, আমি সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছি।

কৌতূহলী মণিকা রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়তে-থাকে,—

"শুধু মণি নয় moneyও আমি চাই। অন্যের মত আমার মন জটিল নয়, তাই মনের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা বৃথা। বাস্তব জগতে আগে তলপী তারপর শিল্পী।"

মণিকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে, হুঁ! যাক, এখন আপনি কি বলেন, আপনার সব ভণ্ডামী বাবাকে জানিয়ে আপনাকে পুলিশে হ্যাণ্ড্ ওভার করে দেব?

বিনয় বললে, ধীরে রজনী ধীরে! যখন সব জানাজানিই হয়ে গেল, তখন কাল গল্পটা একটা ষ্টুডিওতে বেচে দুহাজারের চেকখানা নিয়ে আসি, তারপর না হয় পুলিশে দেবেন।

নারীর মন এক বিচিত্র লোক। নারী চরিত্রও রহস্যময়। সব জেনে শুনেও মণিকা তার বাবার কাছে আপাতত সব কিছু গোপন রাখলো।

এদিকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিষ্টার হালদার, চৌধুরী সাহেব ও বীণাকে নিয়ে বম্বে পহুঁছে গেছে। এঁরা তাজ হোটেলে উঠেছেন। ডিটেকটিভ্ খুঁজে খুঁজে ঠিক সেই ফিল্ম ষ্টুডিওতে গেছে। আর পূর্ব্বোক্ত প্রোডকশান ম্যানেজারের সঙ্গে বাক্যালাপ করচে।

ডিটেকটিভ বলছিল, মানে হ্যাঁ, আমি কলকাতা থেকেই আসচি, আর বিনয় রায়কেই খুঁজ্‌চি। মানে তাঁর লেখা 'কলঙ্কিনী' গল্পটা আমি কিনতে চাই।

প্রোডকশান ম্যানেজার বললে অনায়াসে কিনতে পারেন। ও দিস্তে-পচা নামটা আমাদের মোটেই সহ্য হচ্চেনা। তবে গল্পটা আমরাই কিনবো।

ডিটেকটিভ বললে, মানে মানে, শুধু নামটা নিয়ে আমরা ধুয়ে খাব!

খটমট জুতো-বাজিয়ে হাতে এক ফাইল—প্রবেশ করলেন পরিচালক মিষ্টার সোম।

প্রোডাকশান ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইনি কলকাতা থেকে আসচেন, 'কলঙ্কিনী' গল্পটা কেনবার জন্তে।

সোম বললে, বট্‌ ইট্‌ ইজ অল্‌ রেডি ডন্‌। ও-গল্প আমরা কিনে ফেলেছি। ফুল অ্যাণ্ড ফাইনাল পেমেন্ট মাত্র বাকী।

সোম ফাইলখানার কি একখানা চিঠি আশুকে পড়িয়ে সে কামরা থেকে নিজের খাস কামরায় চলে গেল।

ডিটেকটিভ একটু চুপ করে থেকে বললে, তাহ'লে বিনয়বাবুর ঠিকানা আপনারা জানেন নিশ্চয়। আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বাধিত করুন।

ঠিকানা না হয় দিচ্চি, কিন্তু বই হাতছাড়া করচিনা। যাক এসেছেন যখন তখন একগেলাস ঠাণ্ডা জল আর একটু মিষ্টি—

ডিটেকটিভ আপত্তি করলে না।

এইভাবে ডিটেকটিভ হালদার বিনয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করে ছুটল সরকার সাহেবের বাড়ীর সন্ধানে।

ভারি অদ্ভুত রকমে চমৎকৃত হোলো সে নিজের অভাবিত সাফল্য দেখে।

বিনয় যে চিঠিখানা মণিকাকে দিয়েছিল, মণিকা দিল তা পড়তে অরুণকে। অরুণের তো চক্ষু স্থির। তাইত এ চিঠি মণিকার হাতে আসে কি করে! তবু যথাসাধ্য নিজেকে নিজেই সমর্থন করে অরুণ বলে, ইম্‌পসিব্‌ল! এ চিঠি সেই লিখেছে, যে চুরি করে তোমার একসরসাইজ খাতা করেক্‌শন করে। আমি অমন ইতর প্রকৃতির মতলববাজ নই, আমি ডেন্টিস্ট হলেও শিল্পীপ্রকৃতির লোক। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, বর্ণগন্ধের সমজদার মাত্র। আমি—

তুমি মিথ্যাকথা বলচ অরুণ। মনে রেখো অপরাধীর পক্ষে অপরাধ স্বীকার না করাই সব চেয়ে বড় অপরাধ।

ইম্‌পসিব্‌ল! কিন্তু আমার অপরাধটা যে কোথায় সেটাইত আমি বুঝতে পাচ্ছিনা।

এই চিঠিখানা দেখলেই বুঝতে পারবে।

চিঠি দেখে অরুণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, আরে এ যে আমারই লেখা। কিন্তু এ চিঠি এখানে আসে কি করে!

মণিকা বললে, যেমন করেই হোক এসেছে। তুমি আমাকে চাওনি, চেয়েছ আমার বাবার ঐশ্বর্য্য। আমার সঙ্গে এরূপ প্রতারণা, আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না।

অরুণ প্রবল প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলো, ইম্‌পসিব্‌ল! কখনই নয় এ হতেই পারেনা। আমার কি একটা আক্কেল নেই, যে আমি এ চিঠি লিখতে যাব! নিশ্চয় একটা কোথাও ভুল হয়েছে—

—হ্যাঁ তোমার বুদ্ধির ভুল।

ইম্‌পসিবল্‌! তা যা বলেছ, তোমাকে দেখলেই আমার কেমন যেন সব ভুল হয়ে যায়।

মণিকা কঠিন কণ্ঠে বললে, ধন্যবাদ, সে ভুলটা আগেই হয়েছে। আচ্ছা, তুমি এখন এস।

মণিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল অরুণ তার সামনে এসে বলে, যাচ্ছ কোথায়? শোন আমার একটা দরকারী কথা আছে।

মণিকা বললে, তোমার কোন কথা শোনবার আর আমার সময় হবে না।

মণিকা হন হন করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যায় দ্বিতলের হলঘরে। অরুণ ফিরে এসে পড়লো ডিটেকটিভ হালদারের সামনে।

কাকে চান আপনি ?

এটা তো মিষ্টার সরকারের বাড়ী ?

হ্যাঁ।

হতেই হবে। মানে মানে বিনয়বাবুকে একবার ডেকে দিন তো।

বিনয়বাবু !

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিনয়বাবু মানে বিনয় রায়।

বিনয়রায় নামে তো এ বাড়ীতে কেউ নেই।

আল্‌বাত আছে। আমি হুতাশ হালদার, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করবেন না মশাই। মানে মানে।

ইম্‌পসিবল্‌ !

মানে মানে মানে !

তবে এ বাড়ীতে একজন বাঙালী বেয়ারা আজ দু'মাস—

মানে মানে সেই, সেই !

কেন সে কোন খুনটুন করে পালিয়ে এসেছে নাকি ?

মানে প্রায় খুনের সামিল। মানে যে তার ছেলেমানুষ স্ত্রীকে কলকাতার রাস্তায় বসিয়ে রেখে চম্পট দিতে পারে—

তার স্ত্রী আছে নাকি !

মানে মানে !

আপনি বসুন, আমি আসচি। ইম্‌পসিব্‌ল !

উপরের হলঘরে সরকার সাহেব আর মণিকা বসে ছিল। অরুণ এসে

সংবাদ দিল বিনয়রায়কে গ্রেপ্তার করতে কলকাতা থেকে ডিটেকটিভ এসেছে।

বিনয় রায়!

আজ্ঞে হ্যাঁ, গ্রাট প্রেশস্ বাটলার অফ্ ইয়োর্‌স! কট রেড্ হ্যাণ্ডেড্!

এ সকাউণ্ড্রেল্! চিট্!

গুড্ হেভেন্স্! কেন সে কি করেছে?

কি না করেছে বলুন। ভীষণ লোক—হরিব্‌ল অ্যাফেয়ার্‌স্!

মণিকা চিন্তিত ভাবে বলে উঠলো, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাত এখনও বোঝা গেলনা।

অরুণ বললে; ইম্‌পসিব্‌ল! না বোঝবার কি আছে? দাঁড়াও ডিটেক্‌টিভকে এখানেই ডেকে পাঠাচ্ছি, তাঁর মুখেই ব্যাপারটা শোন। বেয়ারা!

কিন্তু বেয়ারা বিনয় রায় তখন ফিল্‌ম ডিরেকটর মিষ্টার সোমের সঙ্গে ষ্টুডিওতে কথা বলছিলেন।

মিষ্টর সোম। কিছু মনে করবেন না স্যার, সেদিন আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারিনি।

বিনয়। গ্রাট্‌স ও কে! যাক আপনার শিরী ফরহাদ তোলবার খেয়ালটা গেছে তো?

মিষ্টার সোম। অ্যাবসোল্যুট্‌লি! আমি দু'চার দিনেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আপনার গল্পটাই তুলবো। যাই হোক, এই আপনার চেক নিন, আর আমাদের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা করে যাচ্ছেন তো?

বিনয় বললে, তা বই কি, আমাকে শর্ট অপ্ করে নিজেদের দোষ হশ্ অপ করতে চান! অর্থাৎ গাড়ী চাপা দিয়ে আমার প্রায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা ধামা চাপা দিতে চান?

সরকার সাহেব উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, বেইমান! আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আমার মেয়ে তোমার সেবা করেনি?

বিনয় বললে, সেকথা তো অস্বীকার করচি না আমি। কিন্তু আপনার মেয়েটিকে তাঁর নিজের অপরাধটা স্বীকার করতে বলুন।

মণিকা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আমার অপরাধ!

বিনয় বলতে লাগলো, গুরুতর! ফল্‌স পরসনিফিকেশন। আপনি আমার চোখ বাঁধা অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেকে বীণা বলে চালিয়ে দিয়ে ছিলেন। আর মিষ্টার দত্তের অপরাধ নির্জ্জলা হিপোক্রেসি। তিনি আপনার চেয়ে মিষ্টার সরকারের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেশী পছন্দ করেন। অবশ্য সেকথা তিনি গোপন রাখতে বাধ্য। কিন্তু সব সময় শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়?

এমন সময় মিষ্টার চৌধুরীর ট্যাক্সি সরকার সাহেবের গাড়ী বারান্দায় পহুঁছাল। হর্ণ শুনে আর সকলে ভাবল পুলিশ এল।

অরুণ বলে উঠলো, ইম্‌পশিব্‌ল! আর তোমার রক্ষে নেই। ইউ আর ফিনিষ্‌ড!

বিনয় নিরুদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, ধীরে রজনী! ধীরে!

ডিটেকটিভ। মানে মানে—

চৌধুরী সাহেব বীণাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বল্লেন, মানে অ্যাটম বম্ব!

বিনয়ের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে এগিয়ে এসে বল্ল, তাইত

দেখচি এ যে অ্যাটম বম্বের মতই আশ্চর্য্য ব্যাপার! তারপর একে একে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল: ইনি মিষ্টার চৌধুরী, জনিওয়াকর। আর ইনি মাই বস্‌স মিষ্টার সরকার।

আর ইনি?

বীণা রায়।

বি, এ, বি, টি।

ইনি কাহিনীর সেকেণ্ড হিরোইন। মণিকাদেবী। ইনি দন্তমানিক খুড়ি, দন্তচিকিৎসক ডক্টর দাট্টা!

তারপর বাবাজা!

বীণা বলে ওঠে—বিনয়!

বিনয় বলে, ধীরে রজনী! ধীরে! বাবা পুলিশ, গ্রেপ্তার একটু পরেই ক'রো। আগে, এঁদের কাছে আমার শেষ কফিয়ৎটা দিয়ে ফেলি। আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখ দেখে ভাল হয়ে আপনাদের যথারীতি ধন্যবাদ দিয়ে আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেতে পারিনি। কেন জানেন? চোখ বাঁধা পর্য্যন্ত মণিকাকে বীণা বলেই ভুল করে ছিলাম। ভগবান আমি না মানলেও, এটা মানি আমি ভদ্রসন্তান। প্রকৃত ভদ্রসন্তা অকৃতজ্ঞ হয় না। তাই চোখ খোলার পর এই স্নেহময়ী মেয়েটির মুখপানে চেয়ে আমি এম্নি একটা অনির্ব্বচনীয় মোহে অভিভূত হ'য়ে পড়ি যে আমার পক্ষে ভগ্নিটিকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। অবশ্য মিষ্টার দত্ত হয়তো বলবেন, আমার দুর্ব্বল চিত্তই এর জন্য দায়ী।

অরুণ গর্জ্জন করে ওঠে, না, এ তোমার কোন যুক্তিই নয়। এখনো আপনারা এখনও পুলিশে হ্যাণ্ড্‌ওভার করচেন না!

বিনয় আবার তেমনি ভাবে বলতে ল

ত থেকে তুলে রাজপালঙ্কে শুইয়ে দিন

যে আমার লুপ্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে,

আপনাদের চাকর সেজেছি !

ণ গর্জ্জে উঠলো, লায়ার ! আই ক্যান নেভেঃ

ধুরী সাহেব এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন, এঁকে

রণ দেখিনা। যুক্তি দিয়ে সব সময় সত্যের সন্ধান

া মানুষের বাহিরটা দেখে বিচার করবার সময় মানুষের অ

পরিচয় পাওয়া যায় বইকি। যাই হোক আপনাদের মধ্যে এ

কেউই ঠকেন নি। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে যে জিনিসটার সূত্র ধরে

পনাদের অভিজ্ঞতার ঘরে এত বড় রকমের একটা অঙ্ক জমা হ'য়ে

টারও কম প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং—

রুণ বললে, ইম্‌পসিব্‌ল !

ঠাৎ বিনয় মণিকার একটা হাত ধরে অরুণের হাতে মিলিয়ে দিয়ে

তরাং মিলনের এ মধুবাসরে—

রী সাহেব বিনয়ের হাতে বীণার হাত মিলিয়ে বল্লেন, আশীর্ব্বাদ

জীবন তোমার মতিগতি স্থির হোক। মানে আমার মেয়েটিকে

আর পালিয়ে যেও না। স্বামী স্ত্রী তোমরা উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত,

চরিত্রে অনুপম। এযুগের হ'লেও তোমরা ভুলেছ যে তোমরা

তাই নিজেদেরও ভুলেছ। আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছ।

লীর—ঈশ্বরকেও মানতে হচ্ছে, জীবন সঙ্গিনীকে বিশ্বাস করতে